ক্রমিক সং ২২০/২৫
শ্রেণী সং

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি।

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

পঞ্চবিংশতি বর্ষ।

১৩২৪ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২৪ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত
দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা
প্রকাশিত।

১৩২৪

Printed by Narendra Dutta.
at the Janma Bhumi Press.
39, Manick Bose's Ghat Street,
CALCUTTA.

1918

বার্ষিক মূল্য ১।।০ দেড় টাকা] [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বর্ষ সূচী।

১৩২৪ সাল।

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা।

এ

১। এ সৃষ্টি কাহার? কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত বিশারদ ১১১

গ

২। গীত শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ৭৩
৩। গীত সঙ্গীতাচার্য্য ,, দেবকণ্ঠ বাগচী সরস্বতী ১১৭

জ

৪। জাগরণ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস ২৯
৫। জন্মাষ্টমী শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ১৪৮

দ

৬। দীনকুটিরে ,, কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ৮৭
৭। দুইভাই ডাক্তার ,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ ৩১

ধ

৮। ধর্ম্মের ভাব পণ্ডিত ,, রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী ৮৮

ন

৯। নির্ব্বানানন্দ ও কাশীশ্বর ... ঐ ... ১২১

প

১০। প্রাচীন কলিকাতা ,, ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম, আর, এ, এস, ১৫৩।
১১। প্রতিবিম্ব ,, তারকনাথ বিশ্বাস ৭০, ১১৩, ১৪১।

ফ

১২। ফলিত জ্যোতিষ ডাঃ ,, সুরেন্দ্রনাথ ভটাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ ১২৭,১৭৫

ভ

১৩। ভক্তের ভগবান ,, প্রসাদদাস গোস্বামী ৬৪, ৯৩, ১৩৩, ১৭৯

ম

১৪। মঙ্গলাচরণ ১
১৫। মাতৃত্ব ,, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ ৮১
১৬। মিনতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ. এল, এম, এস ৯২
১৭। মিলন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু ৩৯

র

৬৮। রথযাত্রা ,, কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ ২

ব

১৯। বিদায় ,, দেবেন্দ্রনাথ বসু ৩৬
২০। বিজনবাস ,, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৬৯

শ

২১। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ,, কানাইলাল গোস্বামী বিদ্যানিধি সঙ্কলিত ১৯, ৫৫
২২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ,, রামগোবিন্দ রায় ১৭২

স

২৩। সন্ধ্যার দীপ ,, কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ ৭
২৪। সমালোচনা ৪০; ৭৯, ১৫০, ১১৯

হ

২৫। হিন্দুর কর্ত্তব্য ,, হরিদাস বিদ্যারত্ন ৭০

৺

২৬। ৺বলরাম তর্কবাগীশের জীবন চরিত স্বর্গীয় আলোকনাথ ন্যায়ভূষণ ৪২

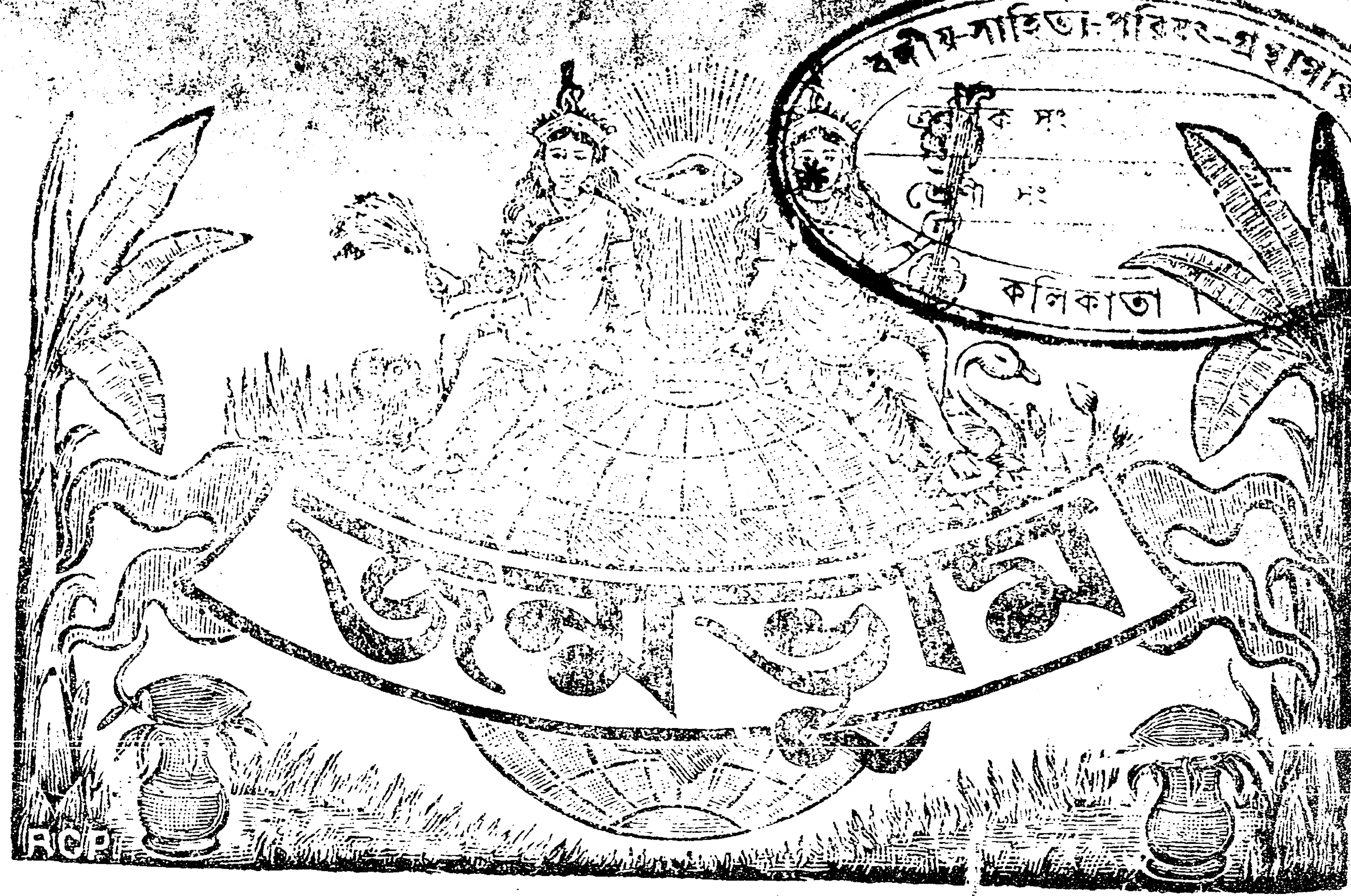

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৫শ বর্ষ। } ১৩২৪ সাল, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

মা জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী জগদম্বার কৃপায় এবং গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের অনুগ্রহে "জন্মভূমি" মাসিক-পত্রিকা চতুর্ব্বিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া, পঞ্চবিংশ বর্ষে প্রবেশ করিল। নববর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে—যে মন্ত্রে ঋষিগণ যে, দেবতাকে আহ্বান করিতেন; আমরাও সেই মন্ত্রে আজি তাঁহার আবাহন করিতেছি,—

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্।

বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্ববিধ কার্য্যের প্রারম্ভে যাঁহাকে নমস্কার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, সেই গজেন্দ্রবদন গণপতিদেবকে অগ্রে প্রণাম করি। হে জগজ্জীবন জ্যোতির্ম্ময়! ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও সাহিত্যসেবা ব্রতে আমাদের সকল বিঘ্ন বিনাশ করুন।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধইতি প্রমাণ-পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং নো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।

শৈবগণ যাঁহাকে শিবরূপে, বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে ব্রহ্মরূপে, বৌদ্ধগণ যাঁহাকে বুদ্ধরূপে উপাসনা করেন, প্রমাণপটু নৈয়ায়িকগণ যাঁহাকে 'কর্ত্তা'রূপে নির্দ্দেশ করেন, জৈনগণ যাঁহাকে অর্হন্ পূজনীয় রূপে আরাধনা করেন ও মীমাংসকগণ যাঁহাকে কর্ম্ম-স্বরূপে নির্দ্দেশ করেন, সেই ত্রিলোকনাথ শ্রীহরি আমাদিগকে বাঞ্ছিতফল প্রদান করুন।

রথযাত্রা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" কথাটি মন্দ নয়, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রথ দেখিব বলিয়া মনে মনে যে সংকল্প করিয়াছিলাম, এই কথাটি শুনিবামাত্র সে সংকল্প নিমেষে তিরোহিত হইল। রথাধিষ্ঠিত মহাপ্রভুকে দর্শন করিলে এই সুখময় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, আর আসিতে পাইব না। কি ভয়ানক কথা। এযে আমার কর্ম্মক্ষেত্র, এযে আমার বড় প্রিয়, আমি কেমন করিয়া ত্যাগ করি?

আর রথ দেখিতে যাওয়া হইল না। রথ রজ্জু আকর্ষণ করা হইল না। আর মহাপ্রভুর চরণ দর্শনলাভে পরজন্মের লোপ সাধন হইয়া উঠিল না। মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল। কি জানি যদি দর্শনমাত্র মায়ার বন্ধন গুলি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া যায়, যদি দেখিবা মাত্র আরও দেখিতে সাধ হয়, তবে ত আর গৃহে ফিরা হইবে না, পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে। আর আমার এই সাধের উদ্যান পড়িয়া থাকিবে, অযত্নে মরুভূমি হইবে। না, না, আমার আর রথযাত্রা দেখা হইল না।

একি? এ কিসের কোলাহল? এ কার জয়ধ্বনি? এই দূরশ্রুত উন্মত্ত উচ্ছ্বাস কিসের ও কাহার উদ্দেশে? কে আমায় বলিয়া দিবে?

কি সর্ব্বনাশ! এ যে রথযাত্রা। যাহা দেখিব না বলিয়া আজ আমি সংসারের এই গুহ্যতম কেন্দ্রস্থলে, যে ধ্বনি, যে উন্মত্ত জয়ধ্বনি শুনিব না বলিয়া আমি এই ব্যস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে, এই বিরাট জনসংঙ্ঘের কোলাহলের মধ্যে সরিয়া আসিয়াছি, এ যে সেই রথযাত্রা, এ যে সেই গগনভেদী জয়গান। আমাকে পাগল করিবে নাকি? এই রথযাত্রার বিরাট দৃশ্য কাহার আদেশে আমার মানস চক্ষুর সমক্ষে নিমেষে ভাসিয়া উঠিল? কাহার নির্দ্দেশে আমার শ্রবণ পথ ভেদ করিয়া এই মহান্ জয়গান অন্তরস্থল স্পর্শ করিল? সংসারের এত অসংখ্য লোক থাকিতে, আমার প্রতি এত আক্রোশ কেন?

যাহা দেখিব না, তাহাই দেখিতে হইল। দেখিলাম এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। একে একে দুয়ে দুয়ে একটি বিরাট জনসঙ্ঘ উন্মত্ত জয়গান গাহিতে গাহিতে একটি বিশাল উদ্দাম প্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। যাহারা সম্মুখে পড়িতেছে স্রোতের বেগে ভাসাইয়া লইয়া এযে ক্রমে ক্রমে আমারি দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি কোথায় যাই? আমাকে কি এই ভীষণ প্রবাহে পড়িয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইতে হইবে? হায়, আমি বুঝি ডুবিলাম।

ডুবিলাম বটে, কিন্তু চৈতন্য হারাইলাম না। মনে মনে তাহাদের সঙ্গে আমিও জয়গান গাহিতে লাগিলাম। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রতিতন্ত্রী ঝঙ্কারে ভরিয়া গেল। বুঝিলাম আমিও ইহাদের সহিত কাহাকে প্রাণপণে আকর্ষণ করিতেছি। ভাল করিয়া ও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। কিন্তু এ কি দেখিলাম? এযে দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই। এ কি দেখিলাম? কেন দেখিলাম? তুমি না পার্থ সারথি? তুমি এই ভাবে, এই খানে? তুমিই না সেই কুলধ্বংসী জ্ঞাতি কোলাহলে, সেই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে রথীন্দ্র পাণ্ডবের রথ চালাইয়াছিলে? তুমিই না সেই ব্রহ্মাস্ত্র বরুণাস্ত্র বায়বাস্ত্রের মুখ হইতে সখার রথ সহস্রবার রক্ষা করিয়াছিলে? তুমিই না সেই? তোমার এই দশা? হা অদৃষ্ট! আজ তুমি সেই সারথি প্রধান হইয়া সারথিত্বে জলাঞ্জলি দিলে? না, রথচালনা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ? না, না, তাহা হইতে পারে না, তুমি সারথিত্ব ভুলিলে আমার কি দশা হইবে? আমি যে আকর্ষণে একান্ত অক্ষম, কে আমায় আকর্ষণ করিবে?

ও: বুঝিয়াছি! এ সেই তুমি, সেই সারথিপ্রধান পার্থ সারথি। সেদিন

দেখিয়াছিলাম, দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, তোমার মত সারথি আর নাই। আজ তুমি দেখাইলে যে, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। তোমার অপেক্ষা উচ্চতর সারথির অভাব নাই, অসংখ্য আছে। তোমাকে যাহারা ভালবাসে তাহারা তোমার অপেক্ষা ভাল সারথি, তোমাকে সারথিত্ব শিখাইতে পারে। যাহারা তোমার প্রেমে প্রেমিক,—তাহাদের নিকট তুমি চিত্র পুত্তলিকা মাত্র। তাহারা তোমাকে উঠায়, বসায় আর মন হইলে ছুটায়। তোমার ক্ষমতা তাহাদের ক্ষমতার নিকট পরাভব স্বীকার করে। প্রথমে কেন জানি না, বোধ হয় বালচাপল্যে তুমি তাহাদের পাশ হইতে ছুটিয়া যাও, ধরা দিতে চাও না; কেবল ছুটিয়া বেড়াও। বালক, তুমি তাহাদের শক্তি যে, তোমার শক্তি হইতে অনেক বেশী। তুমি কতক্ষণ ছুটিবে? যখন তোমাকে ধরিয়া ফেলে। আর পলাইতে পার না। তোমাকে প্রাণপণ বলে টানিয়া আনে। তোমাকে বড় সাধের মানস রথে বসাইয়া প্রেমরজ্জু সংযোগে নিজের দিকে টানিয়া আনে।

সে যে, বিষম আকর্ষণ। তুমি ত কিশোর বালক, যদি তোমার আর কেহ ডাকিবার ও সাহায্য চাহিবার থাকিত, তবে সেও এই আকর্ষণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত না।

প্রেমের রজ্জু এমনই দৃঢ়। তাহা না হইলে তুমি কি সহজে ধরা পড়িতে? এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি যে একমাত্র সারথি। তোমার অভাবে চোখের পলকে এই মহান্ রথ পাপপঙ্কে ডুবিতে থাকে, প্রতি মুহূর্ত্তে ভীষণ সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়, বাজীগণ উদ্দাম বেগে বিপদের অভিমুখে ধাবিত হয়। সেই তুমি আর এই আমি, কালসমুদ্রসৈকতে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র একটি বালুকাকণা। তোমাকে আকর্ষণ করি সাধ্য কি? তবে যদি পারিয়া থাকি তবে হে কিশোর প্রেমিক সে কেবল তোমার প্রেমে।

কিন্তু আজি একি রূপ? তোমার যে রূপে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে আকর্ষণ করিতেছি, যে রূপ দেখিবার আশে ঐ জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকি, সেই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, সেই সরসিজাসনে সন্নিবিষ্ট, সেই কনক কেয়ূরবান, কিরিটিশোভিত, হিরণ্ময়, জ্যোতির্ম্মণ্ডিত সেই শঙ্খচক্রধারী রূপ কোথায় লুকাইলে? এই দারুময় দেহ কোথায় পাইলে?

ওঃ বুঝিয়াছি! তোমার গৃহে বড়ই অশান্তি। তোমার একটি ভার্য্যা বড়ই মুখরা অপরটি ত চিরপ্রসিদ্ধা চঞ্চলা। অদৃষ্টে পুত্রও বেশ পাইয়াছ, সর্ব্বত্রে অবাধগতি সেই ভুবনবিজয়ী মন্মথ। বিশ্রামের স্থান সেই ক্ষীরোদ

সাগরে অনন্তশয্যা। গরুড় তোমার বাহন। কি অদৃষ্ট! আমার বোধ হয়, তুমি নিজের ঘরের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া দারুময় হইয়া গিয়াছ।

তুমি দারুময় হও, আর হিরণ্ময়ই হও, তাহাতে আমার কি? যে যাহাকে ভালবাসে সে কি কেবল রূপ দেখিয়াই ভালবাসে? ভালবাসার চক্ষে দেখিলে প্রেমিকের কি রূপের অভাব হয়? শ্যাম হউক, কাল হউক তাহাতে যে সোণার কিরণ মাখান থাকে। কৌমুদিস্নাত সাগর বক্ষে উত্তরঙ্গভঙ্গ দেখিয়া কোন্ অন্ধ দর্শক সাগরে কাল জলের অনুমান করে? তবে কৌমুদি চাই। ভালবাসা সেই কৌমুদি। যে যাহাকে ভালবাসে তাহার চক্ষে প্রেমিকের রূপ কি অনন্ত কি মধুর! তাই বলি তুমি দারুময় হও, আর হিরণ্ময় হও, তুমি আমার চোক্ষে আমি যাহা চাই তাই।

তোমাকে দেখিতে চাহিনা কেন জান? ভয় হয়, যদি ভালবাসিতে না পারি, যদি তোমাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অহমিকারাশি সাগরের তলে বিসর্জ্জন করিতে না পারি, তাই ভয় হয়। আরও, যাহাকে দেখিতে ভাল, তাহাকে না দেখা ভাল। কি জানি কি হয়। দূর হতে সবই ভাল লাগে। মিলন হইতে বিরহ মধুর। বিরহে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মন্দীভূত হইয়া লোপ পায় না। মিলনে সকলই মিটিয়া যায়। তাই ভয় হয়। তাই ভাবিয়াছিলাম তোমাকে দেখিব না।

ওঃ কি আনন্দ! আজ আমি এই বিপুল জনস্রোতে তোমার মহিমা গান গাহিতেছি। মিথ্যা কথা! আমি গাহিতেছি? কখনই নহে। আমি যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র। যে সুরসংযোগে তোমার মহিমা গান হয় সে সুর আমায় কে শিখাইবে? আমি যে কিছুই নয়। তোমার জয়গান গাহিব এমন শক্তি কেমনে সম্ভবে? এ তুমিই গাহিতেছ। তোমার জয়গান তুমিই গাহিতেছ। তুমি না গাহিলে কে গাহিবে? কা'র সাধ্য? তোমার মহিমা বুঝে কে সেই ভাগ্যবান? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তোমার এই অনন্ত অস্তিত্ব তুমি না দেখাইলে, না বুঝাইলে কে দেখিবে, বা কে বুঝিবে?

একি? জয়গান গাহিতে গাহিতে, শুনিতে শুনিতে এ আমার কি হইল। অঙ্গের বন্ধন যে সকলই শিথিল হইয়া গেল। এ বন্ধন কে খুলিয়া দিল, কেন খুলিল! এ শিথিল পিঞ্জর হইতে মুক্তপিঞ্জর বিহগের ন্যায় এ কি শূন্যে আরোহণ করিতেছে? আমি কোথায় উঠিতেছি? কোথায় চলিয়াছি?

আমি কোথায়? এ যে সূর্য্যদেব। ঐ যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল। এ সব

কি করিতেছে? একি তাণ্ডব নৃত্য? না না, এ তাণ্ডব নৃত্য কেমনে বলিব? এ নৃত্যে ত শৃঙ্খলার অভাব নাই। সূর্য্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া এরা বেশ নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিতেছে। পরস্পরে বিবাদ নাই, সংঘর্ষণ নাই। সকলেই নাচিয়া চলিয়াছে। এ যে বিচিত্র শৃঙ্খলা। এযে বিচিত্র নৃত্য। আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। কে যেন আমায় আকর্ষণ করিল।

সেই অনন্ত শূন্য পথে, আমি সেই মহা আকর্ষণে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে ছুটিয়া চলিয়াছি। দেখিলাম, শত সহস্র, কত অযুত অগণ্য সৌরজগৎ কত মহা সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সেই একই ভাবে নৃত্য করিতেছে। দেখিলাম, কত শত সহস্র মহাসৌরজগত আরও কাহাকে ঘেরিয়া নাচিতেছে। ভাবিলাম, আমি কোথায়? দাঁড়াইতে পারিলাম না। আমিও আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া চলিলাম। আমি কি পাগল হইলাম? বড় ভয় হইল। মনে হইল, বুঝি কোন মহান্ বস্তুর সহিত আমার সংঘর্ষণ হইবে, বোধ হয় সেই সংঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব। কিন্তু কৈ আমি ত বেশ চলিলাম। মনে বুঝিলাম, এই অনন্তশূন্যে এই অজ্ঞাত পথে আমার পথও নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু এ পথের কি শেষ নাই?

একি! আমি কোথায়! এ মায়া না সত্য! এই ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝে এত স্থিরতা কেমনে হইল?, এই বিরাট মহান্ জ্যোতিষ্ককে কেন্দ্র করিয়াই কি এই অযুত অগন্য রবি, শশী, তারা, উল্কা, ধূমকেতু একযোগে নৃত্য করিতেছে? এত স্থিরতা এইখানে! ঝটিকাতাড়িত বীচিবিক্ষোভিত মহাসাগরগর্ভে এত শান্তি? এই কি আমার পথের শেষ?

একি দেখিলাম? এই ত সেই সবিতৃমণ্ডল, এই ত সেই মধ্যবর্ত্তী বিচিত্র সরসিজাসন, এই ত সেই পদ্মাসনাধিষ্ঠিত; আর আমার হৃদয়াধিষ্ঠিত হিরণ্ময় জ্যোতির্ম্মণ্ডিত, কনককুণ্ডলশোভিত কিরিটিভূষিত শঙ্খচক্রধারী। চক্র ঘুরিতেছে, তাই বুঝি এ বিরাট নৃত্য, তাই বুঝি আমি এইখানে। আর শঙ্খ বাজিতেছে, তাই বুঝি এ মৃদুলগম্ভীর প্রণবধ্বনি, তাই বুঝি মোর জয়গান। ধন্য আমি, ধন্য তুমি, কি রহস্য!

রহস্য? একি! আমি কোথায়? সে দৃশ্য কোথায়? আমি ত রথ দেখিতে যাই নাই। আমি ত রজ্জু আকর্ষণ করি নাই। মাত্র সংকল্প করিয়া ভাবিতে ভাবিতে কি দেখিলাম। আমি জাগ্রত না নিদ্রিত? একি স্বপ্ন না প্রহেলিকা?

সন্ধ্যার-দীপ।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

এস সন্ধ্যার দীপ ধরি।
সাঁঝের আঁধার, ঠেলিয়া দূরে সুন্দরী॥
জ্বাল দীপমালা,
জ্বাল ঘরে ঘরে,
শোক তাপ জ্বালা,
দুঃখ রাখি দূরে
শুকতারা সম একাকী ভাসিয়ে,
এস সিঁথিতে সিন্দূর পরি।
এস সন্ধ্যার দীপ ধরি॥
আমি যবে ডাক দিব
টিপ দিয়ে যা রে।
তুমি নীরবে গগনেতে,
যেয়ো গো ঝ'রে।
ধ'র গো আঁচল পাতি,
পীরিতি কুসুম ভাতি,
হাসিও সুষমা হাসি, আনন ভরি।
এস সন্ধ্যার দীপ ধরি॥
ফেলে যেও পথে যেতে,
কুসুম মালিকা হ'তে,
নীহারে ফেলিয়া যেও, আঁখিজল পাসরি।
সে জল মুকুতা বলি,
আবেগে লইয়া তুলি,
ধরিব হৃদে সুন্দরী।
এস সন্ধ্যার দীপ ধরি॥

ভক্তের ভগবান।

শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী বিরচিত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—সুরসভা।

দেবরাজ, শচী, দিকপাল ও অপ্সরাগণ।

(অপ্সরা সঙ্গীত)

নাচ নাচ থিয়া তা থিয়া তা থিয়া অপ্‌সর বালাগণে,
বাজুক মৃদঙ্গ ধিন্ ধিন্ ধিয়া মন্দীরা বীণা সনে,
উঠুক সঙ্গীত মুদারা তারা, ঢালুক পাত্রে সুধার ধারা,
পিও পিও সুখে অমর অমরী, হয়ে যাও মাতোয়ারা,
দানবদুহিতা দেবরাজ সনে বিহরে হরষ মনে।

ইন্দ্র। মধুর সঙ্গীত! ত্রিদিবের সুখরাশি—
ভোগরাশি যত, সব পরাভব কারী—
সুন্দর সঙ্গীত এই অপ্সরা কণ্ঠের।
আমি ত্রিদিবেশ, কঠোর তপস্যাবলে
লভেছি ইন্দ্রত্ব পদ, অজেয় ত্রিলোকে।
সুধাপানে অমরত্ব করিয়াছি লাভ।
কল্পতরু নন্দনের, নাগ ঐরাবত,
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, রমণীর সার শচী,
মহাস্ত্র অশনি, অব্যর্থ সম্পাত যার,
এ সকল আমারই বিভব,—(শুনিয়া) কি স্বর?
ওযে নারদের বীণা, ব্রহ্মলোক ত্যজি
কি লাগি হেথায় আজি আগমন তাঁর?
(স্বগতঃ) সরলপ্রকৃতি নহে এই ঋষিবর।

(গীত গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ)

নারদ।

আজি কি সুদিন মম, পাব হরিদরশন, পূত হইবে তনু মন।
অদিতি নন্দন, অসুর নিসূদন, নিরখি বরণ নবঘন।
মানস পঙ্কজ ফুটিবে উল্লাসে, কশ্যপকুমার রূপের বিকাশে,
হেরিব শ্রীপদ, দেবের সম্পদ, সফল হইবে দু'নয়ন।

শচী। আশ্চর্য্য ত!
দেবরাজ দরশন সৌভাগ্য ভাবিয়া
গাইছেন তব যশঃ দেবর্ষি নারদ!

বরুণ। (জনান্তিকে বায়ুকে)
সত্যই কি তাই? নিরখি দেবেন্দ্রপদ
দেবর্ষি নারদ, হবে এত পুলকিত?

বায়ু। (অপবার্য্য) নিরখিতে নারায়ণচরণযুগল
ধরাধামে যাবে মুনি, এই হয় মনে;
ভক্তিতে বিভোর হ'য়ে গাইছেন গান
দেবেন্দ্রে দেখিয়া নয়, উপেন্দ্রে ভাবিয়া।

শচী। প্রণাম ঋষিবর।

ইন্দ্র। স্বাগত দেবর্ষি! সুর পুরবাসীগণে
পরম সৌভাগ্য আজি তব পদার্পণে।

নারদ। দেবেন্দ্র! আজ বৈকুণ্ঠবিহারী হরির চরণ দর্শন করবার জন্য একবার ধরাধামে যাচ্ছি, পথে মনে হল বহুদিন তোমাদের দেখি নাই, একবার দেখে যাই। ত্রিদশালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত?

ইন্দ্র। (স্বগতঃ) না এলেই ছিল ভাল। কৃষ্ণের স্তাবক।

শচী। আপনার ন্যায় মহানুভবগণ যাঁর সতত শুভানুধ্যান করেন, আর দধীচির প্রসাদে বজ্র যার করতলগত, তাঁর অমঙ্গল আশঙ্কা কোথায়? সম্প্রতি পর্য্যটন ক্লান্ত হয়েছেন, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করেন, এই আমাদের বাসনা।

নারদ। পর্য্যটন ত আমার সংস্কারগত, তাতে আর ক্লান্তি কি? বরং বিশ্রামে তৃপ্তি লাভ হবে না।

শচী। কেন?

নারদ। চিত্ত হরি সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, যতক্ষণ না মর্ত্ত্যে গমন করে সেই অধোক্ষজের চরণ দর্শন কর্‌ছি, ততক্ষণ ত কিছুতেই তৃপ্তি হ'বে না।

ইন্দ্র। যাবেন মরতে? দুঃখ, শোক, জরা, ব্যাধি,
কৃতান্ত-তাড়ন, পূতিগন্ধপূর্ণ বায়ু,
পাপরাশি কলুষিত মানব নিবাস,
হেন মরধামে যাইতে বাসনা তব!
দেবঋষি! ব্রহ্মার মানসসুত তুমি।

নারদ। কিন্তু দেবরাজ! আমি কোন্ ছার? স্বয়ং বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণু তথায় অবস্থান কর্‌ছেন যে—মরধাম পাপের আলয় বটে, কিন্তু সেই পাপভার হরণ করতেই হরি তথায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এখন সেই মর্ত্ত্যই কোটী স্বর্গ, কোটী ব্রহ্মলোক হতেও পবিত্র হয়েছে। এ কথা কি শতক্রতুকেও বুঝাতে হবে?

ইন্দ্র। কৃতী বটে উপেন্দ্র, তথাপি কনিষ্ঠ সে
মম, মানব আলয়ে বাস, সমভাবে
মানবের সনে, হীনতা দেবের পক্ষে
নয় কি দেবর্ষি? পাপ স্পর্শে কলুষিত
দেবতাও হয়। অগম্য সেস্থান সদা।

নারদ। (হাসিয়া) হাঁ, অনেকের পক্ষে বটে, তবে কি জানেন দেবেন্দ্র! বহ্নি মলারাশি ভস্মীভূত করেন, কিন্তু নিজে কি মলিন হন? কর্ম্মে নির্লিপ্ত, ফলে নিস্পৃহ, সেই মায়াতীত নিরঞ্জনকে কলুষ স্পর্শ করবে? একমাত্র তিনিই পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, সংহর্ত্তা, আর কেও নয়। পৃথিবীর পাপভার হরণ করবার জন্য তাই মধ্যে মধ্যে সংসারে তাঁর অবতার, নইলে যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে! গৃহের আবর্জ্জনা যেমন মধ্যে মধ্যে দূর কব্‌বার প্রয়োজন হয়, সংসারেপদ্ধত

আবর্জ্জনা জন্মে, তা মধ্যে মধ্যে সংসারের রক্ষা কর্ত্তাকে দূর কর্‌তে হয়। অন্যে তথায় কলুষিত হতে পারে, তিনি নন।

ইন্দ্র। যাও তবে ঋষিবর! দ্বারাবতী পুরে—
বসুদেব সুত, জরাসন্ধ ডরে ডরি
লুকায়ে আছেন তথা সমুদ্রের কূলে।
জানাবে আশীষ মম, দেখিতে তাহারে
সতত বাসনা, কিন্তু কি করিব? বলো,
দেবগণসহ, মোরা তাঁর আগমন
প্রতীক্ষায় রহিয়াছি—ত্রিদশ আলয়ে।
লহ এই পুষ্প পারিজাত, দিও তারে
মম আশীর্ব্বাদ চিহ্নরূপে, দেবতার
দুর্ল্লভ কুসুম, বর্ষকাল স্থায়ী ইহা;
ইন্দ্র বিনা আর কেহ নহে অধিকারী।

শচী। তাঁদের আমারও আশীর্ব্বাদ জানাবেন দেবর্ষি! রুক্মিণী দেবীকে বল্‌বেন, যে দেবতাদের প্রসন্ন কর্‌বার জন্য তিনি যে ব্রত করে ছিলেন, তাতে তাঁরা সকলেই প্রীত হয়েছেন, তাঁদের সকল আপদে দেবতারাই রক্ষা কর্‌বেন।

নারদ। (স্বগতঃ) স্নেহের দৌড়টা কিছু বেশী দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) বল্‌ব বই কি, ত্রিলোকপালক ত্রিবিক্রমকে, আর লক্ষ্মীদেবীকে সবই বল্‌ব। আজ বিদায় হই তবে। (প্রস্থান)

শচী। এই নারদটি সহজ লোক নন। কথার ভাব দেখ্‌লে? ইনি গিয়ে আবার একটা গোল না বাধালে হয়।

ইন্দ্র। কি করিবে আমার নারদ কিম্বা কৃষ্ণ?
সহজে কনিষ্ঠ, তাহে নররূপ ধারী!
মানবেরে দেবরাজ গণে কি ইন্দ্রানি?
জ্যেষ্ঠ আমি নিজ তেজে, শ্রেষ্ঠ সর্ব্বগুণে
কনিষ্ঠ সে, স্নেহ কার বটে, নাহি ডরি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ব্রাহ্মণের বাটী।—ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী। আর পারি না শরীর অবসন্ন হয়ে আস্‌ছে। (উপবেশন) এত কষ্ট! তাও যদি স্বার্থক হতো? হা ভগবান্! কি পাপ করেছি, যে দশমাস এই যন্ত্রণা সহ্য কর্‌বার পর একবার সন্তানের মুখ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাই না। ভূমিষ্ঠ হবামাত্র কে যে নিয়ে যায়, কিছুতেই তার ঠিকানা হয় না। তিন তিনটে ছেলে—একি কম কষ্ট! আহা! স্বপ্নে বাছাদের মুখ দেখি, যেন তারা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে, কাছে ডাকলে বলে "ঠাকুরকে বলনা, ঠাকুর যেতে না বল্‌লে ত যাব না।" দৌড়ে ধরতে যাই পারি না, লুকোয়, ধড়াস্ করে ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর বুকটা যেন ফেটে যায়। আর কষ্ট সহ্য হয় না। (শয়ন) হায়, স্বপ্ন যদি সত্য হতো, আর সত্য যদি স্বপ্ন হতো? (নিদ্রিত)

(বালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও গীত)

কার হাতে স'পে দিয়ে মা আমায় আছিস্ গো ভুলে?
কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছি কত নেনা আমায় কোলে তুলে।
কত নিদ্রা যাস্ মাগো? এত ডাকেও নাহি জাগো,
একেবারে ভুলে যাবি, মনের কথা বল্ মা খুলে।
দেখা কি মা পাব না তোর, ভাঙ্গবে না কি এ ঘুমঘোর,
কোলের ছেলে ফেলে থুয়ে মায়ের কি সাজে ঘুমুলে?

ব্রাহ্মণী। (নিদ্রিতাবস্থায়) আঁ্যা—আঁ্যা—কই,—কই?

কৃষ্ণ। দ্বারকায় যাবি নি? ছেলে চাস্‌না তবে? বেশ চলিলাম। (প্রস্থান)

ব্রাহ্মণী। (জাগিয়া শশব্যস্তে) কই, বাছারা আমার? দেও তাদের। আমি দ্বারকায় যাব, ব্রাহ্মণ না যায়, আমি যাব, সে থাক তার ধনপ্রিয়কে নিয়ে, আমি দ্বারকায় যাব—গেলে পাব কি

তাদের? না, এ স্বপ্ন, মনের খেয়াল, আর কি তাদের পাব? আর কি তারা মা বলে আমায় কোলে আস্‌বে? কতদিন তারা চলে গেছে (রোদন); কিন্তু সেই একই রকমের স্বপ্ন, একই রকমের কথা, হায় কি করি?

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণি! রোদন করছ? কর, রোদন কর, ঐ রোদনই সার, আর কোন উপায় নেই—লোকজন পাহারা রেখে কিছু হল না, শান্তি স্বস্ত্যয়নে কিছু হলোনা, কিছুতেই কিছু হবে না, আর উপায় নাই—কর রোদনই কর—আর কি করবে? কিন্তু অরণ্যে রোদন, বিধাতার কর্ণ নাই, চক্ষু নাই, হৃদয় নাই, আছে—হাত; কিন্তু তা একবার মাত্র ব্যবহারের জন্য, সে সৃজনের সময়। তারপর সে হাতের আর কায কর্‌বার যোও নেই।

ব্রাহ্মণী। হাঁ, বিধাতা বধির, অন্ধ, হৃদয় শূন্য, মানি, কিন্তু বিধাতারও বিধাতা আছেন, তিনি মনে কর্‌লে কি না হয়? সব অসম্ভবই তাঁর কাছে সম্ভব হতে পারে। তাঁকে ত প্রসন্ন কর্‌বার চেষ্টা করছ না। তোমার পাপেই বিধাতা বাম। তুমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও, দেখ্‌বে বিধাতাকে সদয় হতেই হবে।

ব্রাহ্মণ। আমি কি পাপ করেছি বলে দাও। কখনও কারও কোনও অনিষ্ট করিনি, কারও মন্দ চিন্তাও করিনি। তবু আমার অনিষ্ট হয় কেন?

ব্রাহ্মণী। তুমি কৃষ্ণদ্বেষী, তাই হয়। তিনি যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণের শরণাপন্ন হব? তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, এবং আমারও সেই ইচ্ছা বারংবার মনে হয়; আমি কৃষ্ণদ্বেষী নহি, কিন্তু ধনপ্রিয়ের তাতে বিশেষ আপত্তি। তাকে ত্যাগ করি কি করে, এক গণ্ডূষ জল দেবার ত আর কেও নাই। পিতৃ পিতামহের পিণ্ড জল দেবার যে সেই একা আছে।

ব্রাহ্মণী। ধনপ্রিয়, ধনপ্রিয়—ঐ ধনপ্রিয়ই তোমার কাল। সে ঘোর

পাপী, কপট, কদাচারী, ব্যভিচারী, সংসারের আবর্জ্জনা, তার সংস্রবই তোমার পাপ। নইলে তোমার মত পরোপকারীর কি অনিষ্ট হয়। তার আপত্তি ত হবেই, তোমার সন্তান না থাক্‌লে সে তোমার সর্ব্বস্ব পাবে, সে আপত্তি করবে না? নিজের সর্ব্বস্ব নষ্ট করেছে, এখন তোমার অর্থ পেলে আবার কিছুদিন পাপের স্রোত চলে। তোমার পিতৃপুরুষেরা পুণ্যাত্মা ছিলেন, তাঁহারা ধনপ্রিয়ের জল গণ্ডূষ গ্রহণ কর্ব্বেন? কখনও না। তা হচ্ছে না, তোমায় কৃষ্ণের শরণাপন্ন হতেই হচ্ছে। তিনি আমায় রোজ স্বপ্নে দেখা দেন, আর বলেন, আমি তোর ছেলে এনে দেব।

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণি! তুমি পুত্রশোকে বাতিকের প্রাবল্যে স্বপ্ন দেখ্‌ছ। কৃষ্ণ তোমার মৃতপুত্র এনে দেবেন? মরামানুষ কখনও কেও বেঁচেছে? মানুষ একবার মরলে কেও তাকে বাঁচাতে পারে না। কৃষ্ণও নয়।

ব্রাহ্মণী। হাঁ, দেবেন এনে, আমার বাছারা মরেনি, কৃষ্ণের কাছে আছে, আমি দেখেছি আছে। কৃষ্ণ কিনা পারেন? তিনি যে ভগবান, তাঁর কাছে কিছু কি অসম্ভব আছে? তোমায় মিনতি করি, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। তিনি অগতির গতি। বিপদ বারণ মধুসূদন।—তোমার পায়ে পড়ি।

(পদ ধারণ)

ব্রাহ্মণ। তাই ত—কি করি? এযে উভয় শঙ্কট।

ব্রাহ্মণী। ভাব্‌ছ কি? না যাও ত আমি আত্মহত্যা করব।

(সত্যপ্রিয়ের প্রবেশ)

ঐ ঠাকুর পো আস্‌ছেন। ওঁর অমত নেই, উনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত।

সত্য। কি হয়েছে দাদা! বউ ঠাকুরাণি তোমার পায়ে ধরে? এ যে বিপরীত ব্যাপার।

ব্রাহ্মণ। সত্যপ্রিয়! বড়ই বিপদে পড়েছি ভাই।

সত্য। বড় শক্ত কথা দাদা! বড় শক্ত কথা। যখন বউ ঠাকরুণ পায়ে ধরেছেন, তখন তোমার যে সমূহ বিপদ উপস্থিত, তা

বেশ বুঝ্‌তে পারছি, কথাটা শক্ত দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়। ওঁরা মিনতি করে দুটো মিষ্ট কথা কইলেই ভয় হয়, না জানি কোন্ গুরুতর ফরমাস হয়, আর এ ত পায়ে ধরা। সহজ কথা কি?

ব্রাহ্মণী। মিনতি করি ঠাকুরপো। তামাসা রাখ। তোমার দাদাকে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হতে বল। বল ঠাকুর পো, বুঝিয়ে বল, নইলে———

সত্য। দাদাকে আমি কি বল্‌তে বাকি রেখেছি? তা উনি না শুন্‌লে কে কি করবে বল। ধনপ্রিয়ের অমতে কি উনি কোন কায করতে পারেন? সে ওঁর ভাইপো। আমরা জ্ঞাতি বইত নয়।

ব্রাহ্মণী। তা বটে, আমার ছেলে না বাঁচলে তোমার ত আমার বাড়ী ঘর দোর, শিষ্যদত্ত অর্থ, আর যা কিছু আছে, সে সব পাবার আশা নেই—কাজেই ঠিক্ কথাটাই বল্‌তে পার, নইলে হয়ত পারতেনা। অর্থলিপ্‌সা তোমার মুখ চেপে ধরত।

ব্রাহ্মণ। সত্যপ্রিয়! তোমাকে আমি জ্ঞাতির মত মনে করি না, ভাই! তোমার মত সরল ধার্ম্মিক সংসারে কয়টা আছে? তুমি সত্যই সত্যপ্রিয়। তবে কি জান? ধনপ্রিয়কে কি আমি ত্যাগ করতে পারি?

ব্রাহ্মণী। তুমি তাকে ত্যাগ করছ? না সে তোমায় ত্যাগ করতে চাচ্চে? সে তোমার যথা সর্ব্বস্ব নেবার লোভেই ত এইটি করছে। তাকে আজও চিন্‌লে না?

ব্রাহ্মণ। ধনপ্রিয় কি এত বড় নীচ স্বার্থপর হবে, যে সে সামান্য অর্থ লোভে আমার বংশ লোপ করবার চেষ্টা করবে।

ব্রাহ্মণী। করবে না করছে? তুমি হীনবুদ্ধি তাই সেটা বুঝ্‌তে পারছ না। তার কার্য্য বার বার দেখেও অন্ধ হয়ে থাক্‌লে আর উপায় কি?

ব্রাহ্মণ। ভায়া শুন্‌ছ? আমি হীনবুদ্ধি, আর উনি বুদ্ধিমতী?

সত্য। দাদা! তুমি হীনবুদ্ধি? তোমার বুদ্ধির বেড় বউ দিদি আঁকড়ে পান্ না বলেইত ঐ রকম মনে করছেন।

ব্রাহ্মণী। তা বেশ, তোমার দাদার খুব বুদ্ধি, কিন্তু এখন একবার দ্বারকায় যেতে বল দেখি।

সত্য। কি বল দাদা? একবার না হয় গেলেই বা? এইত কাছেই বইত নয়, বেড়াতে বেড়াতেই চল না। কৃষ্ণ মনে করলে কি না কর্‌তে পারেন?

ব্রাহ্মণ। ভাল, তোমারও যখন ঐ মত, তখন একবার গিয়েই দেখি, শেষটা আবার দুকুল না যায়। ঐ যে ধনপ্রিয় আসছে। আর একবার ওকে ভাল করে বলেই দেখি না?

সত্য। তবেই হয়েছে, এতক্ষণ জপিয়ে ঠিক কর্‌লাম, সব ভেস্তে যাবে। তোমার কপাল বউদিদি, কি কর্‌ব?

ব্রাহ্মণী। না, ওকে কিছু বলোনা। তুমি চুপি চুপি ঠাকুরপোর সঙ্গে চলে যাও। ওকে জানাবারই দরকার কি?

ব্রাহ্মণ। একবার বলায় দোষ কি?

ব্রাহ্মণী। না, ওকে বলা হবে না। কোন মতে নয়।

ব্রাহ্মণ। তা বেশ, না হয় নাই বল্‌লাম। (ধনপ্রিয়ের প্রবেশ) এস ধনপ্রিয়! তা দেখ.—

ধন। কি বল্‌ছেন বলুন না, আমার কাছে কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?

ব্রাহ্মণ। না, এমন কিছু না, তোমার খুড়ী ত আবার আসন্ন প্রসবা।

সত্য। বউ দিদি!

ব্রাহ্মণী। (ব্রাহ্মণের প্রতি কোপ দৃষ্টি করিয়া) তা ধনপ্রিয়কে বলে কি হবে? ও তার কি করবে?

ধন। এবার বেশী করে লোকের বন্দোবস্ত কর্‌ব।

ব্রাহ্মণী। তাতে ছাই হবে।

সত্য। বাবা ধনপ্রিয়! সব চেয়ে ভাল হয় এক কায কর্‌লে। বার বার লোকজন নিয়ে গোলযোগ কর্‌তে হয় না।

ধন। কি কায সত্য কাকা?

সত্য। এই তোমার ত হাতে বিশেষ কোন কায নেই, একদিন রাতারাতি তোমার খুড়োর স্বর্গলাভের ব্যবস্থা করে ফেলনা কেন? বলে দিও সর্পাঘাত হয়েছিল। তোমার মত নিষ্কর্ম্মা ছেলের কাযই ত খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করা।

ধন। (স্বগতঃ) এ কথা যে কতবার মনে উদয় হয়েছে, কিন্তু এত বড় স্নেহশীল কাকা—না—(প্রকাশ্যে) একি তামাসার সময় সত্য কাকা। আপনি একটু হিসেব করে কথা কইলেই ভাল হয়। আমি কাকার মৃত্যু কামনা করি!

সত্য। আমি, একটু নয়, অনেক বেশি হিসেব করেই কথা বল্‌ছি। একটা একটা ডাল কত দিন ধরে ভাঙ্গবে? একেবারে গোড়ায় এক চোপ, বস্ নিশ্চিন্ত। এটা কত বড় পাকা কথা বল দেখি? তোমারও টাকার দরকার, ওঁরও তা আছে। এ বয়সে আর বেশী দিন বেঁচে থাকার দরকার কি? বিশেষ এমন ভাইপো যার!

ধন। দেখুন সত্য কাকা!———

ব্রাহ্মণ। না বাবা! রাগ কর কেন? শোন, এঁরা একবার দ্বারকানাথের শরণাপন্ন হওয়ার জন্যই জেদ্ কর্‌ছেন। তা আমি বলি, একবার দোষ কি।

সত্য। বস্। হয়ে গেল, বউ দিদি!

ধন। তা আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি, তিনজনে সেই পরামর্শই হচ্ছিল, তা বেশ, যদি আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে গোপালের শরণাপন্ন হতে অপমান বোধ না করেন, সমাজকে তুচ্ছ করেন, যান, আমি কিন্তু আপনার জন্য সমাজে মাথা হেঁট করে থাকৃতে পারব না। আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।

ব্রাহ্মণী। না, তা তোমার থাকৃতে হবে না। তোমার কাকাও না থাকতে চান তোমায় নিয়ে মাথা উঁচু করে থাকুন। আমিই দ্বারকায় যাব। একে রাজা, তাতে জগতের নাথ, তাঁর শরণাপন্ন হলে যদি সমাজে হীন হতে হয়, ত সে সমাজ চাই না। ঠাকুরপো! তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে? না তোমারও মাথা হেঁট হবে?

সত্য। আমার মাথা ত হেটু হয়েই আছে বউদিদি! জগন্নাথের কাছে যার মাথা হেট, তার মাথা ত জগৎশুদ্ধ সকলের কাছেই হেট, সবই ত তিনি। এ মাথা উঁচু রাখ্‌বার জন্য তোমার এই কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি না। যদি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন

হওয়ার জন্য সবাই ত্যাগ করে করুক, তাতে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না। আমি এখনই যেতে প্রস্তুত আছি. ইচ্ছে হয় চল।

ব্রাহ্মণী। চল, এখনই চল। আমি আর তোমার দাদার মুখ চাইব না। যার স্বামী এমন, তার আর লজ্জা সরম কিসের। আর শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে লজ্জা কিসের?

ব্রাহ্মণ। আরে না, না, তা করতে হবে না, আমিই যাব, আমিই যাব। তুমি স্ত্রীলোক, তুমি যাবে কি?

ধন। বেশ, তবে আমি চল্লাম; আর কেন—এই পর্য্যন্ত।

ব্রাহ্মণী। তা হক্। আমার যা কিছু আছে, পথের ভিখারীকে দেব, তুমি তার এক পয়সাও আশা করোনা। আমার ছেলে বাঁচুক, না বাঁচুক, কেও আমার বাড়ীতে আসুক না আসুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তোমাকে ভয় করেও চলবো না, তোমাকে এক পয়সাও দেবনা, কিছুতেই না।

ধন। কি? আমি তোমাদের অর্থের প্রয়াসী? আর সেই জন্তে যেতে দিচ্ছিনা, আমি আর এমুখোও হচ্ছি না।

ব্রাহ্মণী। তাই ভাল। তুমি সুধু অর্থ প্রয়াসী নও, তুমি অর্থ পিশাচ, যে অর্থলোভে এমন খুড়োর বংশ লোপ কামনা করে, সে পিশাচ নয় ত কি?

ধন। বেশ আমি চল্লাম। (প্রস্থান)

ব্রাহ্মণ। রাগ করোনা ধনপ্রিয়! ধনপ্রিয়, ছি বাবা। (অনুসরণ)

সত্য। কি কর দাদা! ওকে ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, এখনই ওর মাথাটা হেট হয়ে ঝুঁকে পড়বে। এইবারে ঠিক সুর ধরেছ বউ দিদি! (অগ্রসর)

ব্রাহ্মণী। ঠাকুরপো! ওঁকে ধর, ধর; না ছুঁয়ে ফেলেন। (মৃদুস্বরে) যেতে দিওনা। (উভয়ের অনুসরণ)

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামি বিদ্যানিধি-প্রণীত সান্বয় তাৎপর্য্যব্যাখ্যা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

২৮-২৯। অন্ধরাজের আশঙ্কিত কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্যশক্তি দুর্য্যোধনে কোন বিক্রিয়া না করিয়া শেষে অর্জ্জুনের হৃদয়-বৈক্লব্য-সাধন করিল, ধর্ম্মক্ষেত্র বিশেষণ এতক্ষণে সার্থক হইল। ভক্ত বীর ধনঞ্জয় অধীর ও অবসন্ন হইয়া হৃদয়ের ব্যথা-নিবারণ করিতে ভক্তদুঃখকর্ষণকারী সখা হরির শরণাগত হইলেন এবং "কৃষ্ণ" সম্বোধন-পূর্ব্বক তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের এই ভাব ব্যক্ত করিলেন যে হে প্রভো! আমার শোক-নিপীড়িত-নিরানন্দ-হৃদয়ে আনন্দবিধান কর। সত্ত্বগুণের পূর্ণবিকাশ হেতু শত্রুমিত্রে সমভাবাপন্ন অর্জ্জুন আত্মীয়-বধবহুল রণ-সঙ্কল্পে জলাঞ্জলি দিয়া ম্লানমুখে কাতর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশপ্রার্থী হইলেন। যে বীরচূড়ামণি সশরীরে অমরধামে গমন পূর্ব্বক অতুল পরাক্রম দেখাইয়া দেবগণকেও একদিন মুগ্ধ করিয়াছিলেন, যিনি অকুতোভয়ে শূলধর মহেশ্বরের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ দেবদুর্লভ পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়া ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় বীর নামে গণ্য, যাঁহার দক্ষিণ-বাম উভয় বাহুই শরক্ষেপ-দক্ষতায় ধন্য, বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বরুণদেবকর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট অক্ষয় তূণীরদ্বয়সহ বিশাল গাণ্ডীব যাঁহার বিশাল বাহুর দিব্যভূষণ, সেই অলৌকিক শৌর্য্যশালী-বীরের কি বিষম ও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইল।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

(হে) কেশব! চ (অহম্) (হে) কেশিনিসূদন! আর (আমি) অবস্থাতুং শক্নোমি ন, মম স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মনঃ চ ইব ভ্রমতি চ বিপরীতানি মনও যেন ঘুরিতেছে, ও অনিষ্টসূচক নিমিত্তানি চ পশ্যামি। [ক] কুলক্ষণ সকল দেখিতেছি।

[ক] অত্রযুদ্ধে বিপরীতানি নিমিত্তানি পশ্যামি অর্থাৎ এই যুদ্ধে বিপরীত অর্থাৎ শোচনীয় ফল দেখিতেছি। বিশ্বনাথ ও বিদ্যাভূষণ পাদ "নিমিত্ত" পদ প্রয়োজনবাচী বা ফলার্থ-বাচক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কস্মৈ নিমিত্তায় অত্র বসসি" এস্থলে কোন ফলের জন্য বা কি প্রয়োজনে এখানে বাস করিতেছ?"

৩০। আমি দেখিতেছি নর-রুধির-তরঙ্গে বসুন্ধরা প্লাবিত হইবে। আমায় প্রকৃতিস্থ কর। হে বিপত্তারণ! কেশী প্রভৃতি কত দুরন্ত দৈত্যদমন করিয়া তুমি ভক্তজনের ত্রাণ করিয়াছ, "ক" অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা এবং "ঈশ" অর্থাৎ সংহারকারী হর তোমার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে সৃষ্টি সংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না! হে বিশ্বম্ভর! ঐ সংহারসৃষ্টিকর্ত্তা রুদ্রবিধাতাকে তোমার কৃপাপাত্র ভাবিয়া অনুগ্রহ সহকারে [খ] বিশ্বজগতের স্থিতিকারক ও পালকরূপে তুমি ধরাধামে বিরাজমান। হে দয়াময় প্রভো! তোমার অনুগত শোক-বিহ্বল সখার শান্তি বিধান কর।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

(হে) কৃষ্ণ! আহবে স্বজনং (বা অস্ব-জনং) [ক] হত্বা চ (অহং) শ্রেয়ঃ অনুপশ্যামি ন; [খ] (অহং) বিজয়ং রাজ্যং চ সুখানি চ (কিমপি) কাংক্ষে ন।	(হে) কৃষ্ণ! যুদ্ধে আত্মীয় (বা অনাত্মীয়-জনকে) মারিয়া ও (আমি) মঙ্গল দেখিতেছি না; (আমি) জয়, রাজ্য এবং সুখরাশি আর (কিছুই) চাহি না।

৩১। হে সখে! দুই শ্রেণীর মহাত্মা [খ] দেহান্তে সূর্য্যলোক-নিবাসের অধিকারী; এক যোগী পরিব্রাজক আর অপর সম্মুখ সংগ্রামে নিহত

এইরূপ প্রয়োজন বা ফলার্থ বুঝাইতেছে।

অর্জ্জুন বলিতেছেন,—"রণবিজয়ী হইয়া পরিণামে রাজ্য লাভের ফল বা প্রয়োজন সুখ, অর্থাৎ রাজ্যপ্রাপ্তিহেতু আনন্দ হইবে, কিন্তু আমার দেখিতেছি তাহার বিপরীত ফল হইবে, অর্থাৎ অনুতাপ ও দুঃখই হইবে।"

[খ] কো ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশো রুদ্রঃ সংহর্ত্তা তৌ বাতি অনুকম্পতয়া গচ্ছতীতি সরস্বতীপাদঃ। বিধিরুদ্র যাহার অনুগত ও অনুগ্রহপাত্র অথবা যিনি সুন্দর কেশযুক্ত তিনিই কেশব।

[ক] 'হত্বা অস্বজনম্ আহবে' ইতি বা পদচ্ছেদঃ অর্থাৎ যুদ্ধে অনাত্মীয়-বধেই যখন কোন শ্রেয়োলাভ নাই, তখন আত্মীয়বধে পাপভিন্ন শ্রেয়োলাভের আশা কোথায়?

[খ] "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥"
বলদেব বিশ্বনাথ ও মধুসূদন ধৃত।

বীর। [গ] আমি যোগী পরিব্রাজক নহি, কিম্বা সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগও আমার কামনা নহে। অতএব আমি দুয়েরই বহির্ভূত; আমার অদৃষ্টে বা পরলোকে শুভফল কৈ? যদি বল "ফল ত দুই প্রকার। অদৃষ্ট ও দৃষ্ট; ১। পরলোকে অক্ষয় দেবলোক-বাসাদি অদৃষ্ট ফল, ২। ইহলোকে রাজ্য-লাভাদি দৃষ্ট ফল; হে পার্থ! অদৃষ্ট ফল দূরের কথা, তুমি এ যুদ্ধে দৃষ্ট ফলই লাভ করিবে, প্রাণত্যাগ করিবে কেন? অবশ্য রণ-জয় করিয়া রাজ্যলাভ করিবে, তুমি যখন বিজয়লাভার্থে যুদ্ধাভিলাষী, তখন রাজ্যলাভই ত তোমার কাম্য পুরুষার্থ।"

পূর্ণ সত্ত্বগুণের প্রভাব বশতঃ অর্জ্জুনের রজোগুণ মূলক রাজ্যাদিভোগ-স্পৃহা একবারেই নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি এতদুত্তরে বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! অতিতুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর রাজ্য সুখের লিপ্সায় আমি আত্মীয়-বধ করিতে পারিব না। হে সখে! ভোজনেচ্ছাবিরহীর রন্ধনের প্রয়োজন কি? আমার রাজ্যসুখভোগেই যখন ইচ্ছা নাই তখন রণজয়ে কি হইবে?

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ র্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

(হে) গোবিন্দ! [ক] নঃ রাজ্যেন কিং	(হে) অন্তর্যামিন্ আমাদের রাজ্যে কি

[গ] সম্মুখ-সমরে নিহত বীর সূর্য্যমণ্ডলে বাস করে, নিহন্তার কোনই লাভ নাই। যদি বল "সাক্ষাৎ রাজ্যপ্রাপ্তিই পরমলাভ।" তবে বলি ভোজনেচ্ছাশূন্যের যেমন রন্ধনের প্রয়োজন নাই সেইরূপ রাজ্যস্পৃহাশূন্যের রণজয়ের প্রয়োজন কি?

[ক] গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ বিন্দতি যঃ স গোবিন্দঃ, যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিতে অধিষ্ঠান করেন অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিজ্ঞ। অথবা গাং স্বর্গং বিন্দতি, গাং পৃথিবীং বরাহরূপেণ বিন্দতি, যদ্বা গাং জ্ঞানসিন্ধুসমূহং বিন্দতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা গোবিন্দঃ। এই গোবিন্দ নামের অসীম মহিমা নানা পুরাণে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বপনে, জাগরণে ভ্রমণে এই গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করিলে মনুষ্য অনায়াসে যমাধিকার মুক্ত হয়। (বহ্নিপুরাণ, যমানুশাসনাধ্যায়।)

(প্রয়োজনং) ? ভোগৈঃ বা জীবিতেন কিং (প্রয়োজনং) ? যেষাম্ অর্থে নঃ রাজ্যং ভোগাঃ চ সুখানি কাংক্ষিতং, তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা পিতামহাঃ, মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ তথা শ্যালাঃ চ সম্বন্ধিনঃ প্রাণান্ চ ধনানি ত্যক্ত্বা এব যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (সন্তি ; হে) [খ] মধুসূদন ! (তুচ্ছ-) মহীকৃতে নু কিং অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যহেতোঃ অপি (অহম্) এতান্ ঘ্নতঃ (আততায়িজনান্) হন্তুম্ ইচ্ছামি ন ; (হে) জনার্দ্দন ! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ [গ] নিহত্য নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ

(প্রয়োজন) ? সুখ অথবা জীবনে কি (প্রয়োজন) ? যাহাদের নিমিত্ত আমাদের রাজ্য ভোগ ও সুখ সমূহ বাঞ্ছিত, সেই এই সকল গুরু, পিতৃব্য পুত্র এবং পিতামহগণ, মাতুল শ্বশুর পৌত্র এবং শ্যালক ও আত্মীয়গণ প্রাণাশা ও ধনাশা ছাড়িয়াও যুদ্ধে উপস্থিত (রহিয়াছেন ; হে) দুষ্টদমন ! (তুচ্ছ) ভূখণ্ডেরজন্য ত কি ? এমন কি ত্রিভুবন-রাজ্যের নিমিত্ত ও (আমি) এই হিংসাকারী (আততায়িজনদিগকে) মারিতে ইচ্ছা করি না। (হে) ভূভারহারিন্ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণকে মারিয়া আমাদের কি আনন্দ হইবে ?

হে অন্তর্যামিন্ ! আমার হৃদয় তোমার অগোচর নয়। আমার অন্তরে আর কিছু মাত্র রাজ্যভোগপিপাসা নাই। রাজ্য সুখের সামগ্রী ; এ সুখের সামগ্রী লোকে কখন একাকী ভোগ করে না। হায় ! আমি যাহাদিগকে লইয়া রাজ্যভোগে পরম সুখ অনুভব করিব, আমার সেই সুখৈকনিকেতন আত্মীয়স্বজনগণ সকলেই ধনপ্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া এই করালকালকবলরূপ ভীষণ সমরানলে ঝম্পদান করিতে প্রস্তুত ; কৃষ্ণ-সহায় আমার হস্তে কে রক্ষা পাইবে সখে ! শেষে রাজ্যভোগ আর কাহাকে লইয়া করিব ? এই রণজয়ী ক্ষত্রিয়রাজের জীবন কাহারই বা হিত সুখসাধনার্থে ধারণ করিব ?

[খ] সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ অর্থাৎ যিনি দুরন্তমধুদৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন। মধুসূদন নামের অনন্ত মাহাত্ম্য যথা :—

যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্।
তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ॥ গরুড় পুরাণ।
মহাবিপত্তৌ সংসারে যঃ স্মরেন্মধুসূদনম্।
বিপত্তৌ তস্য সম্পত্তির্ভবেদিত্যাহ শঙ্করঃ॥ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত।

[গ] 'নিহত্য স্থিতানাং নঃ কা প্রীতিঃ স্যাৎ' এ স্থলে অসমকর্ত্তৃত্ব হওয়ায় "স্থিতানাং" পদের অধ্যাহার করিয়া অন্বয় কর্ত্তব্য।

একাকী রাজ্যভোগমত্ত স্বার্থপর ব্যর্থ জীবনে ধিক্ ! আহা ! পরার্থে প্রাণবিসর্জ্জনোদ্যত আমার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদুর্য্যোধনের সুহৃদ্‌বৃন্দের কি মহতী উদারতা ! ঐ মহামনা বীরবৃন্দ স্বার্থসাধনের জন্য এই মহাসমরে উপস্থিত নহেন ; তাঁহারা সুহৃদের হিত কামনায় নিঃস্বার্থপরোপকার-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া নিজপ্রাণব্যয় করিতেও উদ্যত হইয়াছেন। তুচ্ছ রাজ্য লিপ্সায় মোহান্ধ হইয়া আমি ঘোরস্বার্থসাধনার্থে ঐ দেবচরিত্র উদারচিত্ত আত্মীয় ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। যদি বল "ইহাদের বিনাশকার্য্যে তুমি যদি একান্ত নিশ্চেষ্ট ও নিরস্ত হও, তাহা হইলে ইহারাই দুর্য্যোধনের রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তোমাকেই নিহত করিবে, অতএব তুমিই ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যভোগ কর" এতদুত্তরে হে হৃদয়জ্ঞ ! আমার বক্তব্য যে আমার রণ-জয়ের প্রয়োজন নাই, রাজ্যের কিছুমাত্র আকাংক্ষা নাই। সামান্য রাজ্যের লোভ কি দেখাইতেছ ? যদি প্রসন্না বিজয়-লক্ষ্মী ত্রিভুবনাধিপতির স্বর্ণসিংহাসনখানিও আমায় উপহার দেন, আমি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উপেক্ষায় পরিহার করিব। আর উহারা যদি আমায় নিহত করে—করুক ; ঐ উদারচেতা প্রতিদ্বন্দ্বিগণ এই স্বার্থপরায়ণ পার্থকে অপার্থজ্ঞানে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া এই রণ-ক্ষেত্রে শায়িত করুক, প্রতিঘাত দূরের কথা আমার দ্বারা আত্মরক্ষাও হইবে না ! অর্জ্জুনের এই সকল মনোভাব অবগত হইয়া ভাবজ্ঞ গোবিন্দ বলিতে পারেন "যদি করুণাবশে ইহাদিগকে অবধ্য জ্ঞানে বধ করিতে এতই পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে উহাদিগকে ছাড়িয়া কেবল দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকেই নিহত কর, ঐ দুষ্টগণ অতি ক্রূর ও তোমাদের বহুদুঃখদাতা অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলে তোমাদের দুঃখমোচন ও সুখ হইবে।" এতদুত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে দুরন্তমধুদৈত্য-নাশন ! দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণকে মারিয়া আমাদের কি সুখ হইবে ? অচির সুখাভাসের আশায় [ক] ভ্রাতৃবধ করিয়া চিরনরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিব না। অবধ্যবধময় এ ঘোর পাপকর্ম্মে আমি কদাচ লিপ্ত হইব না। হে ভূভারহারি-জনার্দ্দন ! [খ] যদি ভূভার-হরণ করিতে

[ক] অচির—ক্ষণমাত্রবর্ত্তী, সুখাভাস সুখের আভাস অর্থাৎ প্রতিবিম্বমাত্র।

[খ] জনং পুনর্জন্ম অর্দ্দয়তি নাশয়তি (মুক্তিংপ্রদায় ভক্তায়) যঃ স জনার্দ্দনঃ অর্থাৎ যিনি মুক্তিপ্রদান করিয়া ভক্তের পুনর্জন্মনাশ করেন। অথবা নজন্মানঃ সমুদ্রজলবাসিনমসুরম্ অর্দ্দয়তি হন্তীতি, অর্থাৎ যিনি সমুদ্রবাসী—

একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, যদি দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিতান্তই বধ্য বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমিইত ইচ্ছামাত্র সংহার করিতে পার ; তোমায় স্পর্শ করিতে পাপের অধিকার নাই ; হে প্রভো ! তবে কেন এ পাপকর্ম্মে আমাকে লিপ্ত করিয়া চিরনরকগামী করিতেছ ?

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ । [ক]
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

(হে) মাধব ! স্বজনং হত্বা (অস্মিন্ (হে) শ্রীপতে ! আত্মীয়জনকে মারিয়া(এই অশ্রীকে রাজ্যে বয়ং) কথং সুখিনঃ শ্রীহীন রাজ্যে আমরা) কিরূপে সুখী স্যাম ? হি (ন্যায়তঃ) এতান্ হইব ? কারণ (ন্যায়তঃ) এই আততায়িনঃ হত্বা [খ] (ধর্ম্মতঃ) বধযোগ্যদিগকে মারিয়া (ধর্ম্মতঃ)

জননামক অসুরের নিহন্তা। যদ্বা রুদ্ররূপেণ জনান্ বিশ্বলোকান্ অর্দ্দয়তি সংহরতি, অর্থাৎ যিনি হররূপে লোকসংহার করেন। জনয়তীতি জনঃ সৃষ্টিকর্ত্তা, অর্দ্দনঃ সংহারকর্ত্তা, জনশ্চ অর্দ্দনশ্চ জনার্দ্দনঃ অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি ও সংহার দুইই করেন। জনান্ লোকান্ অর্দ্দতি পালকরূপেণ প্রাপ্নোতীতি জনার্দ্দনঃ অর্থাৎ যিনি পালক-রূপে বিশ্বলোকে অধিষ্ঠান করেন। (অমরটীকায় বিবিধব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য।) এস্থলে "জনার্দ্দন" সম্বোধনের তাৎপর্য্য এই যে, হে সৃষ্টিসংহারকারিন্ প্রভো ! আমার (অর্জ্জুনের) দ্বারা এই পাপময় কার্য্য করাইয়া কি হইবে ? যদি উহাদিগকে (দুর্য্যোধনাদিকে) একান্তই মারিতে হয়, তবে তুমি পাপগন্ধশূন্য ভূভারহারী থাকিতে আমায় কেন এ পাপকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ ? তুমি ইচ্ছামাত্র মারিতে পার, পাপের গন্ধ পর্য্যন্ত তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না।

[ক] "স্ববান্ধবান্" ইতি বা পাঠঃ।

[খ] এস্থলে অসমাপিকা "হত্বা" ক্রিয়ার কর্ত্তা বয়ং এবং সমাপিকা "আশ্রয়েৎ" ক্রিয়ার কর্ত্তা পাপম্। এই ক্রিয়াদ্বয়ের কর্ত্তা ভিন্ন হওয়ায় অসম-কর্ত্তৃত্ব দোষ হইয়াছে। এই দোষ সমাধান করিবার জন্য টীকাকারগণ "স্থিতান্" পদ উহ্য করিয়া 'এতান্ হত্বা স্থিতান্ অস্মান্ পাপম্ আশ্রয়েৎ' এই প্রকার অন্বয় করিয়াছেন। অসমকর্ত্তৃত্বের এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" ইত্যাদি। সরস্বতীপাদ এ স্থলে এইরূপ অর্থও করিয়াছেন :—

(অযুধ্যন্তঃ) অস্মান্ হত্বা এতান্ (রণবিরত) আমাদিগকে মারিয়া এই

অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ ; আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে ;
তস্মাৎ সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ অতএব সবান্ধবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে
বয়ং হন্তুম্ অর্হাঃ ন। আমরা মারিতে যোগ্য নহি।

ভঃ রঃ।—ষড়্বিধ (ছয় প্রকার) অপরাধী ব্যক্তি আততায়ি-পদবাচ্য যথা,—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥"

১। অগ্নিদ্বারা গৃহদাহকারী, ২। বিষপ্রয়োগকারী, ৩। প্রাণবধার্থে অস্ত্রধারী, ৪। ধনাপহারী, ৫। ভূসম্পত্তিহরণকর্ত্তা এবং ৬। স্ত্রীহরণকারী এই ছয়প্রকার আততায়ী বধার্হ। ইহাদিগকে বধ করিলে হন্তার পাপস্পর্শ হয় না যথা :—

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত॥"

অর্থাৎ আততায়ী ব্যক্তিকে কোন বিচার না করিয়াই বধ করিবে, তাহাতে কোনই দোষ নাই। অর্থনীতির এই উপদেশরূপ প্রমাণ দেখাইয়া পাছে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "হে অর্জ্জুন ! আচার্য্যপিতৃব্যাদি গুরুজনকে বধ করা নিতান্ত দোষাবহ ও পাপজনক মনে করিয়া না হয় ভীষ্মদ্রোণাদিরই প্রাণবধ করিতে বিরত হইলে কিন্তু দুর্য্যোধনাদি দুরাত্মগণ তোমাদের প্রাণহানি করিবার জন্য যুদ্ধে অস্ত্রধারণ, জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ, ভীমকে বিষপ্রয়োগ, কপট-পাশকক্রীড়ায় সর্ব্বস্বহরণ এবং সাধ্বী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পর্য্যন্ত করিয়া তোমাদের প্রতি যেরূপ ঘোর আততায়িতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে ঐ দুষ্ট আততায়িগণের প্রাণবধে বাধা কি ?" অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মনোগত প্রশ্ন বুঝিয়াই বলিতেছেন, হে মাধব ! দুর্য্যোধনাদি স্বজনগণকে বধ করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ? হে সখে ! তুমি লক্ষ্মীপতি হইয়া, স্বজন-বিরহিত লক্ষ্মীভ্রষ্ট রাজ্য লইয়া আমাদিগকে কিরূপে সুখী হইতে বলিতেছ ? মানিলাম অর্থনীতির উপদেশানুসারে আততায়ি-বধে কোন দোষ নাই—কিন্তু অর্থশাস্ত্রের এ বিধান মনুষ্যের ইষ্টসিদ্ধির জন্যই রচিত, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত নহে।

আততায়িনঃ (পূর্ব্বমপি পাপিনঃ) আততায়ী (পুরাতন পাপী)
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ এব (ঘোরতরং) পাপম্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকেই (ঘোরতর) পাপ
হি আশ্রয়েৎ। অবশ্য আশ্রয় করিবে।

সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদে বলে,—"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণিহিংসাই করিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থশাস্ত্রের উপদেশ পালনীয় নহে; কারণ অর্থশাস্ত্র দুর্ব্বল, ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রবল। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥"

অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাই বলবতী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব অর্থশাস্ত্রের ঐ আততায়ি-বধ ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ হওয়ায় কিরূপে গ্রাহ্য হইবে? দুই স্মৃতির মধ্যে বিরোধ দেখিলে ব্যবহারানুসারে ন্যায়শাস্ত্রকেই বলবান্ বলিতে হয় কিন্তু ইহাও স্থির জানা উচিত যে নীতিশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র অধিকতর বলবান্। শ্রুতি স্মৃতি যাহাকে [ক] একবাক্যে অধর্ম্মজনক বলিয়া সমস্বরে নিষেধ করিয়াছেন, প্রবল ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের সেই অবিসংবাদিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন পূর্ব্বক কেবল নীতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্বজন-গুরুজন-সংহাররূপ এই ঘোর পাপকর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারি? পরলোকে নিরবচ্ছিন্নহিতসাধন যে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের গভীর উদ্দেশ্য, সেই ক্ষেমঙ্করী শাস্ত্রকথা অগ্রাহ্য করিয়া পারলৌকিক কল্যাণপথে কণ্টকরোপণ করিতে চাহি না।

ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুবধ ও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃবধ [ক] করিয়া ইহকালে ও পরকালে (কোন কালে) কোন সুখই হইবে না; স্বজন-গুরুজন-নিধন-জন্য ঘোর পাপপঙ্কে মগ্ন হইয়া চিরনরকগামী হইব, পরকালে ত এই সুখ! আর এই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ইহকালের সুখ— গুরুবন্ধুজনশূন্য রাজ্যভোগে শুদ্ধ অনুতাপ! হে শ্রীকান্ত! অন্তে নিতান্ত অশান্তিজনক শ্রীহানিকর এই যুদ্ধ ব্যাপারে আমায় কেন প্রবর্ত্তিত করিতেছ? যদি বল, "দুর্য্যোধনাদির

[ক] মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—

ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈর্ম্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥

অর্জ্জুন দেখিলেন এ যুদ্ধে দ্রোণাদি আচার্য্য, শল্যাদি মাতুল, ভীষ্মাদি বৃদ্ধ, জয়দ্রথাদি কুটুম্ব, দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতা, এবং তৎপুত্র লক্ষ্মণাদি পুত্রস্থানীয়দিগের সহিত বিবাদ দূরের কথা ইহাদিগের প্রাণবধ করিতে হইবে। এ কার্য্য অতীব ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ অতএব গর্হিত ও মহাপাপজনক।

বধকার্য্যে তোমাদের সুখ না থাকিতে পারে, কিন্তু তোমাদের বিনাশ-সাধনে তাহাদের যখন পরম সুখ, তখন তাহারাই তোমাদিগকে রণবিরত দেখিয়া সানন্দে নিহত করিবে" এতদুত্তরে অর্জ্জুন ইহাও বলিতেছেন যে, যদি রণবিমুখ দেখিয়া উহারাই আমাদিগকে অবাধে নিহত করে, তবে তাহাই করিয়া উহারা সুখলাভ করুক। ঐ পাপাচারিগণ পূর্ব্বাবধি আমাদের প্রতি ঘোর দুর্ব্ব্যবহার ও নৃশংস অত্যাচার দ্বারা যেরূপ অজস্র পাপানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, তাহাতে এই রণবিমুখ অবস্থায় আমাদিগকে এক্ষণে তাহারা স্বচ্ছন্দে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের ঐ পাপানুষ্ঠানব্রতের উদ্‌যাপন করুক, যদি তাহাতে তাহাদের আনন্দ হয়—হউক; তুচ্ছ ঐহিক সুখ ভিন্ন তাহাদের আর কি সুখ হইবে? যুদ্ধবিরত বন্ধু পাণ্ডব বধ করিয়া তাহাদিগকে এক্ষণে ঘোর পাপফলভাগী হইতে হইবে। হে মাধব! [ক] ইহাতে আমাদের যখন কোন পাপস্পর্শ হইবে না, তখন আমাদের দুঃখ কি? ক্ষতিই বা কি?

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৮॥

(হে) জনার্দ্দন! যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে (ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ) কুলক্ষয়কৃতং দোষং চ মিত্রদ্রোহে পাতকং পশ্যন্তি ন, (তথাপি) কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ যুদ্ধাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্।

(হে) ভূভারনাশন! যদিও লোভে হতবুদ্ধি এই (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা) বংশনাশজনিত অপরাধ ও বন্ধু হিংসায় পাপ দেখিতেছে না (তা বলিয়া) বংশনাশজনিত অনর্থ দর্শনকারী আমাদিগের এই অধর্ম্মকর যুদ্ধে বিরত হইতে কেন না জানা উচিত।

হে জনার্দ্দন! যদি বল "ভীষ্মাদি মহাজনগণই যখন শিষ্ট ও সদাচারপরায়ণ হইয়া এই বন্ধুহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তুমি এ কার্য্যে এত সঙ্কুচিত কেন? এতদুত্তরে আমার বক্তব্য যে লোভে উহাদের বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, তাই তাঁহারা

[ক] মা লক্ষ্মী—লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়াপদ্মা কমলা শ্রীর্হরিপ্রিয়া। ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমা॥ ইত্যমরঃ। মা শব্দে লক্ষ্মী তাঁহার ধব অর্থাৎ স্বামী মাধব। অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে:—মা চ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। নারায়ণীতি বিজ্ঞাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী॥ সরস্বতী বেদমাতা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী। রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামী চ মাধব॥

লোভান্ধ স্বার্থের দাস ও হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া এই ভীষণ অনর্থকর কুলক্ষয়রূপ পাপানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছেন। হে জগদুদয় লয়-লীলাময়! জানি আমি ঐ দুরন্ত কৌরবগণ অগ্নিদান, বিষদান, শস্ত্রধারণ, ধনহরণ, রাজ্যহরণ ও যাজ্ঞসেনীর কেশাকর্ষণ এই ছয় প্রকারেই ঘোর আততায়ীর কার্য্য করিয়াছে। যে সময়ে দ্যূতক্রীড়ায় ও রণক্রিয়ায় আহূত হইলে ক্ষত্রিয়কে পরাঙ্মুখ হইতে নাই [ক], যুদ্ধই [খ] ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং যুদ্ধার্জ্জিত ধনই ধর্ম্মসঙ্গত; ধর্ম্মশাস্ত্রের এই সকল প্রমাণও জানি। কিন্তু হায়! হে কৃষ্ণ! এই স্বজন-গুরুজন-হত্যাময় গর্হিত কার্য্যের পরিণাম কি বিষময় কি নিন্দনীয় কি অমঙ্গলকর! রণজয় করিয়া রাজ্যলাভ রূপ যৎকিঞ্চিৎ ইষ্টফল লাভ হইবে বটে, কিন্তু কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তুচ্ছরাজ্যলাভ-জনক এই নিতান্ত দূষনীয় কার্য্যের ফলে কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহরূপ মহা অনর্থকর যে অনিষ্টলাভ হইবে তাহা এ জীবনে ত ভুলিব না, পরজীবনেও ঘোর নরকবাসরূপ তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। জ্ঞানিগণ বলেন :—

> "ফলতোঽপি চ যৎকর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে।
> কেবলপ্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্‌ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥"

অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফলে ইষ্ট ভিন্ন কোন প্রকার অনিষ্ট বা অনর্থের সংস্রব না থাকে, তাহাই ধর্ম্মকর্ম্ম। এই রণজয়ে রাজ্যলাভরূপ ইষ্টফল আমাদের নরকবাসরূপ ঘোর অনিষ্ট-দূষিত ও কুলক্ষয়াদিরূপ বহুল অনর্থমিশ্রিত; অতএব এ কর্ম্ম কিরূপে ধর্ম্ম-সঙ্গত? লোভান্ধ স্বার্থপিশাচ পাপাত্মা কৌরবদলের এ পাপকর্ম্ম শোভা পাইতে পারে। আমাদের অপহৃত রাজ্য যে কোন উপায়ে নহে কেবল ধর্ম্ম-সঙ্গত উপায়েই উদ্ধৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য, যে কার্য্যের ফল কেবল প্রীতিকর অনর্থকর নহে, ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে সেই কর্ত্তব্যসাধনই আমাদের লক্ষ্য। অকিঞ্চিৎকর রাজ্যলাভরূপ ইষ্টসাধন বাসনায় লোভান্ধ হইয়া এই অনিষ্ট-বহুল পাপকার্য্যে কিরূপে প্রবৃত্ত হইব? শাস্ত্রে স্বার্থসাধনের জন্য মারণাদি মন্ত্রে অভিচারের [ক] বিধি আছে বটে, কিন্তু ঐ কার্য্য স্বার্থসিদ্ধির

[ক] "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি।" [খ] বিজিতং ক্ষত্রিয়স্য" ইত্যাদি।

[খ] "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত"—অথর্ব্ববেদ। "বাক্‌শস্ত্রং বৈ ব্রহ্মণস্তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ।" মনু। অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রক্রিয়ার দ্বিজগণ শ্যেনপক্ষীর মাংসে হোম করিয়া মারণোচাটনাদি হিংসাময় কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শত্রু-বধাদিরূপ স্বীয় ইষ্টসাধন করিতে পারেন। বাক্যই ব্রাহ্মণের অস্ত্র।

জন্য যেমন নিরপরাধ শ্যেনপক্ষিবধরূপ পাপদূষিত বলিয়া অতি ঘৃণার্হ ও নিন্দনীয়, সেইরূপ এই রণ ব্যাপারও স্বার্থসাধনের জন্য স্বজন-গুরুজন-সংহার ও কুলক্ষয়রূপ অধিকতর পাপদূষিত বলিয়া সমধিক ঘৃণার্হ নিন্দনীয় ও অনর্থকর। অতএব এ কর্ম্ম কদাচ ধর্ম্মসঙ্গত নহে।

জাগরণ।

লেখক,—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম্, এস।

সুদুর্লভ নর জন্ম লভিয়া মানব—
সাধনার উৎকৃষ্ট সোপান,
পাছে নাহি করি হরিনামামৃত পান—
পান-করে প্রাণ ভোরে বিষয় মদিরা;—
কাঁচ পেয়ে কাঞ্চন ভুলিয়া যায়;
হাহাকার করে জীবন কাটায়,
অবিদ্যায় সমাচ্ছন্ন জীবনের ধ্রুব তারা।
দারা সুত ধন তাই নিয়ে অনুক্ষণ—
স্বপ্ন সুখে মগ্ন থাকে;—স্বপনের খেলা
স্বপনের মেলা—ফুরালেও বেলা
জাগে নাক শত ডাকে;
নর জন্ম বৃথায় কাটায়
করুণা আধার তাই
মানবের প্রভু—জগতের প্রভু
প্রভু মোর, যার মত ভালবেসে
ঘুমান্ত হৃদয় দেশে,—কভু নিজে এসে
অন্তর্যামী তিনি—কভু ভক্ত বেশে
কিম্বা শিক্ষা দীক্ষা গুরু রূপ ধরি

বলেন করুণা করি, নিমীলিত
নেত্র তবে করি উন্মোচন
"উঠ উঠ অমৃত সন্তান—
চেয়ে দেখ শত শত প্রাণ
ব্যাকুলতা লয়ে বুকে
চেয়ে আছে তব মুখে
তোমাকে জাগাবে বলে
উঠিতেছে জলে স্থলে—
এ মহী মণ্ডলে (হরিবোলে)
সঙ্গীতের ঐক্যতান্ কি মহান্।"
গ্রন্থে গ্রন্থে তব পরিচয়—
কে তুমি কোথায় ছিলে কি করিয়া
কেন এলে—এই কথা যথা তথা—
এই কথা বিশ্বময়।
শত সাধু সমাগমে পূর্ণ বসুন্ধরা
তুমিই জাগিবে বলি জড় জীবে
কোলাকুলি—একই ছন্দে
মহানন্দে সবে মাতোয়ারা।
নর নারী পশু পাখী
নামে প্রেমে মাথামাখি
বিশ্ব ব্যাপি একি দেখি—এক মহা আয়োজন!
একই শুভ সমাচার ব্যাপিয়াছে চারিধার
তব জাগরণ আশে জাগিয়াছে ত্রিভুবন।
ইহাতেই নহে শেষ———
বিশ্বপতি পরমেশ, নরাকার নরবেশ
করিয়া ধারণ, অবতীর্ণ ধরা পরে
হেরিবারে তব জাগরণ।
শঙ্খতত্ত্বে অবতীর্ণ
তোমারই উদ্ধার তরে—
কেহ নাচে, কেহ গায়,

প্রেম নেত্রে কেহ চায়
তোমাকে জাগাবে বলে
(আজ) হরিনাম ঘরে ঘরে।
বহুজন্ম কেটে গেছে
রূপ হতে রূপান্তর ;—
কভু পশু কভু পাখী
কভু জীব কভু জড়।
এইবার শেষবার—
পাষাণে ফুটিবে প্রেম।
এইবার এনেছে সে মাথে করি
(নিজে হরি) পুণ্যময় যোগক্ষেম।
এইবার শেষবার—জাগিবার এ সময়।
(এইবার না জাগিলে
এইবার ফিরে গেলে)
এইবার ফিরাইলে আর নয়! আর নয়!

দুই ভাই।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।

জলেভরা চক্ষু দুটি মুছিতে মুছিতে শৈলবালা বলিল,—"আর ত দিদির বাক্য যন্ত্রণা সহ্য হয় না। আজ আবার সেই টাকার জন্য কি না বল্লেন।"

শৈলবালার কথা শুনিয়া সতীশের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া তাহার কপোল বহিয়া পড়িল। সে নয়ন-জল মুছিতে মুছিতে উত্তর করিল,—"শৈল! সহ্য কর, চিরদিন সমান যা'বে না—সেই দীননাথকে ডাক—তিনিই এ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।"

শৈল। দীননাথ! কৈ তিনি ত আমাদের দিকে একবারও ফিরে তাকালেন না—আমাদের যে চিরদিনই কষ্টে গেল। কোন দিন দু'মুঠা হয়,

কোন দিন বা তাও হয় না—তা'র উপর পরের গালিমন্দ খেয়ে খেয়ে ত আর পারি নে।

হুগলি জেলার কালিকাপুর গ্রামে একখানি ক্ষুদ্র বাড়ীর একটী ঘরে বসিয়া স্ত্রী-পুরুষে ঐরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

যত দিন বাড়ীর কর্ত্রীঠাকুরাণী বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন সংসারটি বেশ শান্তিময় ছিল। তাঁহার দুই পুত্র—যতীশ ও সতীশ। মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিত। কাহারও প্রতি কাহার হিংসা দ্বেষ ছিল না। জ্যেষ্ঠ যতীশ আপিসে চাকুরি করিত। সতীশ ভাল মানুষ—বিশেষতঃ সে ইংরাজী লেখা পড়া তাদৃশ শিখিতে পারে নাই, কাযে কাযেই বাড়ীতেই থাকিত;—সামান্য কিছু ব্রহ্মত্ব জমি ছিল, তাহারই খাজনা আদায় করিত।

কর্ত্রীর স্বর্গারোহণের পর বৎসরেই যতীশ ছোট ভাই সতীশকে পৃথক করিয়া দেয়। কেন না, বড় বধূ নিস্তারিনী অনেক যুক্তিতর্কের সহিত স্বামীকে নিত্যই বুঝাইতে লাগিলেন,—"তুমি বড় বোকা—এই বাঁধা মাইনের টাকাকটি দিয়ে যদি সাতগোষ্ঠীর পেট পুরাবে তবে আমার পাঁচু গোপালের উপায় হবে কি? ওদের পৃথক করে দাও—ওরা দু'জন বেরিয়ে গেলে কিছু কিছু জমাতে পারবে।"

নিস্তারিনীর কথা মতই কায হইল; যতীশ স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিল না।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে এক দিন নিস্তারিনী নিজের ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় শৈলবালা আসিয়া কাছে বসিল। শৈল বলিল,—"দিদি! আমাদের ত আর চলে না। যে খাজনা আসে তা'তে দু'মাসও কুলায় না। উনি বল্‌ছিলেন, আমাদের অংশের দু'টি কুঠারি ও ব্রহ্মত্ব জমিটুকু বাঁধা রেখে যদি কেউ তিনশ টাকা দেয়, তবে একখানি দোকান করেন। একবার ভাসুরকে বলে দেখ্‌বে? পরের কাছে এ সকল কথা বল্‌তে যেন মাথা কাটা যায়।"

শৈলবালার কথা শুনিয়া নিস্তারিনীর প্রাণটা যেন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে ভাব বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া সে ছোট বৌর কথার উত্তর করিল,—"তা কি বোন আর বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে? কি করব ভাই—একা মানুষের রোজগারে নিহাৎ চালাতে পারেন না বলেই ত, নতুবা মা'র পেটের ভাই কি পৃথক হবার কথা গা। তোমার ভাসুর বাড়ী আসুন—

আমি সব কথা তাঁহাকে বুঝিয়ে বল্‌ব। ঠাকুর পোর একটা উপায় হয়, সে ত ভাল কথা।"

নিস্তারিনীর উপদেশ মত যতীশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। সতীশও নিজ অংশের দুইটি ঘর ও ব্রহ্মত্ব জমিটুকু দাদার কাছে বন্ধক রাখিয়া তিনশত টাকা গ্রহণ করিল এবং নিজ গ্রামেই একখানি মুদিখানার দোকান খুলিল।

সতীশের ব্যবসায় বুদ্ধি ভাল ছিল না। তাহার উপর সে পরের দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িত। গ্রামের নবীন বাগ্দী পীড়িত; তাহার স্ত্রীপুত্রের আহার হইতেছে না। নবীনের মা আসিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"ছোড়দাদা ঠাকুর! বাছ্‌ কাছ্‌ গুলো না খেয়ে শুকিয়ে ম'লো, তুমি যদি রক্ষে কর—আমি নবীন সেরে উঠ্‌লেই তোমার দাম দিয়ে যাব।"

সতীশ নবীনের মাকে দশ সের চাউল দিল। নবীনের রোগ আর সারিল না, সে সেই পীড়াতেই পঞ্চত্ব পাইল। সুতরাং চাউলের দামও আর আদায় হইল না।

রতন মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা বড় মন্দ। মেয়ের বিবাহ উপস্থিত। কোন রকমে ভিক্ষা করিয়া দুই দশ টাকা জোগাড় করিয়াছে। বরাভরণ, বরশয্যাদি খরিদ করিতেই হাতের সে টাকা কয়টি ব্যয় হইয়া গেল। বিবাহ রাত্রে বরযাত্রীদের আহার্য্য সংস্থান করিবার পয়সা নাই। রতন সন্ধ্যা বেলা সতীশের হস্তে পৈতা জড়াইয়া ধরিল। সতীশ বলিল,—"খুড়ো! আমি কি করবো বল।"

রতন। তুমি আমাকে পনর সের ময়দা ও সাড়ে সাত সের ঘি দাও। আমি মেয়ের বিবাহ দিয়ে কর্ম্ম কাযের জোগাড় দেখ্‌ব। একটু সুবিধা হলেই তোমার সমস্ত দেনা মিটিয়ে দেব।

সতীশ রতন খুড়ার কথায় বিশ্বাস করিল। সে ধারে পনর সের ময়দা ও সাড়ে সাত সের ঘৃত দিল। কিন্তু রতনেরও আর কাযের সুবিধা হইল না, সতীশও মূল্য পাইল না।

এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই দোকানের মূলধন নষ্ট হইল; দোকান উঠিয়া গেল। তিনশত টাকার দেনার কিন্তু কোন কিনারা হইল না। তাই এখন প্রাপ্য টাকার জন্য বড়বধূ নিস্তারিনী—শৈলবালাকে প্রায়ই গালিমন্দ দিয়া থাকে

(২)

ক্রমে আরও এক বৎসর কাটিল। তখন যতীশও ভাইকে টাকার জন্য ঘন ঘন বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

এক দিন দুই ভাইয়ে বিলক্ষণ বচসা হইল।

সতীশ বলিল,—আমার সময় হলেই টাকা দিব।

যতীশ ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল,—"তোমার সময় আর এ জন্মে হ'বে না। যদি ভাল চাও, সাত দিনের মধ্যে সুদে আসলে সমস্ত টাকা মিটাইয়া দাও, নতুবা আদালত করিয়া তোমার বাড়ী ঘর বেচিয়া লইব।"

সতীশ আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। সে উঠিয়া গিয়া শয়ন কক্ষে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। তখন প্রায় সন্ধ্যা; অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণালোক আম্র বৃক্ষের পত্র শাখার ভিতর দিয়া একটু একটু উঁকি মারিতেছিল।

শৈলবালা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শৈল দেখিল, স্বামী দক্ষিণ হস্তের দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া আছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া পতিগত-প্রাণা সতীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—কেমন করিয়া স্বামীর কষ্ট নিবারণ করিবে—কেমন করিয়া স্বামীর বুকের আগুন নির্ব্বাপিত করিবে।

অনেকক্ষণ পরে সতীশ ডাকিল—শৈল!

শৈল ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। সতীশ বলিল—"কাল সকালে আমি মামার বাড়ী যাব।"

শৈল: কেন?

সতীশ। টাকার জন্য।

শৈল। মামা টাকা দিবেন কি?

সতীশ। তা জানি না।

বালিডেঙ্গা গ্রামে সতীশের মাতুলালয়। কালিকাপুর হইতে হাঁটাপথে বালিডেঙ্গা পাঁচ ক্রোশ।

সতীশ পর দিবস প্রত্যুষে উঠিয়াই তথায় রওনা হইল। যখন গ্রামে পৌঁছিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর।

সতীশের মাতুল বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ—ধনে ধান্যে লক্ষ্মীবান্।

ভাগিনেয়কে দেখিয়া মাতুল ও মাতুলানী কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সতী-

শের মাতুলপুত্র আজ দুই দিন হইল, গ্রাম্য যুবকদলের সহিত তালপুকুরের জমিদার বাবুদের বাড়ী থিয়েটার করিয়া আসিয়াছেন, এখনও তাঁহার গায় থিয়েটারের গন্ধ রহিয়াছে; থিয়েটারি ঢং এ চলা-বলা ছাড়েন নাই। তিনি গোঁপ কামাইয়া "বিল্বমঙ্গলের" চিন্তামণির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সতীশ দা'কে পাইয়া তাঁহার বড় আনন্দ হইল। থিয়েটার না করিলে যে মানুষ মানুষই হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে তিনি সতীশ দা'কে অনেক বুঝাইলেন।

তিনি আরও বলিলেন যে, আমাদের দেশে যত বড় বড় বক্তা দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই আদিতে থিয়েটারের দলে ছিলেন।

সতীশ চিন্তা-ক্লিষ্ট, পথশ্রান্ত। সুতরাং "চিন্তামণি" ভাইয়ের কথায় কোন আপত্তি না করিয়া কেবল এক একটা হুঁ হু করিয়া যাইতে লাগিলেন।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সতীশ চণ্ডিমণ্ডপে মাতুলের কাছে গিয়া বসিল। সতীশের মাতুল তখন একটি মাদুরের উপর বসিয়া চখে চসমা খাটাইয়া একখানি হিসাবের খাতা দেখিতেছিলেন—আর মধ্যে মধ্যে গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়া প্রাণারাম টানে মর্ত্তে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিলেন।

সতীশ বলিল—মামা!

মাতুল। কি বাবা!

সতীশ। আমি ত বড় বিপদে পড়েছি।

মাতুল। কি বিপদ।

সতীশ তাহার দাদার ব্যবহারের কথা সমস্তই নিবেদন করিল এবং কিছু টাকা সাহায্য করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইল।

টাকার কথা শুনিয়া মাতুল মহাশয় উপর্য্যুপরি কয়েকটি হাঁই তুলিয়া তিনটি তুড়ি দিলেন। সতীশ তৃষিত চাতকের মত মামার মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মাতুল মহাশয় বলিলেন,—"এ বৎসর বড়ই দুর বৎসর—হাতে একটি পয়সা নাই—কি করে যে সংসার চল্‌বে তাই ভাব্‌ছি।"

সতীশ বুঝিল—"অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।"

সে আর কোন কথা কহিল না।

রাত্রিতে যে ঘরে সতীশ শয়ন করিল, ঠিক তাহার পার্শ্বের ঘরেই সতীশের মাতুল ও মাতুলানী ছিলেন।

গভীর রাত্রি; সতীশ বিনিদ্র নয়নে শয্যায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতেছে। সে শুনিল—পার্শ্বের ঘরে মামী বলিতেছেন,—"সুদের টাকা কটি না দিলে ছোঁড়া ছাড়বে না। সুদের টাকা পেলে বোধ হয়, যতীশ এখন নালিশ বন্ধ রাখতে পারে।"

মাতুল। সে কত?

মাতুলানী। আমার কাছে বলেছে, গোটা পঞ্চাশেক টাকা।

মাতুল। তুমি পাগল হয়েছ। ও সতেটা অতি বাদর—আমার বোধ হয়, ও নেশা টেশা করে, নৈলে এমন দোকান খানা নষ্ট কল্লে কেমন করে?

মাতুলানী। না নেশা করে না। ও কিছু ভাল মানুষ।

মাতুল। ওরে আমার ভাল মানুষ। এক কড়া রোজগার করবার ক্ষমতা নাই, আবার টাকা চাইতে এসেছে। টাকা গাছের ফল কিনা। এক পয়সাও দিব না। কথায় বলে—"জন্ জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনার।"

এইবার সতীশের আশা সম্পূর্ণ ভঙ্গ হইল। রজনী প্রভাত হইলে সে মামা মামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নয়নভরা অশ্রু, হৃদয়ভরা নৈরাশ্য লইয়াই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

এ দু'দিন শৈলবালা বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতেছিল।

(৩)

যথাকালে যতীশ ডিক্রী করিয়া সতীশের বাড়ীঘর নিলাম করাইয়া নিজ নামেই খরিদ করিয়া লইল। কালিকাপুরে সতীশের আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না।

সতীশ শ্বশুরের নিতান্ত অনুরোধে স্ত্রীকে লইয়া বিষ্ণুপুরে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল।

যাইবার সময় সতীশ যত কাঁদে, শৈলবালা যত কাঁদে, বালক পাঁচুগোপালও তত কাঁদিতে লাগিল। গরুর গাড়ীতে উঠিবার সময় পাঁচুগোপাল দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার কাকীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

শৈলবালা পাঁচুকে ক্রোড়ে করিয়া, আদর করিয়া কত বুঝাইতে লাগিল—"বাবা আমার, ধন আমার, আমাদের সঙ্গে তোমার যেতে নাই—আমরা আবার আস্‌ব—তোমার জন্য কত খাবার আন্‌ব।" ততই বালক কাঁদে, আর বলে, "না কাকীমা আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

এই সময় নিস্তারিনী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে আসিয়া পাঁচুর হাত

ধরিয়া গাড়ী হইতে টানিয়া লইলেন এবং তাহার পৃষ্ঠে সজোরে কয়েকটি চপেটাঘাত করিলেন। অবোধ শিশু মাটীতে পড়িয়া কাকীমার নাম করিয়া কাকা বাবুর নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

যতক্ষণ গাড়ী দেখা গেল, ততক্ষণ তাহার কান্না থামিল না; শেষে নিরাশ হইয়া অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া শান্ত হইল।

শৈলবালা পাঁচুগোপালকে বড়ই ভাল বাসিত। পাঁচুগোপালের জন্য তাহার বুকের ভিতর এক একবার কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। এত কষ্টের মধ্যেও শৈল ভাবিতে লাগিল—"পাঁচুগোপালকে না দেখিয়া সারা জীবন কেমন করিয়া বাঁচিব।"

সতীশ গাড়ীর সম্মুখে বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি স্বপ্নময়; একটা তীব্র বেদনা—একটা বিরাট দহন—অনবরতই তাহার জীর্ণ বক্ষে অনুভূত হইতেছিল।

অপরাহ্নে গাড়ী বিষ্ণুপুর পৌঁছিল।

শৈলর পিতা কালি মাষ্টার বিপত্নীক। তাঁহার অবস্থাও তাদৃশ ভাল নহে। স্কুল মাষ্টারি করিয়া মাসে ত্রিশটি টাকা বেতন পান, অথচ পোষ্য অনেক। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সংসারে অশান্তি প্রবেশ করিতে পারে নাই। তিনি নিজে অতি সাধু পুরুষ; দেশের সকল লোকই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত।

কালি বাবু কন্যা জামাতাকে পরম সমাদর করিলেন। এ দুঃসময় চিরদিন থাকিবে না, বলিয়া ভরসা দিয়া তাহাদের মনের কষ্ট দূর করিতে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

(৪)

আশ্বিন মাস, পূজা আসিয়াছে। বিষ্ণুপুরের প্রফুল্ল ঘোষ রেঙ্গুনে থাকেন, প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে বাড়ী আসেন; এবারও আসিয়াছেন, এক দিন কালিবাবু সতীশকে লইয়া প্রফুল্ল ঘোষের কাছে গেলেন। প্রফুল্ল বাবু ইঞ্জিনিয়ার, রেঙ্গুনে মান প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। কালি মাষ্টার, একদিন তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়াই পদধুলি গ্রহণ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিবাবু জামাতা সতীশের অবস্থার কথা সমস্তই পরিচয় দিলেন এবং তাহার একটি কর্ম্ম-কার্য্যের জন্য অনুরোধ করিলেন।

ছুটির পর প্রফুল্ল ঘোষ সতীশকে সঙ্গে করিয়া রেঙ্গুনে লইয়া গেলেন।

সতীশের দুঃসময় কাটিল; সে সেখানে ছোট ছোট ঠিকাদারি পাইতে লাগিল, টাকার সাহায্য প্রফুল্ল বাবুই গোপনে করিতেন।

দেখিতে দেখিতে জলের মত পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। প্রফুল্ল বাবুর অনুগ্রহে সতীশ এখন বেশ দু'পয়সা হাতে করিয়াছে।

মানুষের যখন সময় ভাল হয়, তখন সকল দিক হইতেই সুবিধা হইতে থাকে। তখন ছাই মুঠা ধরিলে সোনা মুঠা হয়।

সতীশেরও তাহাই হইল। সে সেই সময়ে একটি লটারিতে পাঁচটি মাত্র টাকা দিয়া এককালে বিশ সহস্র টাকা পাইল।

সতীশের সন্তানাদি হয় নাই। লটারির টাকা পাইয়া সে এত দূর দেশে থাকিতে আর ইচ্ছা করিল না,—প্রফুল্ল বাবুকে সকল কথা বলিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসিল।

সতীশ প্রথমেই শ্বশুরালয়ে আসিয়া শ্বশুরের পায়ে এক হাজার টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল। শ্বশুর মহাশয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া পুনঃ পুনঃ জামাতার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য এক ছড়া সোণার হার ও বড় বধু ঠাকুরাণীর জন্য পাঁচ শত টাকার অলঙ্কার সঙ্গে লইয়া সতীশ ও শৈলবালা পাঁচুগোপালকে দেখিতে কালিকাপুর গেল।

নিস্তারিনী শৈলবালার ঐশ্বর্য্যের কথা জ্ঞাত হইয়া অন্তরে পুড়িয়া মরিলেও এতগুলি টাকা হঠাৎ হাতে পাওয়ায় দেবর ও ছোটবধুকে বাহিরে নানাপ্রকার আদর যত্ন দেখাইতে লাগিলেন।

সতীশের সম্মুখে এক থালা জল খাবার রাখিয়া তিনি বলিলেন—"ঠাকুর পো! তোমরা গিয়ে পর্য্যন্ত তোমার দাদা যে, কি মনের কষ্টে আছেন, তা আর কি বল্‌বো। লোকটা আধখানা হয়ে গেছে। এখন কেবল বলেন—"কেন আমি রাগে পড়ে ভাইয়ের নামে নালিশ করেছিলুম। কি জান ঠাকুর পো, মানুষটার একটু রাগ বেশী, কিন্তু মন ভাল।"

সন্দেশের অর্দ্ধাংশ গালের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াই সতীশ উত্তর দিল—"বৌঠাকুরুণ! ও সকল কথা আর তুল্‌বেন না—যা হয়ে গেছে তা গেছে। দাদা অমন না করলে কি আমার এ সকল হ'ত। বাল্যকালে বাবা ফেলে গেছলেন—দাদা আমাকে কত যত্ন করেছেন। একটা সামান্য দোষে কি সে সকল ভুলতে আছে?"

সন্ধ্যাকালে যতীশ বাড়ী আসিয়া সতীশ ও বধু মাতার সদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। যতীশ ছুটিয়া আসিয়া দুই হস্তের দ্বারা ভাইকে স্নেহালিঙ্গন করিল। সে মিলন—সে আলিঙ্গন—বড় মধুর। সে আলিঙ্গনে সতীশের সকল কষ্ট দূর হইল। দুই ভাইয়ের কয়েক বিন্দু আনন্দাশ্রু শিশির বিন্দুর ন্যায় মেঝের উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িল।

সতীশের বসত বাড়ী কালিকাপুরেই নির্ম্মিত হইল। সমস্ত নগদ টাকা হাতে না রাখিয়া সে অনেক সম্পত্তি কিনিয়া ফেলিল। তা'রপর এক দিন দাদা ও বড়বধূর সম্মুখে আসিয়া একখানি কাগজ ফেলিয়া দিল।

যতীশ দেখিল, সেখানি উইল। উপর নীচে দু'টি ঘর ও বাৎসরিক দুইশত টাকা আয়ের সম্পত্তি মাত্র স্ত্রীকে দিয়া সতীশ অপর সমস্ত বাড়ী, বিষয় ও নগদ টাকা ভাইপো পাঁচুগোপালকেই দিয়াছে।

উইল পড়িয়া যতীশ অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তা'রপর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ভাই পাঁচুগোপাল তোমাদেরই ছেলে। উইল আমি কি করবো? তুমিই রাখ। তুই আমার ছোট ভাই বটে, কিন্তু আজ তোর কাছে আমি অনেক শিক্ষা পেলাম। তোর মত স্বার্থত্যাগ যেন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সকলেই কর্ত্তে শেখে। তা হলে আর ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হবে না।"

মিলন।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু।

(আজি) সুখেরি মিলন আশে,
মিলন উৎসবে, প্রিয়জন সবে,—
পুঞ্জে পুঞ্জে কুসুম কুঞ্জে
অলি যেন,—ছুটে আসে।

(আজি) মুখে মুখে হাসি, চো'খে চো'খে জল,—
প্রীতি প্রবাহিনী বহে সুবিমল;
প্রীতি পরিমল মাখা ঢল ঢল
চিত শতদল হাসে॥

(আজ) গগনে পবনে ঝরে প্রেমধারা,—
সুধাপানে পাখী শাখী মাতোয়ারা,
হাসে বসুন্ধরা ফুল্লফুল হারা,
সুধার লহরে ভাসে॥

প্রাণে প্রাণে আজি কি মধুর তান,—
হৃদি মাঝে বাজে কি মধুর গান,
মধুর মাধুরী বহে কানে কান—
প্রিয়জন প্রীতিভাষে।

এস এস, সখা, আজি প্রাণ খুলি,—
দিনেকের তরে দুঃখ তাপ ভুলি,
হিয়া হিয়া মিলি করি কোলাকুলি—
বাঁধি সবে প্রেমপাশে॥

সমালোচনা।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক।—"কায়স্থ-দর্পণ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত; মূল্য ছয় আনা মাত্র।

আজ কাল বঙ্গসাহিত্য-সংসারে গল্প ও উপন্যাস পুস্তকের সংখ্যা গণনায় আইসে না; অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাস এক ছাঁচের; সেই জন্য অনেক সময় পাঠক পাঠিকার অরুচিকর হইয়া থাকে। আলোচ্য ক্ষুদ্র উপন্যাস খানিকে গ্রন্থকার "প্রকৃত ঘটনা মুলক উপন্যাস"—বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; উপন্যাসে সংসার চিত্র বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। গল্প ও উপন্যাস প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন, আমাদের এ বিশ্বাস আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

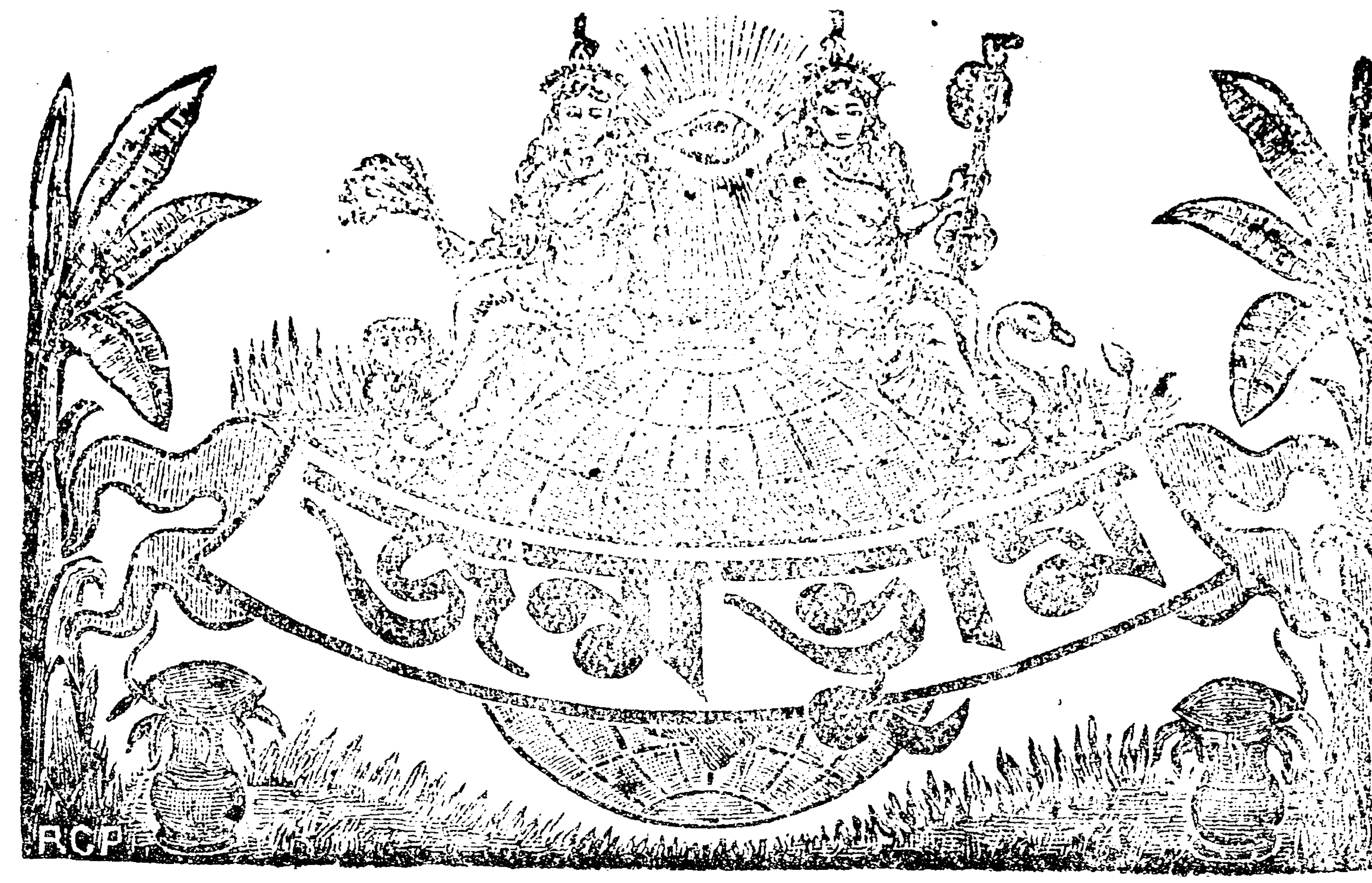

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৫শ বর্ষ। | ১৩২৪ সাল, জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা।

৺বলরাম তর্কবাগীশের জীবনচরিত।

স্বর্গীয় আলোকনাথ ন্যায়ভূষণ প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্মস্থান ও বংশ।

ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর অতীত হইল, যশোহর জিলার অন্তর্গত তগিলহাটি নামক গ্রামে ৺বলরাম তর্কবাগীশ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভুবনেশ্বর সিদ্ধান্তবাগীশ একজন জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। বলরাম ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরেই তদীয় জননী জাহ্নবী দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় পত্নীর হস্তে অল্প বয়স্ক বলরামের লালন পালন ভার সমর্পণ করেন। বলরাম অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীন হওয়াতে বিমাতাকেই নিজ গর্ভ ধারিণী বলিয়া মনে করিতেন। কাজে কাজেই তিনি বিমাতাকে জননীর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু সচরাচর যেরূপ ঘটে, বিমাতায় সপত্নী পুত্রের

উপরে অণুমাত্র স্নেহ ও মমতা ছিল না; কেবল লোক লজ্জায় ভয়ে এবং স্বামীর মুখাপেক্ষা করিয়া তিনি অনিচ্ছা সহকারে বলরামকে প্রতিপালন করিতেন। এই বংশ সম্ভূত অনেকেরই পূর্ব্বে সংস্কৃত বিদ্যার সবিশেষ অনুরাগ ও অধিকার থাকাতে এই বংশীয়গণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র 'ভট্টাচার্য্য' নামে পরিচিত আছেন।

বলরাম বাৎস্য মুনির গোত্রজাত চক্রপাণির সন্তান। (১) তাঁহার গাঁই (গ্রাম) অনুসারে পূতিতণ্ড খ্যাতি ছিল। যাঁহাদের গাই পূতিতণ্ড, তন্মধ্যে রামদেবের সন্তান ব্যতীত অপর কাহারও কৌলিন্য মর্য্যাদা নাই। (২) সুতরাং চক্রপাণির সন্তানগণ বংশজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলীনদের মধ্যে যাহাদিগের অকরণীয় গৃহে বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন সূত্রে কুলভঙ্গ হয়, তাঁহারা বহু পুরুষ গত হইলে পশ্চাৎ বংশজ ভাবাপন্ন এবং সর্ব্বত্র বংশজ বলিয়া অভিহিত হন। বলরাম সে প্রকৃতির বংশজ নহেন। তাঁহার কস্মিন্ কালেও যখন কৌলিন্য মর্য্যাদা ছিল না, তখন তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে (তাজা) বংশজ বলা যাইতে পারে। আচারাদি নববিধ কুল লক্ষণ সত্বেও অতিরিক্ত আত্মাভিমান বশতঃ তিনি তদানীন্তন দেশাধিপতি বল্লাল সেনের সভায় উপস্থিত না হওয়ায় রাজপ্রদত্ত কৌলিন্য মর্য্যাদা লাভে (৩) বঞ্চিত হইয়াছিলেন। (৪)

পূজ্যপাদ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ৺বলরাম তর্কবাগীশ মহোদয় নিজ জন্মদ্বারা একবর্ণ বাৎস্য বংশ এবং পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। অদ্যাপি তদ্বংশ্য বহু পরিবার যশোহর জিলার অন্তঃপাতী ভগিলহাট ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অনেক প্রদেশে বাস করেন। পশ্চাৎ তদ্বংশজ অনেকে কোন্ নগর নামক গ্রামে এবং কলিকাতা রাজধানীর আহিরীটোলা, গোগল কুঁড়িয়া বেণেটোলা প্রভৃতি বহুপল্লীতে অবস্থিতি করেন। বহু পুণ্যফলে

(১) 'বাৎস্য সাবর্ণিগোত্রয়োঃ ঔর্ব্বচ্যবনভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎপ্রবরাঃ।'
উদ্বাহতত্বম্।

(২) 'পূতিতণ্ডে কুলং নাস্তি রামদেবং সুতং বিনা।'

(৩) 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥'

(৪) অন্তঃসারবান গুণীব্যক্তি সচরাচর কোনরূপ সম্মান গ্রহণে ও আগ্রহান্বিত হন না। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে বড়লাট লর্ড ডফরিণ মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই পূর্ব্বোক্ত উপাধিভূষণে ভূষিত করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক বিনয় সহকারে—"আমি মহামহোপাধ্যায় নই" এই বলিয়া উক্ত উপাধি গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় পূজ্যপাদ ৺ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রথমে মহামহোপাধ্যায় হইলেন।

তাঁহাদের জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত সেই বাৎস্য বংশে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তিও জন্ম লাভ করিয়াছে। তাঁহারা আমাদিগের সগোত্র ও প্রাচীন এ জন্যও আমার পূজনীয়। তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্য প্রখ্যাততম, সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই।

মাদৃশ অল্পমতি পল্লবগ্রাহী সামান্য ব্যক্তির পক্ষে সেই সমস্ত পূজার্হ পিতৃ পুরুষদিগের প্রণীত গ্রন্থালোচনা করা যদিও অসীম ধৃষ্টতা প্রকাশ, তথাপি প্রারব্ধ বংশে অপথ্য সেবনাদির ন্যায় এ সম্বন্ধে প্রবৃত্তি অনিবার্য্য। সুতরাং তদীয় গ্রন্থালোচনায় মদীয় যে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবে সুধীগণ কৃপাপরবশ হইয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন কৃতাঞ্জলি পুটে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তদীয় জন্ম সময়ে দেশের অবস্থা।

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৭০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আরঙ্গজেব ভারত শাসন করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের যাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, অন্য কোনও বাদশাহের সময়ে সেরূপ হয় নাই। কারণ তিনি অতীব দূরদর্শী ও ক্ষমতাশালী সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এক প্রধান দোষ থাকাতে তদীয় সুবিশাল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে দিল্লীশ্বরের শাসন শৃঙ্খল হইতে বিচ্যুত হইল। তাঁহার সুন্নিধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস থাকাতে সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান এবং হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সিয়া ধর্ম্মাক্রান্ত পারসীকওমরাহ এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু প্রজাবর্গ বিলক্ষণ প্রতিকূলতাচরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র জাতি বীরশ্রেষ্ঠ শিবজীর অধিনায়কত্বায় সাতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রবল প্রতাপ বীর চূড়ামণির মৃত্যুর পরে তদীয় নেতৃত্ব না থাকতে মহারাষ্ট্রীয় জাতি যৎপরোনাস্তি উচ্ছৃঙ্খল এবং অসংযত হইয়া (চৌত অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ) নামক কর আদায়চ্ছলে রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলে অকস্মাৎ শলভপালের ন্যায় অশ্বারোহণে উপস্থিত হইয়া ধনশালী নিরীহ প্রজাগণের প্রতি নিদারুণ উপদ্রব করিত। তাহারা ইতিহাসে বর্গী বা পিণ্ডারী বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহারা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে নিঃশঙ্ক চিত্তে নিরাশ্রয় প্রকৃতিবর্গকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বস্থানে প্রস্থান করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া ভয়াকুল অধি-

বাসিবৃন্দ আপন আপন ধন সম্পত্তি ও প্রাণ লইয়া সন্নিহিত বনে জঙ্গলে ও পাহাড়ের গহ্বরে গিয়া লুকাইত এবং অন্তরাল হইতে অত্যাচার কারী দস্যুদিগের গন্তব্যমার্গে লক্ষ্য রাখিত। তৎকালে বাঙ্গালাদেশে স্বচ্ছন্দে প্রাণ ধারণ করিয়া সুখে বাস করিবার পক্ষে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি বিলক্ষণ সুলভ হইলেও এক বর্গীদিগের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণের মানসিক উদ্বেগের সীমা ছিল না। সহসা বর্গীরা আসিয়া কখন লুঠ পাট করিবে অহোরাত্র ঈদৃশী দুশ্চিন্তাই প্রজাদিগের একমাত্র জপমালা ছিল; সুতরাং প্রজাবর্গ সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকিত, মানসিক স্বচ্ছন্দতা তাহাদের অণুমাত্র ছিল না।

তখন বঙ্গদেশ সেনবংশীয় রাজাদিগের প্রভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারাও বর্গীদিগকে দমন করিয়া প্রজাগণকে এককালে নিরুদ্বেগ করিতে পারিতেন না, অগত্যা তৎকালে প্রজাগণের ভাগ্যে শান্তি সম্ভোগ ঘটিত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশের বিবরণ।

বঙ্গের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ সিংহলে গিয়া অবস্থান করেন। বহুকাল পরে বিক্রমাদিত্য বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। হর্ষ বর্দ্ধনের সময়ে বঙ্গদেশ কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল; তন্মধ্য হইতে একটী তিনি বলপূর্ব্বক নিজ অধিকারভুক্ত করেন। হর্ষ বর্দ্ধনের জীবদ্দশায় সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেও তাঁহার মৃত্যুর পরে বাঙ্গালাদেশ আবার স্বাধীনতা লাভ করে।

পরে পাল নামক এক রাজবংশ বঙ্গে রাজত্ব বিস্তার করেন। পালবংশীয় রাজারা বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। দিনাজপুরে এই বংশীয় মহীপাল রাজার কীর্ত্তি বলিয়া অদ্যাপি মহীপাল দীঘি বর্ত্তমান আছে। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের যে নিরতিশয় প্রভাব ছিল, আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থলে বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন দেখিয়া তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

অবশেষে পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশোদ্ভব নৃপতিদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। এই বংশের প্রথম রাজা আদিশূর পালবংশের এক ভূপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বকীয় রাজ্য বিস্তৃত করেন। তদানীন্তন ঢাকা নগরীর নিকটে তাঁহার রাজধানী ছিল। কোনও ঐতিহাসিক এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন। তিনি সেন

নামে প্রথিত শূর অর্থাৎ বীরদিগের আদিজত্ব নিবন্ধন আদিশূর নামে খ্যাতি লাভ করেন। আদিশূর হিন্দু ছিলেন।

তৎকালে প্রায় সমস্ত লোকই হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত যাগ যজ্ঞ বিস্মৃত হইয়াছিল। আদিশূর এ জন্য আপনরাজ্যের সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের উপরে বিরক্ত হইয়া কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে শ্রুত্যুক্ত যাগাদি কার্য্যকুশল ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় এবং শ্রীহর্ষ নামক পঞ্চজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। আদিশূর তাঁহাদের ক্রিয়া কলাপ ও যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া তাঁহাদের বৃত্তির জন্য ব্রহ্মপুরী, গ্রামকুটী, হরিকুটী, কন্বগ্রাম ও বটগ্রাম এই পাঁচটী গ্রাম পঞ্চ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। এক্ষণে এই সকল গ্রামের অবস্থান ভূমি নির্ণয় করা সুকঠিন। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্ গোত্রজ ব্রাহ্মণ কোন্ বংশের আদি পুরুষ তাহাও নি সংশয়ে নিরূপণ করিবার উপায় নাই। কথিত আছে বাঙ্গালা দেশের উচ্চ শ্রেণীর বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী পুরুষোত্তম দত্ত প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বর্ত্তমান কায়স্থগণ এই পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের অনুগামী পঞ্চ কায়স্থের বংশধর।

সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে আদিশূরের পুত্র বল্লালসেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি নিজ বাহুবিক্রমে মিথিলা পর্য্যন্ত জয় করেন। বল্লালসেন স্বরাজ্য মধ্যে গুণশালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতিকে সম্মানিত এবং উপাধি ভূষণে ভূষিত করিবার অভিপ্রায়ে কৌলিন্য মর্য্যাদার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের যথাযোগ্য সৎকার ও পুরস্কার করিতেন। বিদ্যা, বিনয়, সদাচার, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি নানাবিধ গুণানুরোধে প্রজাগণকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদত্ত হইত। পূর্ব্বোক্ত রাজদত্ত সম্মান যে কুলীনের বংশগত হইবে অর্থাৎ নববিধ কৌলিন্য লক্ষণ না থাকিলেও কুলীনের নির্গুণ বংশধরগণও যে কুলীনত্ব পাইবে সম্ভবতঃ ভূপতির ঈদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু দেবীবর ঘটক অপরিণাম দর্শিতা বশতঃই হউক বা নিজ দুরভিসন্ধি সাধনার্থই বা হউক, মেল বা পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উক্ত উপাধি বংশ পরম্পরাগত করাতেই নৃপতির উত্তম সংকল্প সিদ্ধ হয় নাই এবং কৌলিন্যপ্রথা বহুকাল হইতে সমগ্র বঙ্গদেশে ঘোর অত্যাচারের জননী হইয়াছে। বল্লালসেন গৌড়, নদীয়া এবং বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে থাকিতেন। তিনি অশীতি (৮০) বৎসর সুখ্যাতির সহিত রাজত্ব করেন। 'গীত গোবিন্দ' প্রণেতা জয়দেব কবি দাতা ও সুবিচারক ইহার অন্যতম সভাসদ ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের শেষ জীবনে মুসলমানগণ

নবদ্বীপ আক্রমণ পূর্ব্বক সন্নিহিত দেশ জয় করেন। তবে পূর্ব্ব বঙ্গে সেনবংশের বহুদিন পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল। লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ বিক্রমপুরে, সুবর্ণগ্রামে (সোণার গাঁয়ে) অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই প্রকারে তাঁহাদের রাজ্যের অবসান হওয়াতে বাঙ্গালাদেশের রাজসিংহাসন মুসলমান জাতির করায়ত্ত হইল এবং বহুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে তাহাদের একাধিপত্য ছিল। মোগল, পাঠান প্রভৃতি বহু মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারা বাঙ্গালাদেশের শাসন করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বলরামের বাল্যাবস্থা।

অতি শৈশবস্থায় মাতৃবিয়োগ হওয়াতে বলরামের লালন পালনের ভার যে তদীয় বিমাতার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। একদা বলরাম উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া রাত্রিকালে বাটীর পার্শ্বস্থিত কাণা নাম্নী ক্ষুদ্র নদীর তীরে মলত্যাগ করণার্থ উপস্থিত হইলে সন্নিহিত বনপ্রদেশ হইতে সহসা এক ব্যাঘ্র নির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উপনীত হইল। বলরাম অতীব ভয়াকুল হইয়া—"ওমা হলুদে পোকা (বাঘ) আসিয়াছে" বলিয়া বারংবার উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বিমাতার মনোগত ভাব ছিল না, বলরামকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ করে। কোনও গতিকে সে বিনষ্ট হইলে সে নিষ্কণ্টক হইতে পারিবে, এই জন্য কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিয়া নদীর তটে গিয়া দেখিল, বলরাম এক অতি উচ্চ বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট রহিয়াছে। অতি অল্প বয়স্ক শিশু কি উপায়ে তথায় উঠিল, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলরাম উত্তর করিল—"মা! কে আসিয়া আমাকে কহিল,'তুই চোখ বোঝ'আমি তাহা করিলে দেখিলাম গাছের উপরে উঠিয়াছি।" এরূপ অলৌকিক ঘটনা অনেকে বিশ্বাস না করিতে পারেন, কিন্তু জনশ্রুতি এই প্রকার। মহাপুরুষদিগের জীবনী পাঠ করিলে সচরাচর ঈদৃশী ঘটনার ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ আমরা যত কেন দম্ভ ও পাণ্ডিত্যাভিমান করি না, কেহই বিশ্ব রহস্যের কবাটোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ নহে। কবিকুল তিলক সেক্সপিয়র হ্যাম লেটের মুখ দিয়া যথার্থ ই বলিয়াছেন :—

There are more things in heaven and earth,
Horatio ! than are dreamt of in your philosophy. *

* হোরেশিও! দ্যাবাপৃথিবীতে এ প্রকার বহু পদার্থ আছে, যাহাদের অস্তিত্ব দর্শন বা বিজ্ঞান শাস্ত্র স্বপ্নেও উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় নাই।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য উপায়ে সে যাত্রা বলরামের প্রাণ রক্ষা হওয়াতে তদীয় দুষ্টাশয়া বিমাতার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। ভগবান্ যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার প্রাণ সংহার করা মানবশক্তির বহির্ভূত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বলরামের শিক্ষা।

ভুবনেশ্বর সিদ্ধান্তবাগীশ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা দ্বারা বলরামের একটী জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করাইলেন। জাতচক্র এবং জন্মপত্রিকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সুবিজ্ঞ জ্যোতিষিক গণনা করিয়া সহাস্য বদনে ভুবনেশ্বরকে বলিলেন,—"জাতকের লগ্নে যখন বৃহস্পতি, রবি তুঙ্গী অর্থাৎ ষষ্ঠস্থানবর্ত্তী, বুদ্ধি স্থানে বুধ ও শুক্রগ্রহ অবস্থিত, তখন সকলই উচ্চযোগ দেখিতেছি। ইহাতে জাতক যে স্থিরবুদ্ধি, জ্ঞানী, আত্মনিষ্ঠ, মন্ত্রজপ পরায়ণ, একজন মহাপুরুষ হইবেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে।" পাঠকগণ! এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, ইংরাজী-ভাব-প্লাবিত এই বিংশ শতাব্দীতে আমি অদম্য সাহস সহকারে আপনাদিগকে জ্যোতিষের ফলাফলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি। তবে বাল্যকালে বলরামের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তত্ত্বাবধারণের ভার যাঁহাদের উপরে সমর্পিত ছিল তৎকালে জ্যোতিষ গণনায় তাঁহাদের সম্পূর্ণ প্রত্যয় ছিল এবং স্বয়ং বলরাম নিজ কোষ্ঠীর লিখিত ফলাফলে চিরকাল দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, তাঁহার জীবনে গ্রহ-সূচিত কতকগুলি শুভ ও কতকগুলি অশুভ ফল যে প্রকৃতরূপ ফলিয়াছিল, তাহাও অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রহ-সূচিত ফলাফলের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ আস্থা ছিল।

ভুবনেশ্বর স্বয়ং জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইলেও গণকের বাক্যানুসারে বলরাম যে, ভবিষ্যতে একজন কুলপাবন ধুরন্ধর পুরুষ হইবেন ঈদৃশী বলবতী ধারণা সর্ব্বদা তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে জাগরূক থাকাতে তিনি বলরামের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বাবধি নিরতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। বস্তুগত্যা জনকের হৃদয়ে ঈদৃশী প্রতীতি থাকাতে এই সময়ে বলরামের যে প্রভূত মঙ্গল ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তদানীন্তন সময়ের প্রথানুসারে প্রথমতঃ বলরামের গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বর্ণ জ্ঞানাদি জন্মিলে ভুবনেশ্বর বলরামকে সংস্কৃত শিখাইবার মানসে "কলাপ ব্যাকরণ" পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর চূড়া সংস্কারের শাস্ত্রানুমোদিত কাল উপস্থিত দেখিয়া বিধি পূর্ব্বক গায়ত্রী শিক্ষা করাইলেন। স্বল্পকাল মধ্যে বলরামের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

পাইয়া ভুবনেশ্বর তাঁহাকে যত্ন ও স্নেহের একাধার জ্ঞান করিয়া যারপর নাই মনে মনে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু জ্যোতির্বিৎ যে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়াছিলেন, তাহার সমুদায় ফল প্রত্যক্ষ করা ভুবনেশ্বরের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। বলরামের ব্যাকরণ পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভুবনেশ্বর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অতি শৈশবাবস্থায় মাতৃহীন হওয়াতে বলরাম মাতৃবিয়োগ জনিত শোকের তীব্রতা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু ইদানীং বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান ও বুদ্ধির সঞ্চার হওয়াতে তিনি পরমারাধ্য পূজ্যপাদ জনকের মৃত্যুতে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত ও কাতর হইলেন।

ভুবনেশ্বরের লোকান্তর ঘটিবার পর ব্যাকরণের অপঠিত অংশ অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বলরাম গ্রামের সন্নিহিত এক বৈয়াকরণিকের চতুষ্পাঠীতে গমন করিলেন। তিনি যখন যে টোলে পড়িতেন, তত্রত্য অধ্যাপকগণ তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসামান্য ধারণাশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্ন লইতেন।

বলরাম ব্যাকরণ পাঠান্তে কাব্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া একজন কাব্যবিশারদ সুবিচক্ষণ আলঙ্কারিকের চতুষ্পাঠীতে কিছুদিন কালাতিপাত করেন। তথায় তিনি অসাধারণ মেধাগুণে অন্যান্য সমুদায় ছাত্র অপেক্ষা অধ্যাপকের সমধিক স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন। ইহাতে অন্যান্য ছাত্র ঈর্ষাপরবশ হইয়া মধ্যে মধ্যে বলরামের কিছু কিছু সামান্য অনিষ্ট করিতে ক্ষান্ত থাকিত না।

হিন্দু ধর্ম্মে ও শাস্ত্রানুমোদিত হিন্দু ক্রিয়া কলাপে তিনি স্বীয় জনকের ন্যায় নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি বলিতেন,—"ধর্ম্মতত্ত্ব অতীব গহন। জ্ঞানযোগে যিনি যে প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করুন না কেন, শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া তাহাতে যেন বিশ্বাস স্থাপন করেন। কপটাচারী ধর্ম্মধূর্ত্ত ব্যক্তির যাবতীয় কার্য্যই পণ্ড ও নিস্ফল হয়।" যে জন সরল হৃদয়ে ধর্ম্মের উপরে বিশ্বাস না করিয়া কপটাচরণ করে, অটল বিশ্বাস না থাকাতে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সে কখন্ কোন্ দিকে ঢলে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।

তিনি মাতা পিতা গুরুজন ও বয়োবৃদ্ধদিগকে ভক্তি ও সমাদর এবং বয়ঃকনিষ্ঠ-দিগকে সোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি আত্মনিষ্ঠ ও কুলপাবন ছিলেন, নিয়ত সদাচার নিরত হইয়া পিতৃলোকদিগের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ যথাকালে পূষ্পাষ্টকা, শাকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা প্রভৃতি সমুদায় শ্রাদ্ধ কার্য্য বিধিপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপ ধর্ম্ম পরায়ণ ও সদাচারনিষ্ঠ হওয়াতে দেশাবচ্ছেদে সমস্ত লোক তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত।

ক্রমে দেশবিদেশে তাঁহার অতুল গুণকাহিনী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া নিজ পারত্রিক মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত অতীব লালায়িত হইল। কিন্তু পাছে শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠানের পক্ষে নানাবিঘ্ন ও প্রত্যবায় ঘটে, এজন্য বহুলোককে ইষ্ট মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক শিষ্য করিতে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। এজন্য তিনি তদানীন্তন দত্ত বংশজদিগকে শান্ত, বিনীত, শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাশীল, ধীর, কার্য্যদক্ষ, কুলীন, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, সত্যাচারযুক্ত, পুণ্যবান্ ধার্ম্মিক, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং দান, ধ্যান পরায়ণ দেখিয়া তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত প্রায় যাবতীয় শিষ্যোচিত গুণ পরম্পরায় ভূষিত বিবেচনা করিয়া কেবল তাঁহাদিগকেই ইষ্ট মন্ত্রের উপদেশ দান পূর্ব্বক শিষ্য পদে বরণ করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রবীণ বয়স বা প্রৌঢ়াবস্থা।

বলরাম গাঙ্ ফিরান ভট্টাচার্য্য।

একদা বলরাম ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া মধ্যাহ্ণ ভোজন করিবার নিমিত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন এবং তদীয় পুত্রবধূ বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি পূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়া শ্বশুরকে পরিবেশন করিবার অভিপ্রায়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে ইত্যবসরে গৃহের প্রান্তবর্ত্তী কাণা নদীর উপর দিয়া ক্ষেপণী (দাঁড়) বহিয়া যাইতে যাইতে কতিপয় নাবিক সারি (অর্থাৎ অতি অশ্লীল গান গাহিতে লাগিল) পরম পূজ্য শ্বশুরের সম্মুখে তাদৃশ অশ্রাব্য কুৎসিত গান শুনিয়া পুত্রবধূ সলজ্জভাবে থালা হস্তে করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

তদ্দর্শনে বলরাম অতীব ক্ষুব্ধচিত্তে আক্ষেপ করিয়া স্বগত নদীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"অয়ি নদী! হয় এখানে তুমি থাক, না হয় আমি থাকি। অতঃপর এখানে তোমার ও আমার উভয়ের সমাবেশ হইবে না। তা তুমি অন্য কোথা যাইবে, এই স্থানেই থাক, আগামী কল্য প্রত্যূষে আমি পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রামান্তরে গিয়া অবস্থিতি করিব।" প্রবাদ এইরূপ সেই দিবস রাত্রিকালে নদীর প্রবাহ তাঁহার ভদ্রাসন হইতে বহুদূরে সরিয়া যায়। এই অলৌকিক ঘটনার বিবরণ চতুর্দ্দিকে প্রচার হইলে তিনি গাঙ্ ফিরান ভট্টাচার্য্য নামে সমগ্র যশোহর জিলায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয় সিদ্ধ পুরুষের জ্ঞাতি ও বংশধরগণ অদ্যাপি ভগিলহাট এবং অন্যান্য সন্নিহিত গ্রামে পূর্ব্বোক্ত সম্মানসূচক উপাধি ধারণ করেন।

ধন্য বলরাম! ধন্য তোমার যোগবল! ধন্য তোমার অলৌকিক মাহাত্ম্য! ভবদীয় মহোচ্চ বংশে কি পুণ্য পরিপাক ফলে অস্মাদৃশ নিগুর্ণ সন্তানগণ যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিনা। যোগসিদ্ধি বিষয়ে একদা দেশ-দেশান্তরে তোমার যাদৃশী প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল, তাহাতে দীক্ষাগুরু হইবার পক্ষে তোমার সমকক্ষ ব্যক্তি তৎকালে সমগ্র গৌড়দেশে কেহই ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। ভগবান দেবাদিদেব পঞ্চানন তন্ত্র শাস্ত্রে বিশ্বজননী ভগবতী ভবানীকে সম্বোধন করিয়া যথার্থ ই বলিয়াছেন :—

"বহবোগুরবঃ সন্তি শিষ্য বিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি! শিষ্য সন্তাপ হারকঃ॥"

অর্থাৎ শিষ্যের ধনাপহরণ করিবার পক্ষে বহু গুরু মেলে, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ নাশক গুরু অতিবিরল।

পাঠক! যেন এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, বহুকাল ম্লেচ্ছ-দিগের সংসর্গে থাকাতে তাঁহাদের আচার, ব্যবহার রীতি, নীতি সন্দর্শন এবং তাঁহা-দিগের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে উপদেশ লাভ করাতে অধুনা সনাতন ধর্ম্মভাব এককালে দেশ হইতে যে প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার আমলে ঠিক্ সেইরূপ ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসমাজ তৎকালে অন্যবিধ ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতি-লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। যাবতীয় লোকের মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ না করিলে দেহ শুদ্ধ হয় না ও পশুজন্মঘোচেনা। সুতরাং সে সময়ে জাত কর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কারের মধ্যে দীক্ষাগ্রহণ বা গুরুকরণ জীবন-পথের একটী প্রধান ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতিই লোকের সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। কিসে পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হইবে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যের ইহাই একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরলোক সহায় ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারিলেই লোক আপনাকে কৃতকৃত্য ও সফল জন্মা বোধ করিত।

এই নিমিত্তই সুদূর কলিকাতা নগর নিবাসী হাটখোলা ও নিমতলা প্রদেশস্থ সম্ভ্রান্ত দত্তগোষ্ঠী বলরাম ভট্টাচার্য্যের অতুল কীর্ত্তি কলাপ কাহিনী লোক পরম্পরা প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তদীয় পরমার্থ বিষয়ক সারগর্ভ উপদেশামৃতের অসীম মাহাত্ম্যে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হওয়াতে তাঁহারা অনায়াসে সুদুস্তর ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া অনায়াসে নিত্যধামে গিয়া অনন্ত জীবন লাভ করিতে পারিবেন—অর্থাৎ তিনিই সত্যালোক প্রদর্শন পূর্ব্বক জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া মুক্তিমার্গে লইয়া যাইবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া এবং তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ যোগবেত্তা গুরু সমগ্র গৌড়দেশে

দুর্লভ বিবেচনা করিয়া আগ্রহ সহকারে তাঁহাকেই মন্ত্রোপদেষ্টা বা দীক্ষা গুরুর পদে বরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও চরিতার্থ বোধ করিলেন।

পাঠক! তদানীন্তন সময়ে কি গুরু কি শিষ্য উভয়েরই একঘাটে মস্তক মুণ্ডন; সুতরাং উভয়েরই তুল্যরূপ শোচনীয় দশা! পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতেন না বা অন্য কিছুতেই মনোযোগী হইতেন না। তপঃস্বাধ্যায় নিরত থাকিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধিলাভে করাই তাঁহাদের জীবনের অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। ভগবান মনুর নির্দ্দেশ অনুসারে অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষড়্‌বিধ কার্য্যই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল; কাজেই তাঁহারাই চিন্তাশীল মস্তিষ্ক লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশে অধিকারী ছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ জাতিই সর্ব্বতত্ত্ববিৎ হইতেন। ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে জড়তত্ত্ব পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই তাঁহারা আপনাদিগের একাধিপত্য বিস্তারিত করিতেন। এই জন্যই ব্রাহ্মণগণ শিক্ষা ও দীক্ষা দিবার আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রেরা যুদ্ধ বাণিজ্য কৃষি কার্য্যাদি স্ব স্ব বর্ণগত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য লইয়া সচরাচর দিনপাত করিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হাঙ্গরের আক্রমণ।

একদা বলরাম হাটাখোলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে ছিলেন, ইত্যবসরে জল মধ্য হইতে সহসা এক হাঙ্গর আক্রমণ করিয়া তাঁহার উরুদেশের মূলভাগ হইতে কিয়দংশ মাংস ছেদন করিয়া পুনরায় জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া হাটখোলা ও নিমতলা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানের তদীয় যাবতীয় শিষ্য মণ্ডলী একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সজলনয়নে তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলে তিনি তাহাদের সকলকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—'তোমরা আমার প্রাণের আশঙ্কা করিও না; এ দংশনে আমার সাবিশেষ অনিষ্ট হইবে না, একপক্ষ মধ্যে আমি আরোগ্য লাভ করিয়া পূর্ব্ববৎ সুস্থদেহ হইব!' এই কথা বলিয়া যে পরিমিত মাংস হাঙ্গরে কর্ত্তন করিয়াছিল, তৎ পরিমিত গঙ্গামৃত্তিকা ক্ষতস্থানে বিলেপন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার কথামত সত্বর ক্ষতদেশ আরোগ্য লাভ করিল। এইরূপে দ্বিতীয় যাত্রা তিনি মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

জনশ্রুতি এইরূপ—একদা তিনি যোগবলে পদব্রজে ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন। তাঁহার আর এক অসাধারণ গুণ ছিল—তাঁহার অনুগ্রহে বহু উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তির উন্মাদভাব একবারে তিরোহিত হইয়াছিল। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা সাধারণতঃ

পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস না করিতে পারেন, এজন্ত তিনি কুম্ভকাদি যোগ প্রক্রিয়া দ্বারা বহুক্ষণ শূন্যমার্গে অবস্থান পূর্ব্বক যে নিজ যোগ সাধন করিতেন সে সমস্ত বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা না করিয়া লোক পরম্পরার মুখে যে প্রকার শুনিয়াছি, তন্মধ্যে হইতে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

হায় স্বর্গীয় মহাপুরুষ! তুমি কি পতিতোদ্ধারিণী শক্তি লইয়াই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলে? ত্বদীয় দর্শন লাভে ঘোর উন্মাদ গ্রস্ত ব্যক্তিও প্রকৃতিস্থ হইত! অথবা "সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থ ভূতা হি সাধবঃ। তীর্থং ফলতি কালেন সদ্য সাধুসমাগম॥" ইহা সত্য কথা। সাধুপুরুষে যে দেবত্ব থাকে তাহা তুমিই সপ্রমাণ করিয়াছ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হাউড়িহাট নামক সম্পত্তি প্রতিগ্রহ।

কলিকাতার দক্ষিণ ডায়মণ্ড হারবারের সন্নিকর্ষে হাউড়িহাট নামে এক বিখ্যাত হাট আছে, উহা জগদীশপুর নামক থানার এলাকাধীন। ঐ হাটের স্বত্বাধিকারিণীর পুত্র না থাকায় দানের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় সে মৃত্যুর পূর্ব্বে ৺বলরাম তর্কবাগীশ-কেই পূর্ব্বোক্ত হাট দান করিয়া যায়। এ বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এই ঃ—

ঐ হাটের নিকট তত্রত্য এক জমীদারের হাট ছিল। ঐ হাটে গ্রামস্থও গ্রামের চতুস্পার্শ্বস্থ লোক সকল প্রত্যহ ক্রয় বিক্রয় করিত। এক অতি দরিদ্রা রমণী যৎসামান্য দ্রব্য লইয়া প্রতিদিন ঐ হাটে গিয়া বিক্রয় করিত। কিন্তু দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সে যে কিছু অর্থ হস্তগত করিত, তন্মধ্য হইতে হাটের প্রাপ্য তোলা দিতে গেলে অবশিষ্ট অর্থে কোনও ক্রমেই তাহার সামান্যরূপ গ্রাসাচ্ছাদন করা চলিত না। সুতরাং প্রায় প্রতিদিনই তোলা লইয়া জমীদারের বাজার সরকারের সঙ্গে উক্ত বৃদ্ধার মহা বিবাদ ও বিতণ্ডা চলিত। ঐ বৃদ্ধাস্ত্রীলোককে সকলে হাউড়ি বুড়ি বলিয়া ডাকিত, কারণ সে কতকটা বিষয় বুদ্ধিহীন হ্যালাগোলা লোক ছিল।

একদা বুড়ি জমীদারদের তোলা আদায়ের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিরতিশয় উৎপীড়িত হইয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক হাটের নিকটবর্ত্তী একখণ্ড পতিত ভূমিতে যাইয়া যৎসামান্য বস্তু বিক্রয় করিয়া তোলা প্রদান ব্যতিরেকে অবাধে গৃহে প্রতিগমন করিল। ক্রেতা সকল দারিদ্র্য নিবন্ধন বুড়ির প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া বুড়ির নিকট হইতেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিত। যে জিনিষ বুড়ির নিকটে একান্ত মিলিত না, অগত্যা অনিচ্ছা পূর্ব্বক তজ্জন্য জমীদারের হাটে যাইত। ক্রমশঃ অন্যান্য বিক্রেতারাও যৎসামান্য তোলা দিয়া বুড়ির হাটে যাইতে আরম্ভ করিল। কাল ক্রমে যে পরিমাণে বুড়ির হাটের শ্রীবৃদ্ধি হইল, সেই পরিমাণে জমীদারের হাটের অবনতি ঘটিল।

কালবশে বুড়ির অন্তিম দশা উপস্থিত হওয়াতে এবং কাহাকে পূর্ব্বোক্ত আয়জনক হাট প্রদান করা যায়, সে বিষয়ে সকলে একবাক্যে বলরাম তর্কবাগীশের নাম উল্লেখ করাতে উক্ত হাটের স্বত্বাধিকারিণী বৃদ্ধা দানপত্র দ্বারা বলরাম তর্কবাগীশকেই উহা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার নিমিত্ত প্রদান করিল। তদবধি উক্ত হাটের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব বলরাম তর্কবাগীশ এবং তদীয় উত্তরাধিকারীদিগের জন্মিল। বলরাম জীবদ্দশায় হাটের নিকটে দুইটী প্রকাণ্ড শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাদেবের দৈনিক পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ক্রেতা বিক্রেতাও অন্যান্য ব্যক্তির জলকষ্ট নিবারণের জন্য একটী সুবৃহৎ সরোবরও খনন করাইলেন। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরদ্বয় ও সরোবর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কিছুকাল পরে হাটের তোলা লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। মধ্যে মধ্যে জমীদারের কর্ম্মচারিগণ হাটের তোলা আদায়ের জন্য আপত্তি করিত। যদিও তাহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হইত না, তথাপি সময়ে সময়ে জমীদারের দল ও আমাদের দল এই উভয় দলে দাঙ্গা ও মারপিট চলিত। তৎকালে ইংরাজ রাজত্ব। গবর্ণমেণ্ট এই বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুন তোলা আদায়ের পরিবর্ত্তে হাউড়িহাটের (সায়ার কম্পেনসেসন স্বরূপ) ত্রৈমাসিক ৩০০ শত সিক্কা টাকা অথবা বার্ষিক ১২০০ শত সিক্কা টাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন, তৎকালে প্রচলিত সিক্কা টাকার অধুনা বৃদ্ধি হওয়াতে এক্ষণে ত্রৈমাসিক ৩৩৯৵৯ পাই এবং বার্ষিক ১৩৫৬৷৶ দাঁড়াইয়াছে।

অহো! কি মহাপুরুষের বংশে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি! না জানি কি মহা পুণ্যফলে এতাদৃশ মহোচ্চবংশে অস্মাদৃশ নির্গুণ সন্তানগণের জন্ম লাভ হইল। অথবা সাগর নানাবিধ রত্ন ধারণ করাতে রত্নাকর নামে সর্ব্বত্র প্রথিত আছে। তন্মধ্যে শঙ্খ শম্বুকাদি যে সকল ক্ষুদ্র জলজীব আছে, তাহাদিগকে কেহই সেরূপ ধর্ত্তব্য বোধ করে না, তদ্রূপ অস্মাদৃশ নগণ্য বংশধরগণও গণনীয় বা গ্রহণ যোগ্য নহে। আমরা সেই শ্লাঘ্যজন্মা পুণ্যাত্মার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহার মহোন্নত মস্তক যে অবনত হয় তাদ্বিষয়ে অসংশয় অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কবিতা উদ্যানে রামায়ণ ও মহাভারতভিধ যে দুইটী কল্প পাদপ-রোপণ করিয়া গিয়াছেন, যে অমর মহাতরুদ্বয় আপ্রলয় এ বিশ্বমরুস্থলীকে পবিত্র মকরন্দ-নিষ্যন্দে অভিষিক্ত করিবে এবং ইদানীং অবনতির নিম্নতম স্তরে নিপতিত হইলেও একদা যে তুমি সুসভ্য জগতের জ্ঞানতরু ছিলে অনন্তকালের জন্য সে বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল হইবে, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সেই দুই মহাপুরুষ তোমারি না জননি!

রত্নোদরে সঞ্জাত? অথবা তোমার লোকাতীত ধর্ম্মক্ষেত্র ও পুণ্যক্ষেত্রে কোন মহার্ঘ রত্নের না ছড়াছড়ি? কোন্‌টীকে পরিত্যাগ করিয়া কোনটীর নামোল্লেখ করিব? অক্ষয় রত্নাকর সদৃশ তব রত্ন গর্ভের সমুদায় রত্ন রাজির নামোল্লেখ পূর্ব্বক নিঃশেষ করা একবালে মানব শক্তির বহির্ভূত।

এদিকে অধম আমরা সেই সকল পুণ্যশ্লোক পিতৃগণের পুণ্যচরণ চ্যুত হইয়া কত যুগ যুগান্তর কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মৃত্যু সেই সমস্ত অপার্থিব রত্নজাত হরণ করিলেও তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র সমূহে যে সার্ব্বজনীন অকপট প্রেম, সরল ভাব, বিনীত আচরণ, অটল অধ্যবসায় অবিচলিত ধর্ম্মানুরাগ ও প্রাণগত ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া, স্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিনিচয় স্বর্ণাক্ষরে উদ্ভাসিত আছে, সেই গুলিই আমাদের নিকটে তাঁহাদিগকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। যুগ-যুগান্তর ব্যবধান থাকিলেও মনে হয় যেন শয়নে স্বপনে সেই প্রাক্তন দৃশ্য মানস-নয়ন-সমীপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পাপে, তাপে, সুখে, দুঃখে অদ্যাপি সেই হৃদয়োন্মাদী প্রাণস্পর্শী দৃশ্যচিত্রকে সরসও সতেজ করে। সে মোহন চিত্রার উদয়ে প্রাণ কত ভাবে বিভোর হয়, মন কত দিকে ধাবিত হয়, তাহা কি বচন পরম্পরা দ্বারা ব্যক্ত করা যায়; অদ্যাপি ইচ্ছা হয়, একবার প্রাণ ভরিয়া সেই মৃত সঞ্জীবনী ছবি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সংসার চিতানলে দগ্ধ প্রায় হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন পূর্ব্বক তাপিত প্রাণ শীতল করি।

এক্ষণে অবান্তর বিষয় রাখিয়া প্রকৃত প্রস্তাব এই,—সংসারের ধুলিধূসরিত অপবিত্র হস্তে প্রত্যগ্র অনাঘ্রাত স্বর্গীয় প্রসূন চয়নে ব্যগ্রতা প্রকাশের ন্যায় পরমারাধ্য ৺অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ দেবের যোগাসক্ত সত্ত্বেও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাগুণে কাব্য রচনায় কীদৃশী দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ 'প্রার্থনা-শতক' নামক গ্রন্থ সানুবাদ মুদ্রাঙ্কিত করিতে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলাম। ফলতঃ মদীয় ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও সাধু-চরিত্র মহিমা পাঠকবর্গের কল্যাণ সাধন করিবে বিদ্বৎ সমাজে প্রকাশ করিবার ইহা আমার একমাত্র তাৎপর্য্য। নতুবা মাদৃশ কদাচার ব্যক্তি তাদৃশ পুণ্যাত্মার নাম গ্রহণ করিলে কিংবা তদীয় পবিত্র কৃতির উপরে লেখনী সঞ্চালন করিলে যে পাপ স্পর্শ হইবার সম্ভাবনা ইহা যে অবগত নহি এরূপ নহে।

অত্রৈব শিবম্।

শুভমস্তু, শ্রীরস্তু, ব্রহ্মার্পণ মস্তু। ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামি বিদ্যানিধি-প্রণীত সান্বয় তাৎপর্য্যব্যাখ্যা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে (সতি) সনাতনাঃ কুল-ধর্ম্মাঃ (অনুষ্ঠানকর্ত্তুঃ অভাবাৎ) প্রণশ্যন্তি, উত ধর্ম্মে নষ্টে (সতি) অধর্ম্মঃ (অবশিষ্টং) কৃৎস্নং কুলম্ অভিভবতি।	বংশনাশ (হইলে) পরম্পরাগত কুলোচিতধর্ম্মসমূহ (অনুষ্ঠান কর্ত্তার অভাবে) বিনষ্ট হয়, এবং ধর্ম্ম নষ্ট (হইলে) অধর্ম্ম (অবশিষ্ট) সমগ্র সন্ততিবর্গকে গ্রাস করে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

(হে) কৃষ্ণ! (হে) বার্ষ্ণেয়! অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি; (তথা) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে।	(হে) কৃষ্ণ! (হে) বৃষ্ণিকুলতিলক অধর্ম্ম-গ্রাস হেতু কুলনারীগণ দূষিতা হয়; (আর) স্ত্রীগণ ভ্রষ্টা (হইলে) মিশ্রজাতি জন্মে। [ক]

[ক] লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥
মনু, ১ম অঃ ৩১ শ্লোক।

ব্রহ্মার সৃষ্টি হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই চারিবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত বর্ণত্রয় দ্বিজ। পুত্র কামনায় পুরুষান্তর সংসর্গকে নিয়োগ বলে। যে সময় দ্বিজাতিগণ অসবর্ণাস্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন, সেই সময়েই অন্যের ভার্য্যায় সজাতীয়ের নিয়োগ দেখা যায়। মনুর মতে ত্রিবিধ কারণে সঙ্করের সৃষ্টি, তন্মধ্যে দারকর্ম্মে বর্ণব্যতিক্রম বা বর্ণ-ব্যভিচারই বর্ণ-সঙ্করোৎপত্তির প্রধান কারণ। বর্ণব্যতিক্রম অনুলোম ও প্রতিলোম-ক্রমে দ্বিবিধ। বিধিমতে পুত্রকামনায় নিযুক্তা অধমবর্ণা স্ত্রী (যথা ক্ষত্রিয়াদি) উত্তমবর্ণ পুরুষের (যথা ব্রাহ্মণাদির) ঔরসে সন্তানোৎপাদন করিলে সেই পুত্র অনুলোমজ

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

কুলস্যসঙ্করঃ কুলঘ্নানাম্ বংশের জারজপুত্র বংশনাশকারিগণের
(আত্মনাম্ অপি তৎ-পিতৃণাং) চ (নিজেদের এবং তৎ পিতৃপুরুষগণের) ও

সঙ্কর নামে কথিত হয়; কেহ কেহ বলেন, এতাদৃশ পুত্র বিধি সম্ভাত বলিয়া সঙ্কর-পদবাচ্য নহে। আর উত্তমবর্ণাস্ত্রী (যথা ব্রাহ্মণী প্রভৃতি) যদি ইন্দ্রিয়-লালসায়বশীভূত হইয়া অধমবর্ণ পুরুষের (যথা ক্ষত্রিয়াদির) ঔরসে পুত্রোৎপাদন করে তবে সেই পুত্র প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হয়। এতাদৃশ পুত্র পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানে অনধিকারী এবং নরকের হেতু। ভীষ্মাদির ন্যায় ঋষিতুল্য উপদেষ্টার অভাবে কুলললনাগণ স্বতন্ত্রা ও ভ্রষ্টচরিত্রা হইয়া পাছে এতাদৃশ পুত্র উৎপাদন করে অর্জ্জুনের ইহা আশঙ্কার বিষয়। পুরাকালে অনুলোমপদ্ধতিসম্মত নিয়োগবিধি দেখা যাইত বটে কিন্তু তৎ-পরবর্ত্তিকালে বেণরাজা যখন সমগ্র বসুন্ধরার অধীশ্বর হইলেন তদবধি এই নিয়োগপদ্ধতি ও বিধবাবিবাহ অতি গর্হিত বলিয়া নিষিদ্ধ হয়:—

নান্যস্মিন্‌বিধবানারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্ ॥
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥
অয়ং দ্বিজৈ র্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহত-চেতনঃ ॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥

মনু, ৯ অঃ ৬৪-৬৮ শ্লোক।

রাজর্ষিপ্রবর বেণ নরপতি কামোপহতচেতন হইয়া নানাজাতীয় স্ত্রী সম্ভোগপূর্ব্বক নানাজাতীয়-বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করেন। রাজা অসাধু বা অসদাচারী হইলে প্রজাগণ ও দুরাচার-পরায়ণ হয়। এইরূপে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোমে সর্ব্বজাতি-বিবাহ সংসর্গ ঘটিতে লাগিল। তদ্দ্বারা নানাবিধ বর্ণসঙ্কর ও হীনজাতির সৃষ্টি হয়।

নরকায় এব (ভবতি); হি নরকের নিমিত্তই (জন্মে); কারণ
এষাং পিতরঃ লুপ্ত-পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ইহাদের পিতৃগণ পিণ্ডতর্পণহীন
(সন্তঃ এব নরকে) পতন্তি। (হইয়াই নরকে) পতিত হন।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

কুলঘ্নানাম্ এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ কুলনাশকদিগের এই মিশ্রবর্ণোৎপাদক
দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ চ [ক] দোষসমূহদ্বারা সনাতন জাতিগতধর্ম্ম ও
কুলধর্ম্মাঃ উৎসাদ্যন্তে। কুলোচিত ধর্ম্মসমূহ লুপ্ত হয়।

[ক] এস্থলে "চ" কার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, ভিক্ষু বা সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থ এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্ম, "জাতিধর্ম্ম" দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির নিজ নিজ বর্ণোচিত ধর্ম্ম এবং "কুলধর্ম্ম" দ্বারা গুরুপ্রণালীক্রমে ভজন সাধনাদি পদ্ধতি, বংশপরম্পরাগত বিশিষ্ট কুলক্রিয়া বা কুলাচার প্রভৃতি বংশপ্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্ম বুঝাইতেছে।

স্ত্রীগণের পাণিগ্রহীতা ভর্ত্তা অর্থাৎ বিবাহিত পতির নাম ক্ষেত্রপতি। স্বস্ত্রীতে অন্যপুরুষোৎপন্ন পুত্র ক্ষেত্রজ। ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মদাতা পিতার নাম বীজপতি পিতা। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরি মহাশয় এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন:—

হি শব্দো বৈদিকীং প্রসিদ্ধিং দ্যোতয়তি। সা হি "ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্তি" ইতি শ্রুতিঃ। অন্যস্মাজ্জাতং শেষোঽপত্যং নাস্তীতিতদর্থঃ। অন্যোদর্য্যো মনসাঽপি ন মন্তব্যোমমায়ং পুত্রঃ" ইতি যাস্কবচনাচ্চ। "যে যজামহে" ইতি শাস্ত্রাৎ। যে বয়ং যজামহে ইত্যর্থকাদ্‌দৃশ্যমানস্য পিত্রাদেঃ সংশয়গ্রস্তত্বাদয়ং মম পিতৈবেতি নিশ্চয়স্য দুঃসাধ্যত্বাৎ। মন্ত্রশ্চ "যোঽহমস্মি স সন্ যজে ব্রাহ্মণেপ্যর্থবাদশ্চ, ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বা" ইতি, তস্মাদ্বীজপতেরেব পিণ্ডাদি-প্রাপ্তিঃ ন তু ক্ষেত্রপতেরিতি লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়ত্বাদবশ্যং পিতৃণাং পাতো ভবতি। ক্ষেত্রজ-পুত্রস্মৃতিস্তু ইহলোকে বংশস্থাপনমাত্রপরা নতু তেন ক্ষেত্রপতেঃ কশ্চিদামুষ্মিক উপকারোঽস্ত্যাদাহৃতশ্রুতিবিরোধাৎ। অয়ঞ্চ সঙ্করোঽস্মাভিঃ স্বয়ং কৃতশ্চেদবশ্যমস্মান্ বাধিষ্যত এবেতিভাবঃ।

এস্থলে "হি" শব্দে বৈদিক প্রসঙ্গ সূচিত হইতেছে। উহার ভাবার্থ এই যে বীজপতি পিতাই ক্ষেত্রজপুত্রের পিণ্ডাধিকারী, ক্ষেত্রপতি নহে। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র পুত্রই নহে।" যাস্ক বলেন "অন্যোৎপাদিত পুত্রকে আমার পুত্র বলিয়া মনে ও করিতে নাই! আমি ব্রাহ্মণ হই বা

৩৯-৪২ ভঃ রঃ।—ধর্ম্মকর্ম্মে মতি বৃদ্ধেরাই করাইয়া থাকেন, তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের স্বয়ং অনুষ্ঠাতা এবং অন্যের শিক্ষাদাতা। এ যুদ্ধের অবসানে ভীষ্মের ন্যায় ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ ঋষিতুল্য প্রাচীন মহাত্মারা সকলেই বিনষ্ট হইলে নব্য বালবংশধরদিগকে কে ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবে? বিশুদ্ধ জাতিকুলধর্ম্ম কে শিখাইবে? এ হেন শিক্ষাদাতার অভাবে সমগ্র কুলবালকদিগকে অধর্ম্মই গ্রাস করিবে আর এই কুলবালকগণের অস্তিত্বইবা কোথায় থাকিবে? আমরা কুলক্ষয়রূপ মহাপাপ করিয়া পতিত হইব এবং এই পতিত পতি-সংস্রবে আমাদের কুলকামিনীগণও দুষ্টা হইবেন অথবা ইহাও ভাবিবেন, "আমাদের মতিহীন অব্রাহ্মণ হই, যেই হই সেই আমি যজন করিতেছি।" এতদনুসারে এই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইতেছে যে সংশয়হেতু 'কে আমার পিতা' তাহার নিশ্চয় দুঃসাধ্য বলিয়া জন্মদাতা অর্থাৎ বীজপতি পিতাই পিণ্ডাধিকারী হইলেন। ক্ষেত্রপতি পিতা পিণ্ডভাগী না হওয়ায় পিণ্ডজলাভাবে অবশ্য পতিত হন। ক্ষেত্রজপুত্রাধিকারে স্মৃতির যে ব্যবস্থা আছে তাহা ঐ শ্রুতিবিরোধহেতু কেবল বংশস্থাপনোদ্দেশেই বুঝিতে হইবে; ক্ষেত্রজপুত্রদ্বারা ক্ষেত্রপতির পারলৌকিক কোনই উপকার হয় না। অতএব বংশনাশ করিয়া আমরা স্বয়ং যদি এই বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করি, তবে আমাদের অশেষবিধ বাধাবিপত্তি ঘটিবে ইহাই অর্জ্জুনের অভিপ্রেতার্থ। তাঁহার ইহাই আশঙ্কা যে স্ত্রীগণ স্বৈরিণী হইয়া যদৃচ্ছাবিহারে প্রবৃত্তা হইলে এবং বংশনাশ হেতু ক্ষেত্রাধিকারীরূপ তাহাদের পতিনির্ণয় না থাকিলে সেই ভ্রষ্টাদিগের গর্ভসম্ভূত অনিশ্চিত পিতৃক পুত্র কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় থাকিবে না। "বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজমিত্যাদি" মনুবচনের টীকায় কুল্লূকভট্ট যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্দ্বারা কোনস্থলে বীজপতির কোনস্থলে বা ক্ষেত্রপতির প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। ক্ষেত্রপতির অনিযুক্তা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র বীজের প্রাধান্য হেতু বীজপতির পুত্ররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, যেমন চন্দ্রের ঔরসে গুরুপত্নী তারার গর্ভসম্ভূত পুত্র চন্দ্রপুত্র বুধ বলিয়াই প্রসিদ্ধ, পরাশরের ঔরসে ধীবর-কন্যাগর্ভজাত ব্যাস ব্রাহ্মণরূপেই জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু ক্ষেত্রস্বামীর নিযুক্তা ভার্য্যায় অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রের প্রাধান্য হেতু বীজপতির না হইয়া ক্ষেত্রপতিরই হইয়া থাকে, যেমন বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ের গর্ভে ব্যাসের ঔরসজাত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষত্রিয়রূপে খ্যাত এবং বিচিত্রবীর্য্যের পুত্ররূপে পরিগণিত হওয়ায় তৎপিতৃপুরুষগণ পিণ্ডাধিকারী। পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল হইলে ক্ষত্র-

পতিগণ যদি ধর্ম্ম-উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক কুলক্ষয়রূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে তবে আমরা পাতিব্রত্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ব্যভিচার করিলে কি দোষ হইবে?" এইরূপ কু-তর্কে কুলাঙ্গনাগণের বুদ্ধিনাশ ও চরিত্রদোষ ঘটিবে। দুরাচারে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ কুলললনাদিগের শশাঙ্কশুভ্র চরিত্রে কলঙ্ককালিমাস্পর্শ করিবে, আর অপবিত্র চরিত্র-সংঘটনে এই পবিত্রকুলে শেষে কি বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইবে? হে বৃষ্ণিবংশধর যদুকুলপতে! তোমার বংশের গরিমা তুমি ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছ, তবে কেন আমার অমল কুলমহিমা লোপ করিবার উপায় করিতেছ? পিণ্ডদাতা পুত্রের অভাবে এই কুলনাশক আমাদের ও পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষগণের অদৃষ্টে জারজের পিণ্ডজল ব্যবস্থা করিয়া কেন অনন্ত নরকদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতেছ? পিণ্ডজলশূন্য হইয়া পতিতদশাপ্রাপ্ত আমাদের ও আমাদের পিতৃকুলের কি গতি হইবে? আমাদের বিমলকুলে বংশপরম্পরায় যে বিশুদ্ধ রমণীগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্রিণী হন। ভারতের ইতিহাসে এপ্রথা যখন নূতন নহে, তবে কেন অর্জ্জুন বর্ণসঙ্কর বংশধর হইতে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডবাধার আশঙ্কা করিতেছেন? ভারতের ইতিহাস কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পুরাকালে কুলললনাগণ পুত্রার্থে নিযুক্তা বা গুরুজন কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়াই কেবল অনুলোমক্রমে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, বংশ-রক্ষার্থে পুত্রকামনা-মাত্র ভিন্ন ইন্দ্রিয়ভোগলালসা তাঁহাদের পুরুষান্তর-সংসর্গের হেতু নহে। তাঁহারা কোনস্থলেই নিয়োগবিধি বা অনুলোমপদ্ধতির ব্যতিক্রম করেন নাই। একটী মাত্র সন্তান ভিন্ন অন্য কোন কামনায় বা কারণে পুরুষান্তর-সংসর্গ নিয়োগরূপে গণ্য হইতে পারে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের আশঙ্কা এই যে কুলক্ষয় বশতঃ ক্ষত্ররমণীগণ স্বৈরিণী হইলে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্তা হইবে ও নানাবিধ কুতর্কে তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিবে; তখন তাহারা হিতাহিত জ্ঞান রহিত হইয়া ও ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল ইন্দ্রিয়লালসায় যথেচ্ছায় পর-পুরুষগামিনী হইবে। তখন পুত্রকামনা বা গুরুজনকর্ত্তৃকনিয়োগ, অনুলোম-পদ্ধতির অনুসরণ প্রভৃতি তাহাদের লক্ষ্যবহির্ভূত হইবে। নীচজাতির সংসর্গে ভ্রষ্টাগণ বর্ণসঙ্কর-সৃষ্টি করিয়া পিতৃপুরুষের পিণ্ডজল রহিত করিলে তাঁহাদের প্রেতত্বমোচন ও সদ্গতি কিরূপে হইবে?

পূর্ব্বে অনুলোমপদ্ধতিক্রমে পুণ্যশ্লোক দেবর্ষি-তুল্য মহাত্মাদিগের যে সকল অসাধারণ বা অলৌকিক নিয়োগ-দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। ঐ ঈশ্বরভাবাপন্ন মহাতেজাঃ ব্যক্তিবর্গে দোষস্পর্শ সম্ভবে না। অগ্নি যেমন কি

কুলধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ঐ জারজবংশধরগণ তাহার মস্তকে পদাঘাত করিবে, শাস্ত্রে গুণকর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের যে জাতিগত ও আশ্রমগত-ধর্ম্ম কথিত আছে ঐ কুলাঙ্গনাগণ তাহাতে দৃক্‌পাতও করিবে না।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥ ৪৩॥

(হে) জনার্দ্দন। উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ষ্য ইতি (গুরুমুখাৎ) অনুশুশ্রুম।	(হে) কৃষ্ণ! কুলধর্ম্ম্‌হীন মনুষ্যগণের চিরদিন নরকে অবস্থিতি হয়, ইহা (গুরুমুখে) শুনিয়াছি।

৪৩। ভঃ রঃ।—নির্ম্মলকুল পাপকালিমায় কলঙ্কিত হইলে কুলঘ্নগণ অনুতাপ দূরের কথা কুলগত বর্ণগত ও আশ্রমগত ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন। ঐ জাতিকুলনাশকগণের কলুষিত হৃদয়ে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের কল্পনা কোথায় স্থান পাইবে? শাস্ত্র বলেন:—

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥

মেধ্য কি অমেধ্য সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া 'পাবক'ই থাকেন, সেইরূপ ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষে ধর্ম্মব্যতিক্রমাদিরূপ কোন দোষ থাকিলেও তাহা তদীয় তেজঃপ্রভাব বশতঃ তাঁহাদিগকে দূষিত করিতে পারে না। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে:—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ১০ ম স্কন্ধ॥

অতএব বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত অলৌকিক নিয়োগ দৃষ্টান্ত লৌকিক ব্যবহারের জন্য নহে। নিয়োগ-কার্য্য সর্ব্বথা শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ভগবান্ মনু নিয়োগ ব্যবস্থার উপসংহারে যে মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে নিয়োগ কার্য্য অতি গর্হিত পশুধর্ম্ম বোধে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যক্ত হইতেছে:—(৪০ শ্লোক, পাদ-টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) "বিধবাস্ত্রীর অন্য পুরুষে নিয়োগ কদাচ দ্বিজগণের কর্ত্তব্য নহে, এইরূপ নিয়োগ করিলে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হয়, বিবাহের মন্ত্র সমূহের মধ্যে কোনস্থলেই নিয়োগের কথা নাই এবং বিবাহবিধিতেও বিধবার পুনর্ব্বিবাহের উল্লেখ নাই। বিদ্যাবান্ দ্বিজগণ ইহাকে পশুধর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করেন। এই গর্হিত কার্য্য বেণরাজের রাজ্যকালে ঐ কামোপহতচেতন বেণভূপতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় ইত্যাদি।"

পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ পাপের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কঠোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে। অতএব আত্মদোষে নিদারুণ নরক-যাতনাই তাঁহাদের অদৃষ্টে লাভ হইবে. এ দিকে তদীয় পিতৃপুরুষেরা পিণ্ডজলাভাবে চিরপ্রেত রহিবে। [ক] সবংশে নিরয়গামী ঐ কুলনাশকদিগের উপায় কি হইবে কৃষ্ণ! হে হৃদয়জ্ঞ! বহুমান্য আচার্য্যমুখে শাস্ত্রের সারতত্ত্ব যাহা শুনিয়াছি তোমাকে তাহাই নিবেদন করিলাম প্রভো! এ সকল আমার স্বকপোল-কল্পিত কথা নহে। হে ত্রিকালজ্ঞ! জীবের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তত্ত্ব তোমার অবিদিত নাই। জীবের ইহপরকালের তত্ত্ব তোমার নিকট কি আর পল্লবিত করিয়া বলিব?

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪॥

অহো বত! বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ (ভবামঃ), যৎ রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ।	হায় হায়! আমরা মহা পাপ করিতে উদ্যত (হইয়াছি), যে হেতু রাজ্যও সুখের লোভে আত্মীয়জনকে মারিতে প্রস্তুত।

৪৪। ভঃ রঃ।—এতদিন দুরাত্মা দুর্য্যোধনের উপর্য্যুপরি উৎপীড়ন অসহ্য হওয়ায় ক্রোধে অধীর হইয়া বৈরানির্য্যাতন বাসনায় যখন যুদ্ধপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন উদ্ধত অবস্থায় একবারও ভাবি নাই এ রণের পরিণাম কি হইবে? যদি বল জানিয়া শুনিয়া এই স্বজননিধনময় পাপসমরে তবে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছিলে? কৃষ্ণের এরূপ প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন, সত্য সখে! অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ ঔদ্ধত্যপ্রভাবে হিতাহিত বুঝিতে পারি নাই। অন্যের জন্য নিজপ্রাণ বিসর্জ্জনে দৃঢ় সঙ্কল্প ঐ দুর্য্যোধন-পক্ষীয় মহাত্মাদিগের উদারতা

[ক] সপিণ্ডীকরণ না হইলে মৃতব্যক্তির প্রেতত্বপরিহার হয় না। অতএব প্রেতদেহে তাঁহাদিগকে কঠোর যাতনা ভোগ করিতে হয়। শুদ্ধিতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে:—

প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্।
শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পংনৈব বিদ্যতে॥
তত্রাস্য যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ।
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স্বকৃতে নরঃ॥
পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোহন্যং প্রতিপদ্যতে।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥

দেখিয়া আমার চৈতন্য-চক্ষু ফুটিয়াছে। তাঁহারা দুর্য্যোধনের হিতার্থে আত্মত্যাগ-মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছেন আর আমি স্বর্ণ-সিংহাসনলোভে আত্মীয়বধব্রত অবলম্বন করিয়াছি। হায়! আমায় ধিক্!

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মেক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

যদি অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ, (তদা) তৎ (অপি) মে ক্ষেমতরং ভবেৎ। — যদি আত্মরক্ষাবিমুখ শস্ত্রহীন আমাকে অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে মারে (তবে) তাহা (ও) আমার অধিকতর হিতকর হইবে।

ভঃ রঃ।—"তুমি না হয় সংগ্রামে নিরস্ত হইলে কিন্তু ভীম ভীষ্মাদি বীরেন্দ্রবৃন্দ ক্ষান্ত হইবে কেন? আর এ অবস্থায় হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তেই তোমার মৃত্যু ঘটিবে" এ কথা বলিতে পার কৃষ্ণ! আমার বন্ধুবধ-সঙ্কল্পরূপ ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই; প্রাণান্ত-প্রায়শ্চিত্তে যদি এ পাপের মার্জ্জনা হয়, তাহাই হউক। অস্ত্রধারণ করিয়া দুর্য্যোধনকৃত অপকাররাশির আর প্রতিকার করিতে চাহি না; এ পাপ-প্রাণের ত্রাণের জন্য অস্ত্র ধরিব না। আমার একটী প্রাণক্ষয়ের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণের রক্ষা হউক, অহিংসা ধর্ম্ম-পালন করিয়া আমার অগ্রেই মৃত্যু হউক, তাহা হইলে ভীমভীষ্মাদিকৃত বীভৎস স্বজনসংহার আর আমায় দেখিতে হইবে না।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে সৈন্যদর্শনং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ, শোকসংবিগ্নমানসঃ অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে সশরং ধনুঃ বিসৃজ্য রথোপস্থঃ উপাবিশৎ। — সঞ্জয় কহিলেন, শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুন এই বলিয়া যুদ্ধে বাণসহ ধনু ফেলিয়া রথোপরি বসিলেন।

৪৬। ভঃ রঃ।—এইরূপে সত্ত্বগুণোদিত প্রবল বৈরাগ্য অর্জ্জুনের হৃদয়

অধিকার করিল। তিনি এখন শুদ্ধসত্ত্ববুদ্ধি সন্ন্যাসী—হিংসা, প্রতিহিংসা ও ভোগলিপ্সা হৃদয় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন হৃদয়ে ভোগহিংসানিবৃত্তি রূপ বিমলশান্তিশশধর সমুদ্ভাসিত, তাই তিনি সমরের সাধে জলাঞ্জলি দিয়া ভীষণ হত্যাকাণ্ডে ক্ষান্ত হইলেন। এত ঔৎসুক্যে ও আগ্রহে রণদানের আশায় আসিয়া ও প্রতিদ্বন্দ্বি-দর্শনে দাঁড়াইয়া শেষে বৈরাগ্য-বিকল ও শোকবিহ্বল চিত্তে ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া হতাশ হৃদয়ে রথোপরি বসিয়া পড়িলেন। দারাসুতসাহিত্যে ভোগমত্ত বিষয়ীর প্রিয়জন-বিয়োগে যে শোক হয়, অর্জ্জুনের এ শোক তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধর্ম্মভয় ও দয়াদ্র্র তাই এই চিত্ত-বৈষম্য ও শোকবিকলতার কারণ।

পাঠক! প্রথম অধ্যায় হইতে কি উপলব্ধি করিলেন?

"অহিংস্রস্যাত্মজিজ্ঞাসা দয়াদ্র্রস্যোপজায়তে।
তদ্বিরুদ্ধস্য নৈবেতি প্রথমাদুপধারিতম্ ॥"

হিংসাবিমুখ দয়াদ্র্রহৃদয় জনেরই জীব ও ভগবৎতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ নির্দ্দয় ও হিংস্রস্বভাব ব্যক্তির তাহা হয় না; প্রথম অধ্যায় হইতে এই উপদেশলাভ হইল।

ইতি ভক্তিরসায়নীনাম্নী প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

বিদায়।

লেখক,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

ফুরিয়ে গেল হাসিখুসি, রইল সুধু চোখের জল।
সুধার সাগর মথন ক'রে উঠ্‌ল শেষে হলাহল ॥
কেমন ক'রে সইব ব্যথা, কইব মুখে বিদায় কথা,
নয় ত সখা কথার কথা, মনে হলে হই বিহ্বল ॥
বছর ঘুরে বছর পরে, দেখা একটি দিনের তরে,
চোখের দেখা নয় ত সখা, পথের মিলন নয় কেবল ॥
বিদায় দিতে কি হয় প্রাণে, মনের কথা মন ত জানে,
ব্যথায় হৃদয় সঁপে দিয়ে আশা নিয়ে হয় পাগল ॥

ভক্তের ভগবান্।

শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস গোস্বামী বিরচিত।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

সত্যভামার মন্দির—সত্যভামা ও অহমিকা।

সত্য। তাইত! শ্রীহরি এখনও এলেন না যে? এমন ত কখনও হয় না, আমার ঘর ছেড়ে এতক্ষণ ত কোথাও থাক্‌তে পারেন না। আজ এ নূতন ধরণ দেখ্‌ছি। আমার কেমন গোলমাল ঠেক্‌ছে, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

অহ। বোধ হয় বড় রাণীর ওখানে আছেন; বোধ হয় কেন? নিশ্চয়ই আছেন; আজ কাল ত প্রায়ই এই রকম দেখ্‌ছি।

সত্য। বড় রাণী! বড় রাণী—কিসে বড়? আগে বিবাহ করেছেন বলে? এইত? বড় ত আমি; আমায় পান নি বলে তাকে বিবাহ করে ছিলেন, নইলে সে বড় আমিও হতে পারতাম। আমায় ছেড়ে কি থাকবার যো আছে, না আমার অমতে কোনও কায কর্‌তে পারেন? আমি যা বল্‌ব, যা করব তাই হবে। উনি মুখে বলুন আর নাই বলুন, আমি বেশ জানি ওঁর বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আমি। আর কেও নয়।

অহ। তা ত বটেই, তা কি আমি জানি না? কিন্তু তবু আজকাল দেখ্‌ছি বড় রাণীর কাছে গেলে মহারাজের যেমন মনটি হয়, তেমনটি যেন আর কোথাও হয় না, তোমার কাছেও না।

সত্য। মনটি এখন কি রকম হয় যা এখানে হয় না?

অহ। ভাবে বোধ হয় যেন তুমি তাঁর কাছে বিয়ের বাসরের বাতির আলো, আর তিনি শরৎকালের পূর্ণিমার চাঁদের আলো, তুমি ফুল বাগানের ফুলের সুবাস, আর তিনি যেন দেব মন্দিরের ধূপধুনা চন্দনের গন্ধ।

সত্য। তুই কেমন করে জান্‌লি? ঠাকুরের মন তুই বুঝ্‌তে পারিস্?

অহ। ঠাকুরের মন বোঝা বড় শক্ত কায, তিনি রাগের সময়ও হাসেন, কখনও বা খুসী হলেও মুখ ভার করেন; আমরা কোন্ ছার, দেবতারাও তাঁর মন বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। তবে কি জান,

আমরা মেয়েমানুষ, পুরুষের মন বোঝা আমাদের ত কাযই, তার ওপর দাসদাসী প্রভুর মন একটু একটু না বুঝ্‌লে মন জুগিয়ে কায কর্‌তে পারে কি?

সত্য। তুই সত্য বল্‌ছিস মহারাজ রুক্মিনী দেবীর ঘরে?

অহ। হয় না হয় বল এখনই দেখে আস্‌ছি।

সত্য। আচ্ছা যা, দেখে আয় তিনি সেখানে কি কর্‌ছেন?

অহ। বেশ——— (প্রস্থানোদ্যত)

সত্য। যাবার সময় আর আর সখীদের ডেকে দিয়ে যা, তারা গান করুক, (অহমিকার প্রস্থান)

কি! আমার চেয়ে রুক্মিনীকে ভাল বাসেন! না, তা হতেই পারে না, অহমিকার মিথ্যে কথা, না হয় ও বুঝতেই পারেনি। ও কি বুঝবে? সামান্য দাসী।

(সখীদের প্রবেশ ও গীত)

কই দয়াময় দেখা দিলে কই?
এই এলে ব'লে, বেলা গেল চলে,
আঁধার ছাইয়ে আসে ওই।
পথ চেয়ে ব'সে আছি সারা দিন,
ক্রমে আশালতা হয়ে আসে ক্ষীণ—
এই কিহে তুমি ভকত অধীন—
(মোরা) জানত জানিনা তোমা বই।

সত্য। না আসুন, তোদের কি আর গান নেই?

১ম। থাক্‌বে না কেন দেবী! এই গাইছি—

হায়! এমন কেন বা হলো!
সে যে আমার নাগর, গুণের সাগর, কেন পরে হরে নিল।
যাহার সোহাগে, সোহাগিনী তুমি, সে যদি না দেখে ফিরে,
এছার জীবনে কি কায হামারি, বাঁচি কার মুখ চেয়ে?
বঁধূরে ভুলায়ে, বাঁধিল যে জন, আমারে করিল পর।
যেমতি জ্বলিছে, আমার হিয়ায়, হউক তেমতি তার।

সত্য। তোদের গান কর্‌তে হবেনা।

১ম সখী। বেশ কি করতে হবে আজ্ঞা করুন। একটু নাচ্‌ব? না কাঁদ্‌ব?

সত্য। তোরা এলি কেন? যা চলে যা।

১ম সখী। অহমিকা বল্‌লে দেবী গান গাইবার জন্য ডাক্‌ছেন, তাই এসেছি, বেশ্‌ অনুমতি হয় ত যাই। একলাটি কি ব'সে ব'সে একটু ভাব্‌বেন?

২য় সখী। তার কায কি? আমরা একজন গিয়ে ঠাকুরকে ডেকে আনি না কেন?

সত্য। না তোদের মধ্যস্থতা করতে হ'বে না। ঠাকুরের যখন ইচ্ছা হবে, তখনই আস্‌বেন, মিছে ডাকাডাকি ক'রে তাঁকে অসুখী করা কেন? তিনি যেখানে সুখে থাকেন, সেই খানে থাকুন।

১ম সখী। ঐ যে আপনার অহমিকা এসেছে।

সত্য। (সচকিতে ফিরিয়া) কই? (অহমিকার প্রতি) কি হয়েছে? অমন করে রইলি যে? কিছু হয়েছে নাকি? পরিষ্কার ক'রে বল্‌না।

অহ। আর বল্‌ব কি দেবি!

সত্য। সে কি! ঠাকুরের কোনও অমঙ্গল ঘটে নি ত?

অহ। ঠাকুরের আর অমঙ্গল ঘট্‌ল কই, তাঁর ত কখনও অমঙ্গল ঘট্‌তে দেখ্‌লাম না। অমঙ্গল ত যা কিছু তোমারই দেখ্‌ছি।

সত্য। অ-মরণ কথার শ্রী দেখ, বলি ঠাকুর কুশলে আছেন ত?

অহ। তিনি ত খুবই কুশলে আছেন; কুশল বলে কুশল—কিন্তু———

সত্য। তা হলেই হ'লো, তাতেই আমার কুশল। আর কিন্তুর দরকার নেই।

অহ। উঁহুঃ, ঠিক সে রকমটি নয় দেবি! মোটেই তা নয়, এই ত দেখে এলাম, ঠাকুর বেশ কুশলে, বেশ স্ফূর্ত্তিতেই আছেন, কিন্তু তাতে আপনাদের ত কুশল ছেড়ে বেশ অকুশল বোধ হলো।

সত্য। আমাদের কি রকম? ঠাকুর তবে বোধ হয় আর একটি বিবাহ ক'রেছেন, এই ত? তাতে আর কি যায় আসে? সমুদ্রের উপর একপশলা বৃষ্টি, এই বইত নয়।

অহ। বৃষ্টি নয় ঠাকৃরুণ। বৃষ্টিনয়, বজ্রাঘাত।

সত্য। তোর কথার অর্থ বুঝলাম না। স্পষ্ট করে বল্‌, নয় চলে যা। ঠাকুর ত কুশলে আছেন, তাহলেই হলো।

১ম সখী। আমর্‌, বলেই ফেল্‌না, এত ভূমিকার দরকার কি? দেবী ত আর শুন্‌তে চান না, তবে আমাদের প্রাণটা কেমন কেমন কর্‌ছে যে, পেটটা ফুলে উঠ্‌ছে, এরপর মাথার বেয়ারাম হ'বে বোধ হচ্ছে। চট্‌করে বলে ফেল্‌।

অহ। এই কথাটা কি জান?

১ম সখী। আমর্‌, জান্‌লে আর তোর খোষামোদ কর্‌ব কেন?

অহ। শোন তবে। সেই পাকা দাড়ী ঋষিকে জান?

১ম সখী। সব ঋষিরই ত প্রায় পাকা দাড়ী; তা সে ঋষির হয়েছে কি বল্‌না।

সত্য। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আহার কর্‌তে গিয়েছেন, এই ত? তা ঋষির শ্রাদ্ধে কেও কখনও খেতে পায় না, আড়ম্বরই সার, ঠাকুর পেটের জ্বালায় ফিরে এলেন বলে। যা তুই এখন ঘুমুগে যা, অনেক পরিশ্রম করেছিস্‌। দামোদরের উদর কোনও ঋষিই পুরণ কর্‌তে পার্‌বে না।

অহ। না গো সেই যে ঋষি স্বর্গ থেকে কদুকল বাজিয়ে গান কর্‌তে কর্‌তে আসে।

সত্য। ওঃ নারদ ঋষি! তাঁর বাপ ত ব্রহ্মা, তিনি ত অমর, তাঁর শ্রাদ্ধ কিরে? তোর সব মিথ্যা কথা।

অহ। শ্রাদ্ধের কথা কে বলেছে গো? তিনি একটা ফুল এনেছিল গো— তার যে সুবাস, যেমন দেখতে তেমনি বাস, আবার বল্‌লে যে এক বচ্ছর তেমনি সমান থাক্‌বে।

সত্য। তা হ'য়েছে কি?

অহ। সে ফুল যার ঘরে থাকে, তার সোয়ামি নাকি তার ঘর ছাড়া হ'য়ে কোথাও যেতে পারে না, একেবারে কেনা হয়ে থাকে।

১ম সখী। আহা! আমি একটা পাই যদি—

২য় সখী। তাহলে কি করিস্‌?

১ম সখী। আমাদের সে মধ্যে মধ্যে বড় দড়ী ছেঁড়ে গো—ফুলটা পেলে তাকে কিনে রাখি———

অহ। আহা! সে ফুল দেবতারাও পায় না বল্‌লে, আর উনি পাবেন?

১ম সখী। তার আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের দেবী মনে কর্‌লে কিনা হয়? উনি একবার ঠাকুরকে বল্‌লে কত ফুল আসে। একবার হুকুমের অপেক্ষা।

অহ। (কৃত্রিম রোদন সহ) ওগো! সেই কথাই ত বলছিলাম, সে দিন কি আর আছে? আজকের কথায় মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল।

সত্য। বজ্রাঘাত হ'লত এলি কেমন করে?

অহ। ঋষি যেই ফুলটা ঠাকুরকে দিলে, ঠাকুর অমনি তা বড় দেবীকে দিলেন, শুধু কি তাই? আবার বল্লেন, যে "তুমিই এই ফুল মাথায়, তুমিই এর যুগ্যি—তোমার হাতে পড়ায় ফুলেরই গৌরব বাড়লো। শুনে আমার বুকফেটে কান্না আসতে লাগল গো—মনে কর্‌লাম, আমাদের দেবীকে এই কথাটা একবার শোনাই।

সত্য। (স্বগতঃ) কি! ঠাকুর আমাকে এত তুচ্ছ করলেন? রুক্মিণীর সম্মুখে—(প্রকাশ্যে) সেখানে ঋষি ছিলেন?

অহ। ঋষি এই কথা শুনেই সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, যাবার সময় আমাকে দেখে আড়ালে ডেকে বল্‌লেন, "শুনলে ঠাকুরের আক্কেলের কথা? তোমাদের দেবীকে এই কথা বলো।"

১ম সখী। তাইত গা! ঋষির যে বুদ্ধি আছে, তা ঠাকুরের নেই? বড় রাণী ফুল পেয়ে ভারি খুসী হলেন, না?

অহ। না গো, তবু তিনি বরং ফুলটা আমাদের দেবীকে দিতে বল্লেন।

সত্য। তাঁর দান! তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর প্রসাদী ফুল আমায় দেবেন, আর আমি তা মাথায় করে থাকব? স্পর্দ্ধা দেখ! এ বলার মানে আমায় আরও অপমান করা। যা তোরা এখন যা—আমি চল্‌লাম।

(প্রস্থান)

১ম সখী। দেবী ত রোষাগারে গেলেন।

অহ। যাই, আমিও যাই, রাগটা ভাল করে বাড়িয়ে দিইগে—নইলে ঠাকুরকে দেখে এক কথায় ভুলে যাবেন।

(প্রস্থান)

১ম সখী। চল, আমরা আর এখানে কি করব?

গীত।

প্রেমের সাগরে আজ, উঠেছে তুফান ভারী।
দেখিব অকুলে কুল পান কেমনে বংশীধারী॥
মানের তরঙ্গে পড়ি, দেখি কেমন ক'রে হরি।
নিয়ে যান কুলে তরী, কেমন সে ভবের কাণ্ডারী॥

(গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান)

বিজন বাস।

লেখক,—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বিজন বিপিনে বাস করিবার তরে,
মানস আমার সদা অভিলাষ করে।
জড়িত জগতে যত দেখি জীবগণ,
বিমোহিত চিত সবে করিছে ভ্রমণ,
স্বকার্য্য সাধনে সদা সযতন রয়,
কেহ যায় কেহ ধায় কেহ স্থির নয়।
দুরাশার সনে জীব করিয়া প্রয়াণ,
নাহি কভু করে সুখে শান্তির সুধা পান।
ধর্‌রে অবোধ মন বচন আমার,
সংসার সুখের স্থান নহেরে কাহার।
বিজনে বসতি যার, মানসে তাহার,
বিচলিত নাহি করে এ ছার সংসার।
চিন্তার অনলে তার দহেনা হৃদয়,
শোকের সাগরে তারে ডুবিতে না হয়।
ঈর্ষ্যা বিষধরে তারে করেনা দংশন,
গর্ব্বগিরি শিরে বসি সে আর তখন,
জীবগণে খর্ব্বনাহি করে দরশন।
বিজন বিজ্ঞের বাস শান্তি নিকেতন।

হিন্দুর কর্ত্তব্য।

সাহিত্যরত্ন—শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ।

সৃষ্টির প্রারম্ভেই অগ্নি আদি চারিজন ঋষির হৃদয়ে বেদের অপৌরুষের জ্ঞানের পরিস্ফুরণ হয়। সুতরাং হিন্দু জাতি যে বেদের গৌরব করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সেই সনাতন, ঐশী জ্ঞান-মণ্ডিত বেদের একটী সুমধুর ঝঙ্কার শুনুন:—"সত্যে নোত্তভিতা ভূমি॥"—অথর্ব্ব কাঃ ১৪। বঃ ১। মঃ ১। "(সত্যে) অর্থাৎ যিনি ত্রৈকাল্যা বধ্য, যাহার কখন নাশ হয় না, সেই পরমেশ্বর ভূমি, আদিত্য ও সমস্ত লোক্ ধারণ করিয়া আছেন।" স্বর্গীয় বীণার আর একটী নিক্কণ শুনুন:—"উক্ষা দাধার পৃথিবীমুতদ্যাম্॥"—ঋগ্ বেদ। অর্থাৎ "সূর্য্য পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।" উক্ষা অর্থ সূর্য্য। উহার আর একটী অর্থ বৃষ। এখন যদি কোন স্বদেশী বা বিদেশী এইরূপ অর্থ করে যে পৃথিবী বৃষ শৃঙ্গের উপর অবস্থিত আছে, তাহা হইলে কি বেদ সে জন্য দায়ী হইবে? হরি অর্থ বিষ্ণু, বানর, সর্প, ভেক, সূর্য্য, সিংহ ইত্যাদি। যদি কেহ এইরূপ অর্থ করে যে, লক্ষ্মীর স্বামী হরি কিনা বানর, তবে কি সেই অর্থ গ্রাহ্য বলিয়া করিতে হইবে? এইরূপ পল্লবগ্রাহী মুর্খগণকে কৃপার পাত্র মনে করিতে হইবে। কোন কবি বলিয়াছেন—"শেষাধারা পৃথিবী।" ইহার অর্থ ভগবানই পৃথিবীর আধার। শেষ শব্দের একটী অর্থ সর্প; কিন্তু ঐ অর্থ এখানে গৃহীতব্য নহে।

তবেই দেখা গেল, সূর্য্য যে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহা কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুজাতি বেদে শিক্ষা করিয়াছে। পাশ্চাত্যদের ভূগোলের ইহা নূতন শিক্ষা নহে। পরন্তু তাঁহাদের ভূগোলেও ঐ ব্যষ্টিভাবের কথাটুকুই আছে। তা ছাড়া সমষ্টিভাবের শিক্ষা উহাদের ভূগোলে কোথায়? সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, তাই পৃথিবী শূন্যে রহিয়াছে। বেশ কথা! কিন্তু যাবতীয় গ্রহ, উপগ্রহ, পৃথিবী, সূর্য্য সমস্ত গুলির সমষ্টি মহাশূন্যে অবস্থান করিতেছে, উহাদিগের আধার কে? সেই বিরাট সমষ্টিকে বিরাট অম্বরে কে ধারণ করিয়া আছে? এ কথার উত্তর হিন্দুর বেদ ব্যতীত আর কুত্রাপি নাই। উপরি উক্ত অথর্ব্ব বেদের শ্লোকেই তাহার উত্তর। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে, ইহাও আমাদের নূতন শিক্ষা নহে। আমাদের জ্ঞান সিন্ধু

বেদের একটী নির্ঘোষ এই:—"আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্ত স্বঃ॥"—যজুঃ অঃ ৩। মঃ ৬। অর্থাৎ জলের সহিত ভূগোল সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। ইউরোপের কোপার্নিক্যাল ও টলেমিক্ থিওরী (মত) ত কা'লকার কথা। পৃথিবী ঘুরিতেছে কি সূর্য্য ঘুরিতেছে এই ঘুরা-ঘুরি লইয়া পাশ্চাত্য জগৎ বহুকাল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুদিগের বেদে তাহার সুমীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন, হিন্দুরা কখন সমুদ্র যাত্রা করে নাই; গৃহ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে ভয় করে। হিন্দুরা যদি কখন সমুদ্র যাত্রা না করিয়া থাকিবে, তবে সুমিত্রা দ্বীপ, যবদ্বীপ, শুকতারা দ্বীপ (সক্রোট্রা) প্রভৃতি দ্বীপের হিন্দুনাম কোথা হইতে আসিল? আমেরিকাকে হিন্দুরা পাতাল বলে। কালের বক্ষে পদাঘাত করিয়া আজও বলিভূমি নাম (বলিভিয়া) সমুজ্জ্বল মুর্ত্তিতে হিন্দুর সার্ব্বভৌম অধিকারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কে এ সকল প্রমাণেয় অপলাপ করিতে সমর্থ? মহাভারত তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। ব্রহ্মার পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মনু, মনুর পুত্র স্বায়ম্ভব, স্বায়ম্ভবের পুত্র ইক্ষাকু। আমেরিকার বভ্রুবাহন, ইউরোপের বিড়ালাক্ষ যবন প্রভৃতির নাম আমাদিগের জাতীয় ইতিহাস মহাভারতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ-সূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ বার্ত্তা লইয়া ভীমার্জ্জুন নকুল সহোদেব পৃথিবীর কোন্ বিভাগেই না গিয়াছিলেন? অশ্বতরীতে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উদ্দালক ঋষিকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমেরিকায় গিয়াছিলেন। যাহাকে আজ বাষ্পীয় পোত বলে, পুরাকালে তাহাকেই অশ্বতরী বলিত। যাহাকে আজ কামান বলে তাহাকেই তখন শতঘ্নী বলিত। বন্দুকের নাম তখন ভুশুণ্ডী ছিল। এখনকার কোন জিনিসই নূতন নহে। এখনকার সবই তখন ছিল, পরন্তু তখনকার সব এখন নাই। বৈদিক সাহিত্যে আমরা রেলগাড়ী, বৈদ্যু-তিক পাখা প্রভৃতিরও প্রমাণ পাইয়াছি।

বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। সুতরাং বেদ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। যে বলিবে বেদ মানিনা তাহাকে আমরা অজ্ঞানী, বাতুল মনে করিব। "বেদ শব্দের ধাত্বর্থ অনন্ত জ্ঞান। যোগারূঢ়ার্থে ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব এবং উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অর্থাৎ সংহিতা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বুঝায়; কিন্তু সমস্ত জ্ঞানই যে বেদের অন্তর্গত করা হইয়াছে, অষ্টাদশবিদ্যার কথা চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে। স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস আদি সমুদয়ই বেদমূলক। শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত,

মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, মন্বাদি প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায়ই বেদের অন্তর্গত। বেদ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং বেদ শব্দের যোগরূঢ় অর্থ লইলেও বিশ্বস্থ তাবৎ জ্ঞান উহার অন্তর্ভূক্ত হয়।" (শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত বাচস্পতি এম, এ, বি, এল মহোদয়ের "বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থের ভূমিকা ৵০ দ্রষ্টব্য) যাহারা বেদের নিন্দা করে তাহারা ঘৃণিত পশু। শাস্ত্রও তাহাকে নাস্তিক বলিয়া অবজ্ঞা করেন। প্রমাণ:—"নাস্তিকো বেদ নিন্দকঃ॥"—মনুঃ ২।১১। অর্থাৎ যাহারা বেদের নিন্দা করে কিনা বেদ বিগর্হিত কার্য্য করে তাহারা নাস্তিক নামে অভিহিত।

বেদ শুধু হিন্দুদিগের জন্য নহে। সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্যই বেদ। বেদ সকলের সম্পত্তি। সকল জ্ঞানের অক্ষয় আকর। সমস্ত ভাষার মুল সংস্কৃত। সেই জন্যই ভগবান্ পক্ষপাত শূন্য হইয়া মনুষ্যের মহামঙ্গলের জন্য সংস্কৃত ভাষাতেই বেদ জ্ঞানের পরিস্ফূরণ করিয়া সকলকেই বেদ-জ্ঞান লাভ করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইনি পড়িবেন, উনি পড়িবেন না, এবম্প্রকার সংকীর্ণতা, পক্ষপাতিতা বেদের কুত্রাপি নাই। বাইবেল ও কোরাণ শরিফের ঈশ্বরের মত বেদের ঈশ্বর পক্ষপাতী ও মানব প্রকৃতিযুক্ত নহেন। যে ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে মিশিয়া দলাদলি করিয়া বেড়ায়, আমরা তাদৃশ কৃপার পাত্র ঈশ্বরের উপাসক নহি। বেদ সকলেরই পাঠ্য; তাহার প্রমাণ এই:—"যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মার জন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়।"—যজুঃ অঃ ২৬।২॥ অর্থ যেমন আমি সকল মনুষ্যের জন্য এই কল্যাণকারিণী অর্থাৎ সংসার ও মুক্তির সুখদায়িনী ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণী উপদেশ দিতেছি, তদ্রূপ তুমিও অনুষ্ঠান করিবে। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অর্য্যায় কিনা বৈশ্য, শূদ্র, নিজ ভৃত্য ও স্ত্রীলোক এবং অরণায় কিনা অতি শূদ্রাদিগের জন্যও বেদের প্রকাশ করিয়াছি। তবেই দেখা গেল যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী পুরুষ, সকলেরই বেদ পাঠ্য। এখন, "স্ত্রী শূদ্রৌ নাধীয়তামিতি শ্রুতেঃ॥" বলিয়া যে একটি বচন আছে, উহা কোন সংকীর্ণ হৃদয় ব্যক্তির কপোল কল্পিত রচনা। ঐরূপ সংকীর্ণতা প্রচারিণী উক্তির জন্য বেদ বা হিন্দু জাতি নিন্দনীয় হইতে পারে না। মুসলমান, খৃষ্টান, প্রভৃতি যে কোন জাতি বেদ পড়িতে পারে। সকল জাতিই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত। "উত শূদ্রে উতার্য্যে।"—অথর্ব্ববেদ কাঃ ১৯। বঃ ৬২। অর্থাৎ বিদ্বান দ্বিজদিগের নাম আর্য্য, মুর্খদিগের নাম অনার্য্য। আবার দেখ, 'বিজানীহ্যার্য্যান

যে চ দস্যবঃ॥"—ঋগ্বেদ মং ১। সূ ৫১। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের নাম আর্য্য, বিদ্বান এবং দেব ও দুষ্টের নাম দস্যু হইল। মুর্খকেই দস্যু, অনার্য্য, শূদ্র প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। যখন শূদ্র ও অতি শূদ্রও বেদ পড়িতে পারে মনুষ্য মাত্রই বেদ পড়িতে পারে। ইহাই প্রকৃত কথা। পৃথিবীর কোন দেশের কোন নীতিই বেদ ছাড়া নহে। বিশমার্ক বল, বেকন, ঈশা বল, রুশো বল, যে কোন দেশের যে কোন পণ্ডিতের জ্ঞান, অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র বেদেরই কণা মাত্র। হিন্দু জাতিই বেদের সম্যক উপাসক। তাঁহারাই সমগ্র পৃথিবীকে জ্ঞান মার্গে পরিচালিত করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুই পৃথিবীর এক সময়ে গুরু ছিলেন এবং তাঁহারাই এক সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

হিন্দুজাতি সর্ব্বাংশেই জগতের আদর্শ স্থল ছিলেন। তবে এক্ষণে সর্ব্ববিষয়ে আমাদের এইরূপ অধঃপতন হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই জাগতিক প্রপঞ্চের মধ্যে কেমন একটী সুচারু শৃঙ্খলা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। একটী তুচ্ছ তৃণ হইতে সুবিরাট অম্বরের বিরাট সূর্য্য-গ্রহ পর্য্যন্ত ঐ ঐশী শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত। যে নিয়মে একটী ভিক্ষুক নিয়মিত সেই নিয়মে একটী জাতিও নিয়ন্ত্রিত। যে নিয়মে একটী গৃহস্থ পরিচালিত। সেই ঐশী নিয়মে একটী দেশও নিয়মিত। উত্থান পতনের পর্য্যায় সৃষ্টির, কল্পনার সহিত মিশ্রিত।

গীত।

শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বিরচিত।

সুরট মল্লার।

বড় ভালবাসি বারে বারে আসি,
তবু কেন দেখা দাওনা দাওনা।
তোমারি লাগিয়া, বসে আছি সদা
মুখ তুলে কেন চাহনা চাহনা।
সারা দিন থাকি, তোমারে ভাবিয়া,
সারা রাতি জাগি তোমারি লাগিয়া—
তুমি, নিমেষের তরে, বারেক ভুলিয়া,
চকিত চাহনি চাহনা চাহনা।

কেন উষার বাতাসে ভাসিয়া,
অরুণ আলোকে সাজিয়া,
হিয়ার মাঝারে নাচিয়া নাচিয়া—
প্রেমের গরিমা গাহ না।
এস সলাজ হাস্য হাসিয়া,
এস তেরছ নয়নে চাহিয়া—
তুমি অবশ হৃদয়ে, বিরহ বাঁধন,
টুটিয়া ছিঁড়িয়া দাওনা দাওনা।
কেন হৃদয় আকাশ ত্যজিয়া,
গাহ মেঘের আড়ালে থাকিয়া,
মোর কুঞ্জভবন বিরহে মগন,
তুমি ত হৃদয়ে আসনা।
এস তারা হার গলে পরিয়া,
এস জোছনার রূপ ধরিয়া,
এস মলয় মারুতে, মদনের সাথে,
দেখা দিয়ে চলে যেওনা যেওনা।

প্রতিবিম্ব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুইটী ভগিনী।

"না দিদি মামা রাজি নন।"

"মরি আঁর কি, আমি যেন সেই চিন্তেয় মরে আছি।"

বিন্দুবাসিনী নয়ন তারাকে এই উত্তর দিয়া হন্ হন্ করিয়া একবার ছাদের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল। নয়ন তারা তখন বিন্দুর হাত দুটী ধরিয়া মধুর হাসিয়া সেই সুন্দর চিবুকটীকে স্পন্দিত করিয়া বলিল, "তোর দোষ নেই ভাই—যত দোষ ঐ বয়েসটার।

বিন্দু। না দিদি, আমার প্রাণ কেবল ধূ ধূ করে!

নয়ন। বোধ হয় সেই বেয়াড়া মিন্‌সেটার জন্যে?

বিন্দু। আবার। জন্মের মত দেখা সাক্ষাৎ মিটেছে।

নয়ন। সব তোলা আছে, দেখনা কত ধানে কত চাল।

বিন্দু। আমি বুঝেছি কুলিন বামনিদের অদৃষ্টে ভালবাসা নেই।

নয়নতারা তাঁহার নয়ন দুটি ঘুরাইয়া মৃদু মধুর হাসিয়া বলিলেন, "ভালবাসা কি সংসারে আছে দিদি, এটা ভগবানেরই বলে দেওয়া কথা। বাপ মা ভাই ভগিনী এই হলো রক্তের টান। কিন্তু সে টানে যে আনচান? যাই কোথা না অন্য ঠাঁই, ধরি কি না আগাছা। তাকে নয়ন বাণে গরম করি, চোখের জলে নরম করি। শেষে করে গলায় মায়ার ফাঁস পরিয়ে বেদেরা যেমন বাঁদর নাচায়, তেমনি নাচিয়ে নিয়ে বেড়াই। প্রবৃত্তির যদি নিবৃত্তি হয়, এই ভয়ে ফাঁসের উপর ফাঁস দিয়ে আত্মীয় স্বজন কি, ভগবানের নামটী পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দি।

বিন্দু। তবে বিয়ে করে কেন?

নয়ন। ওটা একটা পোষাক। যেন দোছুট না হলে ভদ্রতা বজায় থাকে না। এও তাই।

বিন্দু। আচ্ছা দিদি তবে কি ভালবাসা মিছে?

নয়ন। মিছে সত্যি জানিনা দিদি, ভালবাসতে হয় বাসি। এই তোমার কাছে এলে বাটী পোরা ক্ষীর দাও—মাছের মুড়ো খাওয়াও তাই আসি, কিন্তু তোমার যদি ওসব সাধ না থাকতো, তাহলে নয়নতারা ঠাকুরাণী যে এত অনুরক্তি দেখাতেন সে কথায় আমার বিশ্বাস নেই।

বিন্দু বাসিনী সহাস্যে কহিলেন, "তাই নাকি?"

নয়ন। সংসারে সত্যি কথা বল্‌তে নাই—বল্‌লেই গোল। আমাদের কলকাতার বাড়ীর সাম্‌নে এক ঘর গৃহস্থের বাস। তারা কি জাত জানি না। মিন্‌সে সওদাগরী আফিসে চাকরী করে। সে তার মেয়েকে মেম রেখে বিদ্যে শিখিয়ে এক পয়সাওয়ালা বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বাসরে আমি বর দেখ্‌তে যাই। বরটীর বয়স পয়ষট্টি পার হয়েছে। দাঁতগুলি বাঁধান চুলে কলপ। মেয়ের বয়স আঠার। তার কি তাকে মনে ধরে। কিন্তু আমি ত আর সে কথা বল্‌তে পারিনে, তাই জামাই দেখেই আরম্ভ করলাম। "কি কথা মা, লোকে বলে জামাইয়ের বয়েস হয়েছে। বয়েসের লক্ষণ ত কিছু নেই। কেমন চুল কেমন কার্ত্তিকের মত কুচকুচে গোঁফ। দাঁতগুলি কি সুন্দর। হ্যাঁগা কোন চোখে লোকে দেখে?

জামাইয়ের বুকখানা ক্রমেই যেন ফুলিয়া উঠিল। বলিল, "কি জানেন আমার একটী ছেলে আছে সেটী কিছু বেশী বাড়ান্ত তাই তার বাপ বলে আমার বয়েস একটু বেশী দেখায়।"

আমি। কত বড় ছেলে ?

জামাই। বালক—বালক। অল্প বয়েসে বিবাহ দেওয়ায় এই বয়েসেই তিনটী ছেলে হয়েছে।

আমি। তা হোগ। এখনও তোমার যে শ্রী আর যে জোলুষ তাতে হেমা তোমায় এতক্ষণ ভাল বেসে ফেলেছে। (হেমা কনের নাম)

জামাইটার কি আনন্দ। পোড়ার মুখো ফুলশয্যার দিন হেমাকে জিজ্ঞাসা করে কিনা, "তুমি আমায় খুব ভালবাস না ?"

এখন বল দেখি, সেয়ানা মেয়ে তার কি উত্তর দেয়, তাই বলি পুরুষের মত এমন মামুলি বোকা কি আর আছে। যদি দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলে অমনি চওড়া কালাপেড়ে না পরলে ভাবে বুঝি দুকুল ভেসে গেল। যিনি বাহাত্তুরে তিনি বলেন, আমার প্রায় পঞ্চাশ হলো। যিনি পাঁড় মাতাল তিনি মদ বন্ধ করতে চান।

বিন্দু। হ্যা দিদি তুমি নাকি বেশ ইংরেজি শিখেছ ?

নয়ন। সে এক ভারি কাণ্ড। একদিন দুকুরে একটা কাল কাট পানা মাগী আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত। পায়ে জুতো, মাথায় টুপি, পরনে গাউন। ভাবলাম এ আবার কে ? শুয়ে ছিলাম, উঠে বস্‌লাম, কাছে গিয়ে বল্‌লাম "তুমি কে গা ?"

উত্তর দিল "শিক্ষয়িত্রী।"

আমি। কি করেন ?

"গৃহস্থে মেয়ে ছেলেদের শিক্ষা দি।"

"আমার মত ধাড়ীদের।"

"তাও শেখাই।"

"কি শেখান ?"

"সাহিত্য গণিত।"

আমার আর বয়েস নেই। তুমি ফিরে দেখ। আমার পড়াবার জন্যে পণ্ডিত মশায় নিযুক্ত আছেন।"

"এত বয়েসে পণ্ডিতের কাছে পড়েন ?"

"কি কার ভাই এটী আমার সাংঘাতিক রোগ।"

"কত বেতন দেন ?"

"আমি দিই না তিনি আমায় কিছু কিছু দেন।"

মাগী কি ভেবে বললে "সেলাই টেলাই শিখতে পারেন।"

"সেটা ভাল—আর কিছু ?"

"ইংরাজী শিখ্‌তে পারেন।"

"তাতে রাজি আছি।"

"কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তক পড়তে হবে।"

আমি হেসে বল্‌লাম "সে সব আমার পড়া আছে। বরং এই দেখ রঘু বংশ পড়চি।"

"তা নয় লুক লিখিত সুসমাচার ইত্যাদি।"

"তাতে ফল কি ?"

"ঈশ্বরের উপর ভালবাসা জন্মাবে।"

"ঈশ্বরে না জন্মাক প্রাণে ভালবাসা খুব আছে।"

"এ তা নয় যিশু প্রেম।"

"ও সব কি ভাল ?"

"তোমার যীশু প্রেমে কি ফল।"

"মুক্তি———"

"এই—সে যে কবে তা জানিনে কিন্তু আমার আত্ম প্রেম কেমন জান, সে সত্ত দুঃখ বিনাশিনী সত্ত পাতক সংহন্ত্রি আর সে সুখদা—আর সেই সঙ্গে মোক্ষদা।"

"এখন আপনি কি পড়েন ?"

"রঘুবংশ।"

"তার অর্থ কি ?"

"রঘু মানে রাম—রাম অর্থে বড় যথা রাম ছাগল।"

"আপনি যে কেবল রঙ্গই করচেন। যাই হোক আপনাকে ছাড়্‌বনা। আমি ইংরেজি শেখাব।"

তাই মাগী রোজ ঐ রকমে গাল খেত আর পড়াত।

বিন্দু। ওসব কথা থাক। এখন কি হবে বল।

নয়ন। আমি এখন বল্‌তে পারিনে। মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ আবশ্যক।

বিন্দু। মন্ত্রিটী তোমার ভাল।

নয়ন। ভাল আর কৈ? সব সুখ মিটিয়েছে কেবল এক সতীনের সুখ ছাড়া।

বিন্দু। তোমার সব সৃষ্টিছাড়া।

নয়ন। সত্তি বল্‌চি আমার সে সাধ আছে। শাস্ত্রে বলে তন্মাত্রের অনুভূতি ভিন্ন মোক্ষ হয় না কি জানি আবার ঐটেতে না আটকায়।

বিন্দু। মরণ আর কি।

নয়ন। মরণ কি এখনি হবে। তা নয়, তুমি বললেও নয় না বললেও নয়। আমি একদিন তাকে বলেছিলাম, "হ্যাগা কলকাতায় থাক, টাকা কড়ি পাঠাও—কিন্তু সতীন কটী হলো তা বল্‌লে না ত?"

তিনি বললেন, "সতীনের সাধ আছে নাকি?"

আমি। তা থাক্‌বে না কেন? গোবর জানে তাকে একদিন পুড়তে হবে। আমরা ত সেই গোবরের জাত।

তিনি। তাত বটে, তবে অবস্থা ভেদে একটা তারতম্য হয়। গোবরে আবার ঠাকুর ঘর লেপা হয় তা জানত? আমি হেসে বললাম, "ওমা তবে কি আমি সেই ছোঁচ হাড়ির গোবর। যা পায়ে পায়ে শুকিয়ে যায়, তার চেয়ে ঘুঁটে হওয়া ভাল। কত কুলের নারী যত্ন করে কুড়িয়ে আনে। আদর করে রাখে। তারপর রাঙ্গা হয়ে পুড়ে, মাঠে গিয়ে সার হয়।

মিনসে হেসে বললে, "দুর পাগ্‌লি, ভালবাসা কি সাতটায় হয়? আমি মনে জানি একটাতেও নয়।"

বিন্দু। অমন স্বামীর নিন্দে করিস্‌নে। গেল জন্মে কত পুন্নি করেছিলি তাই অমন স্বামীর আদর পাচ্চিস্‌।

নয়ন। শ্রীমতী নয়নতারা ঠাকুরাণী সে ভাল বাসায় কখন বিশ্বাস করেন না।

বিন্দু। তুই ভাই ভালবাসা জানিস্‌ নে।

নয়ন। ওটা ভাই মিছে কথা। আমি যে তাঁকে কত আদর করে বলি, "এস এস বধু এস আধ আঁচরে বসো।"

বিন্দু। ওটা ভণ্ডামি।

নয়ন। তা নয়। আমি যখন—

রন্ধন শালায় যাই, তুয়া বধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করে কাঁদি।

তবে কি জান দিদি, মনটা যখন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত উড়ে যেতে চায় তখন লাগাম কষি। তাঁকে আদর কত করিলে কত নিশ্বাস ফেলি, জীবন সর্ব্বস্ব আমার বলি—কত কাঁদি—কত নাক ঝাড়ি।

বিন্দু। দুর পোড়ার মুখী এখন বস্‌ আমার কিছু উপায় হবে কি না?

নয়ন। হবে না কেন, তবে সবুর চাই।

বিন্দু। আর?

নয়ন। আর চাই ভণ্ডামি। তারপর যা হয় আমি করবো।

বিন্দু। যা হয় করো দিদি।

নয়ন। কুচ পরোয়া নেই—তাকে বেঁধে এনে তোমার রাঙ্গা চরণতলে ফেলে দেব।

বিন্দু। এই বুঝি কথা?

নয়ন। ঐ ঠিক কথা। তখন চরণ দুখানি যদি কায়দা করে বাড়াতে পার, দেখ্‌বে তোমার পদ সেবায় রত হবে। আর যদি বল তাকি পারি, তা হলেই সব ফাক হয়ে যাবে।

বিন্দু। তোমার কথার ভেতর ঢোকা আমার কর্ম্ম নয়।

নয়ন। ঐ ত ভাই—সুধু আমার বরটী ভাল বললে হবে না, বর সবই সমান। ও এক ছাঁচে ঢালা জিনিস্‌। কেবল কায়দা করে ভাল করে নিতে হয়।

বিন্দু। নিজেটীত সামলেচ, এখন যদি পার আমারটীকে সামলে দাও।

নয়ন। পারি, যদি তুই হাতে হাতে সপে দিস্‌।

বিন্দু। রাজি আছি, কিন্তু হাত যে ধরতে পাইনা।

নয়ন। পাবি লো পাবি। বুদ্ধিটে আঁটা দাঁড়া।

বিন্দু। আঁট দিদি। আমি দাঁড়াইয়েই রইলাম।

সমালোচনা।

শান্তি।—(গার্হস্থ্য উপন্যাস) শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত, ২৩ নং কালিদাস সিংহ লেন হইতে শ্রীযুক্ত অনিলেন্দ্রনাথ সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য বার আনা মাত্র।

নবকৃষ্ণবাবু বঙ্গ সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত সুলেখক; গ্রন্থকারের নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

"শান্তি"—উপন্যাস খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বস্তুতই প্রীতিলাভ করিয়াছি। ভাষা হৃদয়গ্রাহী রুচি মার্জ্জিত। শান্তি উপন্যাসে বর্ণিত নরনারী-চরিত্র বর্ণনে সুনিপুণ গ্রন্থকার যেরূপ লিপিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—সচরাচর সকল উপন্যাসে সেরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা উপন্যাস প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে এই উপন্যাস খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রীতি-উপহার।—শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব পাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত; ২০ নং কানাইলাল ধরের লেন হইতে শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য আট আনা মাত্র।

শুভ-বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয় পরিজন, পাত্র ও পাত্রীকে প্রীতি উপহার দিবার উপযোগী অনেক গুলি উপদেশ পূর্ণ আদর্শ পাঠ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রীতি উপহার পুস্তক খানির সাহায্যে সকলেই স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনের বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি-উপহার লিখিয়া সুখী হইতে পারিবেন। আশা করি সর্ব্বত্রেই পুস্তক খানি সমাদৃত হইবে।

দশাননবধ মহাকাব্য।—শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী প্রণীত। "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রকাশিত; মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

এই মহাকাব্য খানি শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। সম্প্রতি "সাহিত্য-সভা" হইতে কবি "মহাকবি" উপাধিও লাভ করিয়াছেন। ভূমিকায় সাহিত্যসভার অবৈতনিক সম্পাদক রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, মহাশয় গ্রন্থকারের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই মহাকাব্যখানিতে গ্রন্থকার বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দ প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাব্যখানি প্রথম রচনাকাল হইতেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল ও স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ততর্কলঙ্কার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ও কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহোদয়গণ কবিবরের কৃতিত্ব শক্তির শব্দ সম্পৎ ও রচনা নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভূমিকা লেখক পরম পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তির অংশ বিশেষ নিম্নে নিবদ্ধ করিয়া আমাদের মন্তব্যের উপসংহার করিলাম:—"কবিধর শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ বাবুর অসাধারণ প্রতিভা-প্রসূত কবিতাবলী দুঃখ দুর্দিনক্লিষ্ট বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন আনন্দ ও ভাবুকের হৃদয়ে নূতন ভাব ও সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিবে।"

কলিকাতা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৫শ বর্ষ। } ১৩২৪ সাল, আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা।

মাতৃভক্ত।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ।

"মা!" এমন মধুর, সরস, প্রাণের আরাম, হৃদয়ের শান্তি; এমন পবিত্র, সুললিত! এমন প্রাণময়, মনোময়, বদন ভরা নাম, এমন শ্রবণ জুড়ানো সম্বোধন এ বিশ্ব সংসারে কি আর আছে?—না এমন সরল সহজ উচ্চারিত শব্দ জগতে আর সম্ভবপর হইতে পারে? যে শব্দ মানব, অনেক পশু, এমন কি অনেক পক্ষীতেও উচ্চারন করিয়া থাকে, সে শব্দের তুলনা কোথায়? গাভী বৎসের ডাকে, মহিষের ডাকে হাম্বারব, বানর উল্লুক প্রভৃতির আম্বা আম্মা রব, কাকের মোয়া মোয়া রব কে না শুনিয়াছেন? মানব শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক মাস পরেই অন্যের বিনা সাহায্যে, বিনা শিক্ষায়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে, জগত পিতা জগদীশ্বরের নির্দ্দেশ ক্রমে মা বলিতে আরম্ভ করে। কাহাকেও দেখাইতে হয় না, কাহাকেও শিখাইতে হয়

না, শিশু আপনার জননীকে আপনি চিনিয়া লয়, মাকে মা বলিতে আরম্ভ করে। মায়ের পবিত্র ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল দুঃখের, সকল ভাবনার, সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান করে। ক্ষুধায় কাতর হইলে মা, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইলে মা; নিদ্রা যাইবার কালীন মা, ভয়ে আতঙ্কে মা, শোকে অধীর হইলেও একমাত্র সান্ত্বনা মা; আবার অত্যন্ত সুখের সময় আনন্দাশ্রু পতিত হইবার সময়ও মা শব্দ স্বতঃই মানব কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে। যে মা শব্দ এত মধুর,—না জানি সে মা কেমন? যে মা সন্তানের চক্ষে স্নেহের নির্ঝরিনী, সর্ব্ব-দুঃখ-হারিণী সুখদা, করুণাময়ী দেবী, যে নামে সর্ব্বদুঃখ দূর হয়, সে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে যে হৃদয়ে আনন্দ প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে তাহা বলাই বাহুল্য। "ম" শব্দে ব্রহ্ম—"মা" সেই ব্রহ্মের আকার বিশিষ্টা অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ সাকারা মূর্ত্তিই আমাদের মা!!!

জগতের যাবতীয় জাতির মধ্যে ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি; আবার সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে অধুনা বঙ্গীয় হিন্দুগণই অধিক পরিমাণে মধুরতার পক্ষপাতী। জগতের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। "মা" শব্দ প্রাকারান্তরে সকলেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের বাঙ্গালীদের ন্যায় এমন সরল সহজ উচ্চারণ "মা" জগতে আর কোন দেশে কাহাকেও উচ্চারণ করিতে দেখা যায় না। ইংরাজ বলেন, মাদার, লাটীন বলেন, মাটার, ফ্রেঞ্চ বলেন, মায়ার, জার্ম্মাণ বলেন, মাট্টার, সিলোনীরা বলেন, আম্মা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে মাইয়া মাতারী প্রভৃতি বলিয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য দেশবাসীরা অগ্রে বা পশ্চাতে দুই একটি অক্ষর সংযোগ করিয়া মা শব্দ বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিলেও প্রায় কেহই সেই সুমধুর "মা" শব্দের উচ্চারণ হইতে নিস্তার লাভে সমর্থ হয়েন না। অধিকন্তু শৈশবে সকল দেশের শিশুকেই প্রথম "মা" শব্দ উচ্চারণ করিতে দেখা যায়, তারপর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিজ নিজ দেশের ও জাতীয় ভাষার মাদার, মায়ার, মাইয়া, মাতারি উচ্চারণ করিয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশবাসিগণ প্রথম হইতে শেষ নিশ্বাস পতিত হইবার সময় পর্য্যন্ত মা শব্দ উচ্চারণ করিয়া মাতৃনামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া থাকেন। সেইজন্য বঙ্গবাসী মাতৃভক্তি, মাতৃসেবায় মাতৃমূর্ত্তি পূজার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

জগতের সর্ব্বত্রই পুরুষ প্রকৃতির একত্র সমাবেশ। মানবের মধ্যে, পশু পক্ষীর মধ্যে, কীট পতঙ্গ সরীসৃপ প্রভৃতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষ ত বিদ্যমান আছেই,

অধিকন্তু বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও স্ত্রী পুরুষ ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে সকল বৃক্ষ লতা পুষ্পিত ও ফলিত হয় সেইগুলি স্ত্রী জাতীয়, আর যেগুলি পুষ্পিত বা ফলিত না হয় অথবা বিফল পুষ্পিত বা ফলিত হয় সেইগুলি পুরুষ জাতীয়। এই পুরুষ প্রকৃতি বা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরম পবিত্র মাতৃভাব নারী জাতির হস্তে ন্যস্ত, নারীজাতির আয়ত্বাধীন – পুরুষের নহে! "পুরুষ প্রকৃতি অভেদ মূরতি" হইলেও, পিতামাতা হেমময় প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিলেও, পুরুষ জাতি স্বতন্ত্র নারীজাতিও স্বতন্ত্র। সেইজন্য মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব বা মাতৃভাব বা পিতৃভাব দুইটি পৃথক—এক নহে। পুরুষ কঠোর, নারী কোমল; পুরুষ মূর্ত্তিমান অহঙ্কার ক্রোধ, আর নারী মূর্ত্তিমতী স্নেহ, দয়া, করুণা। সেইজন্য স্ত্রীত্বের সহিতই মাতৃত্ব গ্রথিত। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীত্ব লাভ করিলেই তাঁহার অঙ্গে মাতৃভাব স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। নারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতৃভাব বিকসিত হইলেই তিনি সন্তানের জননী হইবার অধিকার লাভ করেন। দুরন্ত শীত ঋতুর অন্তে বসন্ত ঋতুর সমাগমে প্রকৃতি দেবী যেরূপ নবরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, যেরূপ আপনা হইতেই অন্যান্য আনন্দদায়ক মনোরম ঋতু চিহ্ন সকল বিকশিত হয়, সেইরূপ যৌবন সমাগমে নারীজাতিও মাতৃত্বের অধিকারিণী হইলে সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ, দয়া, মায়া, দেব-দ্বিজে ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া থাকেন।

পিতৃভাব, মাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব, ভগ্নীভাব, সখাভাব, সখীভাব, স্বামীভাব; স্ত্রীভাব প্রভৃতির মধ্যে যে মাতৃভাব—মাতৃত্ব শ্রেষ্ঠ তাহা বোধ হয় বারম্বার উল্লেখ নিষ্প্রোয়জন; অধিকন্তু একা নারীতে যে পত্নীভাব, মাতৃভাব, দুহিতাভাব, সখী ভাব প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যেও কি মাতৃভাব শ্রেষ্ঠতম ভাব নয়? মাতৃভাবের নিকট সকল ভাবই পরাস্থ স্বীকার করে। সেইজন্যই জগতে মাতৃভাবের আধার মায়ের আসন সকলের অপেক্ষা উচ্চে।

আজকাল নব্য শিক্ষিত সমাজ নারীজাতি পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বিলাতের সফরিগেট সমাজের ত কথাই নাই, অধিকন্তু আমাদের এই সীতা; সাবিত্রীর দেশেও রমণীগণ পুরুষাধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা নারীজাতির উচ্চ শিক্ষার প্রতিকুলবাদী নহি, আমরা মহিলা সমাজকে সুকুমার কলাবিদ্যা হইতে দূরে রাখিতেও চাহি না, তবে মনে হয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বা পাশ্চাত্য সভ্যতায় সভ্যা হইয়া বিলাস-বৈতরণীতে ভাসিয়া বেড়াইবার পরিবর্ত্তে আমাদের

মাতৃরূপিণী, ভগ্নীরূপিণী, দেবীরূপিণী উচ্চ উদার হৃদয়া মহিলা সমাজ যদি যথার্থ নারী-শিক্ষায় শিক্ষিতা ও মাতৃগুণে বিভূষিতা হইতে সচেষ্ট হয়েন তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হয়, দেশের মহান উপকার সংসাধিত হয়, দেশের যথার্থ উন্নতি হয়।

পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের প্রাচ্য সমাজস্থ রমণীবৃন্দ যদি গ্রাজুয়েট হইয়া অবিবাহিত থাকিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই হিন্দুজাতির জাতীয়-বিশেষত্ব যাহা আমরা বিশ্ব সৃষ্টি হইতে সাদরে মস্তকে বহন করিয়া জগতের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান আছি তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নির্ম্মাতা, দেবালয় প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত ব্রহ্মর্ষি শ্রীযুক্ত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন উপদেশ দান কালীন বলিয়াছিলেন যে, "আমাদের হিন্দুজাতি সকল বিষয়ে (Conservative.) রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়াই আমরা আমাদের বিশেষত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছি, কিন্তু আর বুঝি তাহা থাকে না।" বাস্তবিক কথাটা যথার্থ নহে কি? কত জাতির অভ্যুদয় হইল, কত জাতির নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল কিন্তু হিন্দুজাতি এখনও মরিয়াও মরে নাই, এখনও তাঁহারা আপনাদের বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু যেরূপ দিন সময় পড়িয়াছে, যেরূপ অজানিত ও অতর্কিত ভাবে নানা ব্যাভিচার আসিয়া হিন্দুসমাজকে দলিত করিতেছে, তাহাতে ভয় হয় বৈ কি?—যে পাছে সেই পুণ্যপূত বিশেষত্বটুকু আমরা হারাইয়া ফেলি।

যাক্ আমরা বলিতেছিলাম যে, পরম মঙ্গলময়ের মঙ্গল নির্দ্দেশানুসারে পুরুষ যেমন রমণী হইতে পারে না, তেমনি রমণীও কখনও পুরুষ হইতে পারে না। রমণীর বিশেষত্ব রমণীতে এবং পুরুষে যে পুরুষত্বের আরোপ তাহা তোমার আমার হাত গড়া নহে, তাহা সেই বিশ্ব নিয়ন্তারই সুবিধান। তখন তুমি আমি অর্থে বা পদ মর্য্যাদায় "হামবড়া" হইয়া খেয়ালের বশে যদি রমণীগণকে পুরুষ বানাইতে চাই বা রমণী সমাজ বিলাসমদিরায় বিভোর হইয়া যদি পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, তাঁহারা যদি নিজেদের পবিত্র উচ্চাসন পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের "মঙ্গল-চণ্ডীর মঙ্গলঘট" স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাহা হইলে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। অসভ্য সাওতাল কোল হইতে বর্ত্তমান সভ্যতার আকর ইউরোপীয় সমাজের ভদ্র পরিবারের মধ্যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, গৃহস্থালীর ভার, সন্তান পালন, রন্ধন, পরিবেশন, অতিথি

অভ্যাগতের সেবা যত্ন রমণীগণের উপরেই ন্যস্ত। কিন্তু সেই রমণীগণকে বিপথগামী করা বা রমণীগণের সেই মহৎ-ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষাচারের অনুকরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমরা জানি—স্বীকারও করি যে, স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা না হইলে তাঁহাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর হয় না, তাঁহারা সুজননী হইতে পারেন না—সুগৃহিনী হইতেও পারেন না; কিন্তু সে শিক্ষা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হওয়া? আমাদের রাজরাজেশ্বরী ভারত সম্রাজ্ঞী, শ্রীমতী মেরী, বড়লাট বাহাদুরের পত্নী মহোদয়াগণ বা আমাদের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের পত্নী মহোদয়া কি বি, এ, এম, এ, পাশ—গ্রাজুয়েট? তাঁহারা ত কেহই গ্রাজুয়েট নহেন, তবে কি তাঁহারা যোগ্য স্বামীর যোগ্যা পত্নী নহেন? তাঁহারা কি সু-জননী অথবা সুগৃহিণীও নহেন? তাঁহারা যথার্থ শিক্ষিতা হইয়াছেন, তাঁহারা জননী হইয়াছেন, তাঁহারা গৃহস্থালী শিখিয়াছেন, তাঁহারা সুগৃহিনী হইয়াছেন, তাঁহারা কৃতী সন্তানগণের জননীও হইয়াছেন। আমাদের এই অধঃপতিত দেশেও স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী, স্যার শ্রীল শ্রীযুক্ত গুরুদাসের জননী, বা স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষের জননী মহোদয়াগণ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এম, এ, পি, আর, এস? তাঁহারা স্কুল কালেজের মুখ দর্শন না করিয়াও কি ওরূপ গুণবান পুত্রের জননী হইতে পারেন নাই? জগৎ কি ঐ সকল সুসন্তানগণের প্রতি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন না? সুশিক্ষিতা শব্দের অর্থ সমাজ বিশেষের ব্যর্থ অনুকরণ নহে। সুশিক্ষিতা শব্দের অর্থ সুগৃহিনী হওয়া, লজিক সায়েন্স জিমেট্রিতে মস্তক আন্দোলনের পরিবর্ত্তে শশ্রু শ্বশুরের সেবা, গুরুজনের সেবা, দেব দ্বিজের সেবা, স্বামী সেবা শিক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত কয়েকছত্র মন্তব্য শ্রবণে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি কোন সম্প্রদায় বিশেষের উপর বিদ্রূপ করিবার জন্য ঐ কয়ছত্রের "হাতগড়া" অবতারণা করিয়াছি। ১৭০৫ শকাব্দের ৭ই চৈত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, "নারী জাতীর বিশেষ ভাব" শীর্ষক উপদেশ দান কালীন বলিয়াছিলেন, যে, পুরুষেরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তোমরা (রমণীরা) তাহার অনুকরণ করিও না, পুরুষদিগের সকল কার্য্যে যোগ দিলে কদাচ তোমাদের নারী প্রকৃতির উন্নাত হইবে না। বরং অনেক সময়ে তোমাদের জীবনের দুর্গতি অশান্তি এবং ক্ষতি হইবে। পুরুষদিগের জন্য ঈশ্বর আপনার উদ্যানে যে ফুল সৃজন করিয়াছেন তাহা তোমাদের জন্য নহে; আবার তোমাদের জন্য তাঁহার স্বর্গে যে ফুল

প্রস্ফুটিত রহিয়াছে তাহাও পুরুষদিগের জন্য নহে। অতএব তোমাদের জন্য যে ফুল তাহা তোমরা বাছিয়া লইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা ইহা নহে যে, পুরুষদের মধ্যে যত প্রকার ভাব আছে সকলই তোমরা গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর পুরুষদিগকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন, তাহা কেবল পুরুষদিগের জন্য—তোমাদের জন্য নহে। অতএব কি পিতা, কি আচার্য্য, কি স্বামী, কি ভ্রাতা পৃথিবীতে যাহাদিগের অত্যন্ত শ্রদ্ধা কর, তাঁহারা কেহই তোমাদের নারী প্রকৃতির আদর্শ হইতে পারে না। * * ভ্রাতা ভগ্নী একই উদ্যানে বিচরণ করিতে হইবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে বসিতে হইবে। একই ঈশ্বরের দিকে যাইতে হইবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা যাহাতে অধিক পরিমাণে হৃদয়ের কোমলতা এবং ভক্তি সাধন করিতে পার এই জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশেষ অধিকার দিয়াছেন। * * অতএব স্বামী, পিতা কিম্বা কোন ভ্রাতার অনুরোধে পড়িয়া কেহই পুরুষের কার্য্য করিও না। যাহা তোমাদের কার্য্য, তোমাদের স্বর্গের মাতা ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিয়াছেন, কেবল সেই সমুদয় কার্য্য করিলেই তোমাদের পরিত্রাণ।" দেখুন - বুঝুন— বিবেচনা করুন নারী জাতির প্রতি মহাত্মা কেশবচন্দ্রের কি অমূল্য উপদেশ, মহাত্মা কেশবচন্দ্রও নারীজাতির পুরুষ ভাবের পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি নারী জাতির মাতৃত্ব দেবীত্ব দর্শনেরই ইচ্ছুক ছিলেন।

অনেকের বিশ্বাস—অনেকে বলিয়াও থাকেন যে, ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ নারী মর্য্যাদা অবগত নহেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা অপেক্ষা প্রলাপ উক্তি আর সম্ভবপর হইতে পারে না। ভারতীয় হিন্দু সমাজের ন্যায় আর কোন জাতি নারী মর্য্যাদা জানেন কিনা? অবগত নহি। আমাদের সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র ও বহু পুরাণাদি কেবল মাতৃ পূজারই বিধি ব্যবস্থা মাত্র। আমরা যুবতী কামিনী-গণকে দর্শন মাত্র অভিনন্দন বা তাঁহাদের গাড়ী হইতে অবতরণ কালীন হস্তধারণ পূর্ব্বক সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত নহি, আমরা বয়ঃপ্রাপ্তা রমণীগণকে সামান্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করি না; আমরা রমণী সমাজকে মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠাসন দান করিয়া থাকি। শারদীয়া পূজার নবমীর দিবস ও অন্যান্য ব্রতাদিতে কুমারীগণকে সেই আদ্যাশক্তি-স্বরূপিনী জগত-জননীর অংশ ভাবিয়া পদে স্রক চন্দন দিয়া পূজা করিয়া অর্ঘ দিয়া জোড় হস্তে গললগ্নী কৃতবাসে বলিয়া থাকি,—

"আয়ুর্ব্বলং যশো দেহি ধনং দেহি কুমারিকে।
সর্ব্বং সুখঞ্চ মে দেহি প্রসীদ পরমেশ্বরী॥
নমস্তে সর্ব্বতো দেবি সর্ব্বপাপ প্রণাশিনি।
সৌভাগ্যং সন্ততি দেহি নমস্তেঽস্তু কুমারিকে॥
সর্ব্বাভিষ্ট প্রদে দেবী সর্ব্বাপদ্বারিনী।
সর্ব্বশান্তি করে দেবী নমস্তেঽস্তু কুমারিকে॥"

দীন কুটিরে।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

এ দীন কুটিরে, শীত সমীরে,
মধু মঞ্জীরে কে গাহে গান।
রুদ্ধ করিয়া, বিরহ ভবন,
উঠিছে কাহার করুণ তান।
হ'কনা বিরহ, হয়নি নীরব,
মিলনের মধুঝঙ্কার।
হ'কনা বিষাদ, নাহি অবসাদ,
নাহি শোকবারি হাহাকার।
এ শুধু ক্ষণিক, করুণ গাহনা,
কাহার জন্য জানিনা হায়।
শুধু অভিলাশ, মিলনের আশ,
সুখের প্রভাতি উঠিছে তায়।
ভগ্ন বীণার, ছিন্ন এ তারে,
কে বুঝি আবেগে দিয়াছে টান।
তাই বুঝি এই, দীন কুটিরে,
শীতে বেজে উঠে মাধবী গান॥

ধর্ম্মের ভাব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।

যাহা বিধারক তাহা ধর্ম্ম। যাহা দ্বারা জীব ও জগৎ বিধৃত থাকে তাহা । যাহা অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি রক্ষা পায় তাহা ধর্ম্ম। এই বিধারক, এই য়ামক ধর্ম্ম কি? মনুষ্যত্ব মানবের ধর্ম্ম। গোত্ব গোরুর ধর্ম্ম। স্ত্রীত্ব স্ত্রীর র্ম্ম। এই নিত্য সমবেত, এই নিত্য রক্ষক, এই সংস্থাপক ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করে,—"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।" ধর্ম্ম বেদমূলক। ধর্ম্মের মূলই বেদ। ধর্ম্ম বেদের প্রতিপাদিত। বেদ হইতে আমরা ধর্ম্ম কি জানিতে পারি। বাস্তবিক ধর্ম্ম সৃষ্ট বস্তু নহে। কাহারও দ্বারা ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই। বেদ ধর্ম্মের প্রচারক মাত্র। ঋষিগণ ধর্ম্মের উপদেশক মাত্র। সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র ব্যাখ্যাতা মাত্র। ধর্ম্ম একরূপ সনাতন অপরিবর্ত্তনীয়। যুগে যুগে আচারের পরিবর্ত্তন ঘটে, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন নাই। ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক।

সার্ব্বভৌমিক। সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালেই ভগবদুপাসনা ধর্ম্ম, জনহিত ধর্ম্ম। আপনার পরের প্রকৃত ঐহিক পারত্রিক হিতমাত্রেই ধর্ম্ম। প্রাণিহত্যা ব্যভিচার চিরদিনই অধর্ম্ম।

এই ধর্ম্ম যাহারা আশ্রয় করেন, ধর্ম্ম অবলম্বনে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করেন, অধর্ম্ম কার্য্য করিতে ভয় পান, তাঁহারাই সুধার্ম্মিক।

বলিয়াছি ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। কাল অবস্থা পাত্র ভেদে ধর্ম্ম কোথাও সাম্প্রদায়িকও বটে। সার্ব্বভৌমিক সামান্য ধর্ম্ম। সাম্প্রদায়িক বিশেষ ধর্ম্ম। সামান্য ধর্ম্ম সকলকার পক্ষে একই রূপ। বিশেষ ধর্ম্ম ব্যক্তি ভেদে জাতি ও বর্ণভেদে এমন যে সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অবস্থা ও সময়ের তারতম্যেও ইহা ভিন্ন রূপ।

উপাসনা, পরোপকার, আত্মোন্নতি, সত্য কথন ও দান প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যয়ন অধ্যাপনা সৎপ্রতিগ্রহ যজন যাজন উঞ্ছবৃত্তি প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম।

শুভাদৃষ্ট মাত্রেই ধর্ম্ম। শাস্ত্র বিহিত মহাজন অবলম্বিত পুণ্যকার্য্য মাত্রেই ধর্ম্ম। পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হিতকর সদাচারও ধর্ম্ম। অহিংসা মাত্রেই ধর্ম্ম। ভূতদয়াও ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম ক্রিয়া দ্বারা সাধ্য। ধর্ম্ম পুরুষের গুণ। অদ্রোহ, অলোভ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতিও ধর্ম্ম।

বৃহদারণ্যকে ত্রিবিধ ধর্ম্ম উপদিষ্ট। দেবতাদের জন্য বিশেষরূপে দম—ইন্দ্রিয় সংযম। দানবদের জন্য দয়া—পরদুঃখ দূরীকরণেচ্ছা। মনুষ্যদের জন্য দান (অর্থদান অন্নদান, জলদান ও আশ্রয় দান প্রভৃতি ও দানের মধ্যে)। দম, দয়া ও দান এই তিনটিই মনুষ্যদের জন্য। তবে দানধর্ম্ম কলির দুষ্ট মানবগণের পক্ষে সহজে অনুষ্ঠেয় বলিয়া দান বিশেষ ধর্ম্ম। কলিতে দানই শ্রেষ্ঠ—পুরাণেরও ইহাই উপদেশ।

এই ত্রিবিধ ধর্ম্মোপদেশে বুঝা গেল যে, ইন্দ্রিয় সংযম দেবধর্ম্ম। অর্থাৎ ইহা অতীব কঠিন। এই ধর্ম্ম যাহারা পালন করেন, তাঁহারা দেবতা। ইন্দ্রিয় সংযমেই দেবত্ব। নিষ্ঠুর প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিদের ক্রোধ বড় প্রবল। স্বার্থপরতা পরকে দুঃখ দেওয়া ক্ষুদ্রচেতা দানবধর্ম্মী লোকদের প্রকৃতি। তাহাদের নিকট দয়া বাস্তবিকই বড় রকমের ধর্ম্ম।

এই যে দেবত্ব ইহা মানবদের ভিতর ফুটিয়া উঠে। দানবত্বের বিকাশ ত মানবে পূর্ণ প্রকট। মানবত্ব ও মানবের স্বভাব।

হিতবাদ ধর্ম্মের মধ্যেই। হিতবাদের উপরেও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। কারণ আত্মহিত ও পরহিত ধর্ম্ম। কিন্তু মাত্র হিতকারিতা লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের বিচার করিতে যাইলে অনেক বড় বড় ধর্ম্মও ধর্ম্ম হইতে বাদ পড়িয়া যায়। কারণ কোনটি হিত কোনটি অহিত—ইহার বিচার করিয়া মানুষ সব সমুহ কার্য্য করিতে পারে না। আবার হিতও কখন ভবিষ্যতের গর্ভে প্রচ্ছন্ন থাকে, বিকাশ না হইতেও পারে, সে ক্ষেত্রে তাহাকে আর ধর্ম্ম মধ্যে ধরা গেল না। অনেক কার্য্য আছে যাহা পরলোকে মাত্র হিতকর, সে গুলি ঐহিক হিত হয়ত নাই; তাহা বলিয়া সে গুলিকে কি ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না? চিত্তের প্রশস্ততা সম্পাদক বলিয়া ধর্ম্মের যে এত সুখ্যাতি, সকল সময়ে সে প্রশস্ততা লক্ষিত হয় না। তবে তাহাও কি ধর্ম্ম হইবে না? গঙ্গাস্নানাদি অনেক কার্য্য আছে, যাহার উপকারিতা হয়ত অনেকে জানেন না। হয়ত তাহার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে উপকারক বলিয়া এখনও বোঝা যায় নাই, সে গুলিকে কি ধর্ম্ম হইতে নিষ্কাষিত করিতে হইবে? মহাজন অবলম্বিত সাধুগণ আচরিত পুরুষানুক্রমে প্রচলিত অনেকগুলি পুণ্য কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া আমরা জানি। সে গুলিকেও আমরা ধর্ম্ম বলিতে একান্ত বাধ্য। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। এ

গুহা পর্ব্বতের গুহা নহে। হৃদয়ের নিভৃত স্থানই এখানে গুহা। ধর্ম্ম হৃদয়ের জিনিষ। ধর্ম্ম ধন হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিবার সামগ্রী। জাঁক করিবার জন্য নহে; তথাপি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জাঁকও দরকার হয়। বাহিরে ঢাকঢোল বাজাইয়া জাহিরও করিতে হয়।

কোন কোন পুরাণে ধর্ম্মের উৎপত্তির কথা দেখা যায়,—

সর্ব্ব ব্রহ্মাব্যয়ঃ শুদ্ধ পরাদপর সংজ্ঞিতঃ।
স সিসৃক্ষুঃ প্রজাস্ত্বাদৌ পালনঞ্চ ব্যচিন্তয়াৎ॥
তস্য চিন্তয়তস্ত্বদাদ্দক্ষিণাৎ শ্চেত কুণ্ডল।
প্রাদুর্ভূত পুরুষ য্যত মান্যানুলেপনঃ॥ বরাহ পুরাণ।

এই যে ধর্ম্মের উৎপত্তি, ইহা প্রথম উৎপত্তি নহে। ইহা আবির্ভাব মাত্র। ধর্ম্মের এক একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া যুগে যুগে পৃথিবীর মহোপকার সাধন করে। এই আবিষ্কার, এই আবির্ভাবকে উৎপত্তি নামে ব্যবহার করা যাউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু এই উৎপত্তি প্রথমোৎপত্তি বুঝিলে চলিবে না।

স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং যজনমেব চ।
অকার্পণ্য সনায়াসং দয়া হিংসা ক্ষমাদরঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ত্বং শৌচঞ্চ মাঙ্গল্যং ভক্তিশ্চাতে।
শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোহয়ং মানব স্মৃতঃ॥

বামন পুরাণ।

শাস্ত্র অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য পালন, দান, উপাসনা, অনুষ্ঠান, অকার্পণ্য (ক্ষুদ্রতা, কৃপণতা প্রভৃতি কার্পণ্য) দয়া অহিংসা ক্ষমা এ সকল ধর্ম্ম। জিতেন্দ্রিয়তা, বাহ্য ও আন্তর শুচিতা, মাঙ্গল্য দেবভক্তি এ সকলও ধর্ম্ম।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড ধর্ম্ম প্রতিপাদক। বেদের জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎ পরমধর্ম্ম প্রতিপাদক। ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কর যাহা তাহাই ধর্ম্ম। আত্মজ্ঞান সম্পাদক যাহা, তাহাই পরমধর্ম্ম। তারপরে সংহিতায় ধর্ম্মের লক্ষণ, প্রচার ও প্রণালী প্রভৃতি বিধিবদ্ধ হইল। মনু সংহিতার নাম অনেকেই জানেন, এতদ্ভিন্ন অত্রিসংহিতা বিষ্ণুসংহিতা, হারীত সংহিতা, যাজ্ঞবল্কসংহিতা, উশনাসংহিতা, অঙ্গিরা সংহিতা, যম সংহিতা, আপস্তম্ভ, সংহিতা, কাত্যায়ন সংহিতা, পরাশর সংহিতা, ব্যাসসংহিতা, শঙ্খসংহিতা দক্ষ সংহিতা, গৌতমসংহিতা, আতপসংহিতা ও বশিষ্ঠ সংহিতা আছে। তারপর

অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য লক্ষণ ও প্রণালী কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে তন্ত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহুতথ্য বিধিবদ্ধ আছে।

ধর্ম্ম ভাব ও অনুষ্ঠানাত্মক। ভাবাত্মক ধর্ম্ম অনুশীলন সাপেক্ষ। অনুষ্ঠা-নাত্মক ধর্ম্ম ক্রিয়াসাধ্য। ভাব ভিতরের ধর্ম্ম। অনুষ্ঠান ভিতরের ও বাহিরের ধর্ম্ম। বাহিরের ধর্ম্ম অগ্রে। তবে যাহাতে খাঁটী ভিতরের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে যত্ন লওয়া আবশ্যক। ভাবাত্মক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যাহারা উপরের ধর্ম্মের বীতস্পৃহ, তাঁহাদের অভ্যুদয় নির্ব্বিঘ্ন নহে।

ধর্ম্মের কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান সমাজে প্রচলিত থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রাণ থাকে ভালই, না থাকিলেও ঐ গুলির প্রচলনে ধর্ম্মের উপকার। ধর্ম্মোৎ-সবের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক। ধর্ম্মের নামে একটা সাড়া থাকা আবশ্যক। প্রাণ যদি নাই থাকে, তাহা বলিয়া সাড়াও কি লোপ করিতে হইবে। সাড়া না থাকিলে অস্তিত্বই যে লোকের মনে পড়িবে না। ধর্ম্মের নামে একটা হুজুক একটা জাঁক জমকও ভাল। লোকে সেই হুজুকে মাতিয়া, সেই জাঁকজমকে ভুলিয়াও যদি আসে, তাহাতেও উপকার। ধর্ম্ম হুজুকের মধ্যেও একটি স্পন্দন আনে। জাক জমকের ভিতরেও একটি ভাব ফুটায়।

ধর্ম্মের নামে যাহা হয় তাহা ভাল। মোট কথা, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করাও ভাল। ধর্ম্মের নামে সভা, ধর্ম্মের নামে পুস্তক ধর্ম্মের নামে প্রবন্ধ ভাল। ধর্ম্মের নামই বড়। বিন্দুমাত্র ধর্ম্মও মহাফলপ্রদ। এই ধর্ম্ম নিষ্কামই হউক ভালই। পার-ত্রিক কামনা থাকুক, ঐহিক যশ আকাঙ্ক্ষা থাকুক, তাহাও ভাল। নিষ্কাম ধর্ম্ম আত্মজ্ঞান জন্মিবার উপায়। সাকার ধর্ম্ম ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের নিদান। আবার যদি ধর্ম্ম যশাকাঙ্ক্ষা হেতু অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও ফল আছে। ফলের তারতম্য আছে কিন্তু ধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নিষ্ফল নহে। বহু কুফলপ্রসূ নয়। ধর্ম্মহীন মানবের কি ঐহিক কি পারত্রিক অধোগতি অপরিহার্য্য। ধর্ম্ম-হীন ব্যক্তি পশুর সমান। মানব জন্ম পাইয়া যদি অভ্যুদয় সাধিত না করা গেল, অধোগতিই সাধিত হইয়া গেল, তবে তাহা পশুর মত কার্য্য করা হইল না কি?

মিনতি।

লেখক,—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস।

১

আর নাহি কোন অভিলাষ।
এই মাত্র সুধু চাই—
সারাদিন হা হুতাশে
কাটাইয়া অবশেষে—
এলে (যেন) সাড়া পাই।

২

নিরাশায় ভরিলে অম্বর
আঁখি জলে ভরিয়া নয়ন
মহাশূন্যে না মিশাতে সখা!
মানবের অমূল্য জীবন—

৩

অমানিশা অন্ধকার ভেদি
উঠে যথা তরুণ তপন
তেমতি মিনতি এই পদে
যুগে যেন ও নব কিরণ।

৪

ক্ষুদ্র এক রশ্মি তার, চুম্বিয়া চুম্বিয়া
ডুবি যেন—.
বক্ষ সাধ যামিবে এ বিরহ
বিধুর হিয়া।

ভক্তের ভগবান্।

শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস গোস্বামী বিরচিত।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

ধনপ্রিয়ের বাটীর সম্মুখস্থপথ।

ভিখারীর গান।

দেখিস্ জেগে থাকিস্ মন আমার।
ও তোর খোলা আছে নয় দুয়ার॥
কোন্ পথে চোর আস্‌বে কখন, খবর রাখে কেবা তার
ঘুমুলে (ও ভোলামন) কর্‌বে চুরী লুঠবে পুরী দেখাব
তখন সব আঁধার॥

তিনজন বন্ধুসহ ধনপ্রিয়।

১ম ব। তবেত বড়ই গোলযোগ দেখ্‌ছি। খুড়োর কাছে যদি আর কিছু না পাওয়া যায়, তবেত আর ফুর্ত্তি করাও চল্‌বে না, আমোদ আহ্লাদও হবে না।

ধন। আমোদ আহ্লাদ চুলোয় যাক্, পাওনাদারদের টাকা গুলো না দিতে পার্‌লে তারা ত রাজদ্বারে অভিযোগ কর্‌বে; খরচ পত্র চল্‌বেই বা কেমন করে?

২য় ব। একজন করেছে শুন্‌ছিলাম।

ধন। সত্য নাকি? কে করেছে জান?

২য় ব। কে ঠিক জানিনা, শুন্‌ছিলাম, কে একজন অভিযোগ কর্‌তে যাচ্ছে।

ধন। তাহলে ত কারাগারে নিয়ে যাবে? উপায়?

২য় ব। তোমায় কারাগারে নিয়ে গেলে কি তোমার খুড়ো টাকা না দিয়ে থাক্‌তে পারেন?

১ম ব। আরে সে সব ফিকির ফন্দি তুই একবার হয়ে গিয়েছে, এখন খুড়ো টের পেয়েছে যে ওসব মিথ্যা।

২য় ব। কি রকম, হয়ে গিয়েছে।

৩য় ব। আমিই মিছামিছি পাওনাদার সেজে কারাগারে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করেছি। তারপর ব্রাহ্মণ টের পেয়েছে যে ওসব ফাঁকি।

২য় ব। তবেত আর দেবে না। এ রকম করে খুড়োকে প্রবঞ্চনা করাটা ভাল হয় নি। এখন এ বিপদের সময় কি কর্ব্বে? তিনি দেশের লোকের উপকার করে বেড়ান, আর তোমার বিপদে কি স্থির থাকতে পারবেন?

ধন। খুড়ো কি জানতে পারতেন, সত্যকাকাই ত তাঁর চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে। উনি আমার পরম শত্রু; যত কুপরামর্শ উনিই ত দেন। আজ রাজার কাছে ত উনিই নিয়ে যাবেন।

৩য় ব। আমি যা বলি শোন। তোমার খুড়োকে আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সত্য কাকাকে শেষ করে ফেলা যাক্।

ধন। তা পারবনা, কাকা আমাকে ছেলের মত স্নেহ করেন। তাঁর অমঙ্গল কামনা মনেও করতে পারব না।

৩য় ব। তবে এক কাজ কর, তোমার কাকা বেরিয়ে গেলে, তোমার খুড়োকে নিকেশ করে টাকাকড়ি যা পাও নিয়ে এস।

(প্রথম ও দ্বিতীয় বয়স্য পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িলেন, এমন সময় সত্যপ্রিয় সেই পথ দিয়া ব্রাহ্মণের বাটীর অভিমুখে গেলেন)

ধন। চুপ্, ঐ সত্য কাকা আস্‌ছেন।

(সকলের নীরব, সত্যপ্রিয় অদৃশ্য হইলে)

৩য় ব। কেমন? রাজি আছ ত?

ধন। তা, তা বরং রাজি আছি; (সকলের প্রতি) কি বল?

১ম ব। আমি বলি কি, এক কাজ কর, যখন তোমার খুড়ো এই পথ দিয়ে যাবেন, তখন পিছনে দু তিনটা হেঁচে ফেল্‌বে আর একটা খালি কলসি এনে বাড়ীর সমুখে দাও, তোমার খুড়োকে জানত, অযাত্রা দেখ্‌লে আর যাওয়া হবেনা।

ধন। এ পরামর্শ নেহাত মন্দ নয়, তবে আমাদের দেখ্‌লে সত্যকাকা বল্‌বেন, যে এরা পরামর্শ করে, মিছামিছি হাঁচ্‌ছে, আর কলসি রেখেছে।

১ম ব। আর আমরা কলসিটে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে থাকব, ওঁদের সাড়া পেলে হাঁচব।

ধন। বেশ, তাই করে দেখা যাক। আজ ত যাওয়া বন্ধ হক।

১ম ব। আর একটা ছাগল রাখ্‌তে পার্‌লে আরও ভাল হয়, ছাগলটা ভারি অযাত্রা।

ধন। সময় হয়ে এল, এইবেলা দেখি, যাপারি জোগাড় করে আনি।

(প্রস্থান)

৩য় ব। আমি সোজাপথ দেখালাম, তা নয়, তোমাদের যত হাঙ্গামা বইত নয়। আরে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কি হবে? গেলেই বা তার কাছে; সেকি ছেলে বাঁচাবে? তার ত ভারি ক্ষমতা, জরাসন্ধের ভয়ে এখানে এসে লুকিয়ে আছে।

২য় ব। না হে না, তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই, মথুরার ব্যাপারটা শুনেছ ত? এত বড় মামা কংশরাজা, তাকে কি করে মারলে তার পর ——

৩য় ব। হাঁঃ, গায়ে জোর থাক্‌লে সবাই মারতে পারে, কংশকে মেরে বল্‌লে ও আমার মামা ছিল। নইলে রাজা পায় না; ও হলো গোয়ালা আর কংশ হল অসুর, বলে দিলে মামা। হাঁ ফন্দিবাজ বটে, মথুরায় এসেই আগে বসুদেবকে আর দেবকীকে হাত করে নিলে, তারপর রাজা হওয়া সোজা হয়ে গেল। তা এখানে ওসব ফন্দি খাট্‌ছেনা, বড় শক্ত ব্যাপার।

(ছাগল ও কলসি লইয়া ধনপ্রিয়ের প্রবেশ ও ছাগল বাঁধিয়া এবং খালি কলসি রাখিয়া দিল।)

১ম ব। বস্ ঠিক হয়েছে, চল, আমরা বাটীর মধ্যে যাই।

(সকলের বাটীর মধ্যে প্রবেশ)

(এমন সময় দুই তিনটী বালকের প্রবেশ)

১ম বালক। ওরে, একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে রে, এখানে ত কেও কোথাও নেই, চল ছাগলটাকে নিয়ে পালাই। আজ খুব খাওয়া দাওয়া হবে।

(ছাগল লইয়া প্রস্থান, পরে দাসীর প্রবেশ)

দাসী। এখানে খালি কলসিটে কে ফেলে গেল, কে এখনই নিয়ে যাবে, যাই এক কলসি জল নিয়ে আসি। (কলসি লইয়া প্রস্থান)

(সত্যপ্রিয় ও ব্রাহ্মণের প্রবেশ অন্যদিকে দাসীর জলপূর্ণ কলস লইয়া প্রবেশ)

সত্য। শুভযাত্রা হরির দয়া পূর্ণকুম্ভ, নারী—

ব্রাহ্মণ। চুপি চুপি চল, ধনপ্রিয় না জান্‌তে পারে, আবার কি বিভ্রাট ঘটাবে।

সত্য। হরি দর্শনে যাচ্ছি, কোনও বিঘ্ন কি ঘটাতে পারে?

(ধনপ্রিয়ের বাটী অতিক্রম করিলেন, দাসীও কলসি লইয়া বাটী প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় সঙ্গীগণসহ ধনপ্রিয় বাহির হইয়া দাসীকে জল লইয়া আসিতে দেখিয়া)

ধন। (সরোষে) তোকে জল আন্‌তে কে বল্লে?

দাসী। খালি কলসিটে দরজায় পড়েছিল, কে নিয়ে যেত, এক কলসি জল আন্‌লাম, কি অমন্দ কায করেছি?

ধন। ওরা পূর্ণ কুম্ভ দেখ্‌লে?

দাসী। দেখ্‌লে তা কি হলো?

১ম ব। আরে ছাগলটাকে নিয়ে গেল কে?

(ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ ও সত্যপ্রিয় দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেলেন)

ধন। তাইত? ছাগলটাও গেল দেখ্‌ছি যে—

১ম ব। কই হাঁচ্‌লে না? ওরা চলে গেল যে?

৩য় ব। আর হেঁচে ছাই হবে। আমি যা বলি শোন। চল এই বেলা গিয়ে তোমার খুড়ীকে নিকেশ করে দিইগে। সে বাড়ীতে একা আছে, তাকে শেষ করে যা পাও নিয়ে এস।

২য় ব। আমি তাতে নেই। এর পর রাজরোষে পড়ে কি সপরিবারে মারা যাব?

১ম ব। ঠিক বলেছ, আমিও ও পথে যাচ্ছিনা বাবা, (২য় বয়স্যের প্রতি) চল আমরা সরে পড়ি।

(উভয়ের অন্তরালে প্রস্থান)

ধন। ওরা চলে গেল য।

৩য় ব। যাক্ ওরা, চল তোমার খুড়ী একা বাড়ীতে আছে, দুজনেই খুন করে রেখে আসি, তাহলে এক রকম নিশ্চিন্ত, উপস্থিত টাকা কড়িও পাবে, পরে বিষয়টাও হাতে আস্‌বে।

ধন। টাকা ত চাই, তা যেমন করে হক। শিষ্যদত্ত টাকা গুলো আমি খরচ করে ফেললাম আর কাকা ভোগ করবে? তা হবেনা। চল যাই। একলা আছে, একলা আছে, কাকা বাড়ী নেই—চল, চল যাই।

১ম ব। ওকি কাঁপ্‌ছ কেন?

ধন। না, কিছুনা, চল।

(উভয়ে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় সম্মুখ দিয়া রক্ষিদ্বয় সহ উত্তমর্ণ বণিকের প্রবেশ)

উ বণিক। এই ধনপ্রিয় ব্রাহ্মণ, ধর একে?

১ম রক্ষি। (ধনপ্রিয়কে ধরিয়া) তুমি ধনপ্রিয়?

(৩য় বয়স্য ইত্যবসরে সরিয়া পড়িল)

ধন। অ্যাঁ—অ্যাঁ—আ—না—

১ম রক্ষি। রাজাদেশে তুমি বন্দী—

(ধনপ্রিয় এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া)

ধন। কই হে কোথা গেলে?

(১ম ও ২য় বয়স্য প্রবেশ করিয়া)

১ম ব। তোমার সে বন্ধুটি সরে পড়েছেন, যে এমন কুপরামর্শ দিতে পারে সে কখনও কারও প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। যে বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সে কথা যাক, এখন কি কর্‌তে হবে বল। তোমার স্ত্রীকে আর কাকাকে সংবাদ দিতে হবে?

ধন। হাঁ ভাই, আমি জন্মের মত চল্‌লাম, কাকাকে বলো। আমি আমার পাপের ফল ভোগ করতে চল্‌লাম, যেন ক্ষমা করেন।

১ রক্ষি। চল—আর কথা কইবার সময় নেই।

পট ক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রুক্মিণীর মন্দির—রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণ।

রু। অনেক দিন সখা পাঞ্চালীকে আর ভদ্রাকে দেখিনি। তারা আর এমুখোও হয় না দেখেছ!

কৃ। তোমার তাদের দেখ্বার সাধ হয়েছে ? তারা শীঘ্রই আস্‌বে।

রু। তারা এখন হঠাৎ আসবে কেন ?

কৃ। এই বললে তোমার তাদের দেখ্বার সাধ হয়েছে ; তোমার ইচ্ছা হয়েছে তাই আসবে।

রু। নাঃ এর ভিতর আরও কিছু কথা আছে—

কৃ। আছে নাকি ? কি কথা বল দেখি ?

রু। তোমার মনের কথা আমি বলব ? তোমার খেলা ব্রহ্মাণ্ডের এমন কেও আছে যে বুঝ্‌তে পারে ? আমি কোন ছার ?

কৃ। তুমি কোন্ ছার ? তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী (দূরে নারদের গীত) ঐ শোন নারদ আস্‌ছে—

(নেপথ্যে গীত)

নমো ভব ভয় ভঞ্জন, ভকত রঞ্জন, অঞ্জন গঞ্জন বরণ ধারী ।
নমঃ কলুষ নাশন, অনাথ শরণ, দৈত্য নিসূদন দর্পহারী ॥

রু। ওঃ এত কাণ্ড হচ্চে ? আমি তখনই বুঝেছি, একটা কি গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত।

(নারদের প্রবেশ ও গীত)

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ অঙ্কিত চরণে, করোনা বঞ্চিত জীবনে মরণে,
মায়ামোহ পাশ, করহে বিনাশ, ওপদ বিপদ ভয় বারী।

নারদ। (গীতান্তে) লক্ষ্মীনারায়ণ চরণে প্রণাম।

কৃ। এস নারদ ! তোমাকে স্মরণ করেছিলাম।

নারদ। তাই দাস উপস্থিত। এখন একবার দেবরাজের কাছে যেতে হবে, এই কথা ত না আর কিছু ?

কৃ। তুমি অন্তর্যামী, বুঝতেই ত পেরেছ।

নারদ। হাঁ, অন্তর্যামী বটে, কিন্তু সেটা অন্যের কাছে, তোমার পেটের কথা ঠাকুর ! আমার বাবারও সাধ্য নেই যে বুঝে ওঠেন।

রু। তবুও আপনি বুঝে বলেছেন দেখছি !

নারদ। এটা অপোগণ্ড শিশুতেও যে বুঝতে পারে দেবি ! এ সেই পারিজাত ফুল ! এখন বুঝেছেন কি ? আমি তখনই বুঝে ছিলাম।

রু। ও, সেই ফুলটা আমাকে দেওয়ার জন্য সত্যভামা অভিমান করেছে বুঝি ? তাই আরও ফুল চাই। ফুলটা আমাকে দিয়ে একটা গোলযোগ বাধাবার কি প্রয়োজন ছিল ? আমি তখনই ত বলেছিলাম ওটা সত্যভামাকে দাও। যত আমি গণ্ডগোল ভালবাসি না, উনি ততই গণ্ডগোল ডেকে এনে বাধাবেন।

কৃ। আমি কি গণ্ডগোল ইচ্ছে করে বাধাই ? কোত্থেকে গণ্ডগোল আপনি এসে উপস্থিত হয়।

রু। পায়ে হেঁটে ?

নারদ। মা লক্ষ্মী ! ওঁর চক্র ঘুরে ঘুরে গোল করেই বেড়ায় বইত নয়। এই দেখুন না কার সর্ব্বনাশের ফন্দি হচ্চে।

রু। কার সর্ব্বনাশ ? সর্ব্বনাশ ত করছেনই, দয়া নেই, মমতা নেই, আত্মপর নেই, যে দরিদ্র, যার কেও নেই, হয় ত অন্ধকারময় জীবনে একটি মাত্র ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে জীবন কাটাচ্চে, তার সেই ধ্রুবতারাটিকেই সরিয়ে নিচ্চেন, ছি ? এখন আবার কার সর্ব্বনাশ হবে।

নারদ। ইন্দ্রকে ত প্রথমেই শাসন করতে হবে দেখ্‌ছি, তারপর আর কেও এর ভেতর আছেন কিনা—কি করে বুঝব ?

রু। কি রকম শাসন হবে ? ইন্দ্রের অপরাধ ?

নারদ। এমন কিছু নয়। ইন্দ্রের গর্ব্বটা একটু খাট করে দেবেন।

কৃ। বুঝেছি, এ আর এক দর্প চূর্ণ করার পালা। বলি প্রভু ! লোকের একটু অহঙ্কার, একটু তেজ, একটু গর্ব্ব না হয় হলোইবা। তুমি যাকে বড় করেছ, সেই ত গর্ব্ব করে। তাতে আবার তোমার মাথা ব্যথা করে কেন ? কেন ? তাকে কষ্ট দিয়ে, তাকে খাট করে, তবে নিশ্চিন্ত হও। যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ তোমার ঘুম হয় না। বড় করাই বা কেন, আর খাট করে কষ্ট দেওয়াই বা কেন ? তার চেয়ে বরং বড় না করাই ভাল। বড় হয়ে ছোট হলে লোকের যে কষ্ট হয়, যে ছোট তার সে কষ্টের শতাংশের একাংশও হয় না।

কৃ। তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী, তোমাকে এ কথাটা বোঝাতে হবে ? বেশ, শোন তবে। অহঙ্কারই পতনের মূল সেটাত বেশ জান, তোমারই দৃষ্টি ত তার উপোর থেকে আগে সরে যায়।

রু। তা যাবে না? যে দর্প করে, পরের উপর দম্ভ ভরে অন্যায় আচরণ করে, আমি তাকে দেখ্‌তে পারবই না ত। আমি কি সেখানে থেকে অত্যাচার চখে দেখ্‌তে পারি॥

কৃ। বেশ কথা; তবে যে আমার বড়ই প্রিয়, বড়ই অনুগত, বড়ই ভক্ত, তাকে নষ্ট হতে দিতে পারি কি? জাননা কি যে আমি আমার ভক্তকে বুকদিয়ে রক্ষা করি, ভক্তকে আমার চেয়েও বড় করি; কাযেই তার তেজ, তার দম্ভ, তার দর্প হবার উপক্রম হতে দেখলেই একটু সাবধান হতে হয়। এমন ব্যবস্থা কর্‌তে হয়, যাতে তার চটকা ভেঙ্গে যায়।

নারদ। এমন কি যাতে তার সর্ব্বনাশ হয়, তার দর্প করবার কিছুই না থাকে, এমন ব্যবস্থাটাও কর্‌তে হয়।

কৃ। হাঁ, অবস্থা মত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তাই করতে হয়, নইলে আমি তাকে ছাড়্‌তে পারি কি? আমি যে ভক্তের ভগবান্ নারদ! তুমি কি তা জাননা? সব গর্ব্ব অল্পে অল্পে খর্ব্ব করি, তার ভাগ্য ভাল।

রু। যা ভাল বোঝ, তাই কর, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব কি? বল্‌বে?

কৃ। আপাততঃ কার কার দর্প চূর্ণ হবার উদ্যোগ হচ্চে? এই না?

রু। তোমার বেশ বুদ্ধি আছে ত দেখ্‌ছি, আমার মনের কথা বুঝে নিয়েছ

কৃ। তাই নাকি? বুদ্ধি আছে? বেশ তোমার কেমন বুদ্ধি আছে দেখি, তুমি আমার মনের কথাটা বুঝে নেও দেখি।

রু। যা, কেও কখন পারে নি, আমি তাই পার্‌ব? তবে এক্ষেত্রে বোধ হচ্চে হয় ইন্দ্রের না হয়—

কৃ। না হয়—কার?

রু। সত্যভামার নয় ত?

নারদ। হয়ত দুজনেরই।

কৃ। সর্ব্বনাশ! তবে তুমি একটা বিষম কাণ্ড বাধাবে দেখ্‌ছি।

নারদ। আয়োজনটা দেখে বুঝ্‌ছেন না দেবী! দুজন ছেড়ে ক'জনের উপর পড়ে কে বল্‌তে পারে। ওঁর চক্র উনিই জানেন।

রু। জানুন, আমার এর মধ্যে থাকা ভাল নয়; শেষে আমাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে। (প্রস্থান)

নারদ। লক্ষ্মী ত গণ্ডগোলের ভয়ে সরে পড়্‌লেন, এখন এ গণ্ডগোল থেকে অধীনকে নিস্কৃতি দিলে হয় না? প্রভু! একে ত আমার একটা দুর্নাম আছেই। সবাই বল্‌বে নারদই এই গণ্ডগোল বাধালে অথচ আমার কোন দোষ নেই।

কৃ। না, গণ্ডগোল কিছুই নেই, একটা কথা দেবরাজকে বলা, আর কিছু নয়। তিনি কি উত্তর দেন জেনে আসা।

নারদ। বুঝেছি, আমার নিষ্কৃতি নাই। ভাল, অনুমতি করুন কি বল্‌তে হবে? কতগুলি পারিজাত চাই?

কৃ। না, না, ফুল নয়, সেই বৃক্ষটি চাইতে হবে।

নারদ। একেবারে গাছ! ঠিক কথাই ত, ফুল একটা ছেড়ে পাঁচটা চাই-লেও ত গোল বাধিবার কথা নয়—হাঁ, আমারই ভুল হচ্ছিল বটে, তা দেবরাজ দেবেন না, এই কথাটা তাঁর মুখ থেকে শুনে এসে আপনাকে বলতে হবে? আর কিছু আছে।

কৃ। আহা! তুমি মন্দটাই আগে ভেবে নেও কেন? তিনি আমার জ্যেষ্ঠ, আর আমি তাঁর কনিষ্ঠ—

নারদ। তাই আগেই তাঁর মুণ্ড পাতের ব্যবস্থা হচ্ছে—

কৃ। আমার কথাটা শেষ কর্‌তেই দাও না। তিনি আমায় যেরূপ স্নেহ করেন, তাতে আমার যাতে মনঃকষ্ট হয়, তা কি তিনি করবেন? তুমি বলো, যে তাঁর বধু সত্যভামা একটা ব্রত করবে, তারই ফুলের জন্য কল্পতরুর প্রয়োজন, গাছটা না দিলে আপনার ভ্রাতার মনঃকষ্ট হবে, তাহলেই তিনি তৎক্ষণাৎ গাছটা দিতে পারেন।

নারদ। আর তিনি যদি বলেন, 'যে ব্রতের জন্য ফুলেরই ত প্রয়োজন, গাছ কি হবে? যত ফুল প্রয়োজন দিচ্চি?'

কৃ। আঃ তিনি কি বলবেন, তা তোমার আন্দাজ করে ঝগড়া বাধাতে হবে না। তুমি গাছটা চাও গিয়ে, তাহলেই হবে।

নারদ। বেশ। আমার ঝগড়া বাধাবার প্রয়োজন কি? আমার সে স্বভাবই নয়, তা লোকে যাই বলুক। তিনি যা বলবেন, তা শুনে এসে আপনাকে বলব এইত?

কৃ। হাঁ, একেবারে গাছটা নিয়েই আস্‌তে পার।

নারদ। সোজা কায, আর আমার মাথায় কড়্ কড়্ করে বজ্র এসে পড়ুক,

আমি ছট্ ফট্ কল্‌তে থাকি। তার চেয়ে বল্‌ব, যে নারদিলে বৈকুণ্ঠ-নাথ এসে বল পূর্ব্বক নিয়ে যাবেন।

কৃ। ছি, ছি, বিবাদের কথা উত্থাপন করোনা। আমি কনিষ্ঠ, তিনি যদি মুখেও বলেন 'দেবনা,' আর আমি স্বয়ং গিয়ে গাছটা তুলে আনি, তাহলে কি তিনি আমার প্রতি বল প্রয়োগ কর্‌বেন?

নারদ। হুঁ আমিও ত তাই বলছিলাম, যে তিনি সহজে না দিলে প্রভু স্বয়ং গিয়ে তুলে নিয়ে আস্‌বেন, আর তিনি তাতে বলপ্রয়োগ কর্‌বেন না, তাঁর সেটা স্নেহ বশে, না ভয়ে? সেটা শুন্‌তে পাইনা?

কৃ। আহা কি বিপদেই পড়লাম। বিবাদের কথাটাই তোমার মনে আসে কেন? ঐ জন্যই ত লোকে তোমায় দোষে। যাও, আমি যা বল্‌লাম, তাই দেবরাজকে বল গিয়ে. তিনি কি বলেন জেনে এস।

নারদ। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। বলা হবেনা যে, গাছ না দিলে প্রভু বল পূর্ব্বক দিয়ে যাবেন, বলতে হবে যে প্রভু এসে তুলে নিয়ে যাবেন, আপনি কিছু বলতে পারবেন না এই ত?

কৃ। হা, এই। মনে না থাকে কণ্ঠস্থ কর্‌তে করতে যাও।

নারদ। যে আজ্ঞা, বিদায় হই, প্রণাম। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর।

ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী। ঠাকুর এত মহৎ! স্বহস্তে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য দিয়ে পূজা কর্‌লেন? তারপরে——

ব্রাহ্মণ। আমি সব কথা নিবেদন করলাম, তিনি বল্‌লেন, "ভয় নাই এবার যথা সময়ে সংবাদ দিবেন আমি স্বয়ং যাব।"

ব্রাহ্মণী। আর ভয় নাই তবে? এমন দয়াময় ঠাকুরের কাছে তুমি যেতে চাইছিলে না?

ব্রাহ্মণ। আমার কি যাবার অনিচ্ছা ছিল। একাধারে রাজদর্শন, বিষ্ণু দর্শন, একেবারে দ্বারকানাথ বৈকুণ্ঠনাথের চরণ দর্শন করতে কি আমার অনিচ্ছা! কি করি, ধনপ্রিয় যে বড়ই বক্র হয়ে ছিল। জল আর স্নেহ যে সততই নীচগামী। তার মনে ব্যথা দিয়ে পা বাড়াতে পারলাম। ঐ যে সত্যপ্রিয় আসছে —

(সত্যপ্রিয়ের প্রবেশ)

সত্য। দাদা! আর শুনেছ?

ব্রাহ্মণ। কি?

সত্য। ধনপ্রিয় বউ ঠাকরুণকে বধ করতে আসছিল।

ব্রাহ্মণী। ওমা কি হবে? ওঁর এত প্রিয় ধনপ্রিয়ের এই কায!

ব্রাহ্মণ। সত্য নাকি? তোমাকে কে বললে সত্যপ্রিয়?

সত্য। যারা সেখানে ছিল, যাদের সহায় হতে ডেকেছিল, যারা স্ত্রী হত্যার ভয়ে পালিয়ে ছিল, তারাই বলেছে। এখন গ্রাম শুদ্ধ সকলের মুখেই শুন্‌তে পাবে।

ব্রাহ্মণ। ওঃ! ধনপ্রিয়ের এত অধঃপতন হয়েছে। সত্যপ্রিয়! এখনও যে রাতের পর দিন, দিনের পর রাত হচ্ছে, জননী পুত্রকে পালন কর্‌ছে! ওঃ, এ সংবাদ অশনি সম্পাতের চেয়েও দারুণ। তারপর, এলনা কেন? চৈতন্য হল বুঝি? অনুতাপ হল। হবারই ত কথা। মুখে হাজার বল্‌লেও কাযে কি তা করতে পারে? ক্রোধ ভরে, অভিমান ভরে, মুখে বলে থাক্‌তে পারে, কিন্তু হাত পা উঠ্‌বে কেন?

সত্য। না, তার অনুতাপ হয় নি। রাজাজ্ঞায় বন্দী হয়েছে বলে আসতে পারেনি।

ব্রাহ্মণ। (সোদ্বেগে) রাজাজ্ঞায় বন্দী হয়েছে! কেন, কেন?

সত্য। এক বণিকের টাকা ধার করেছিল, শোধ দিতে পারে নি। সেই রাজদ্বারে অভিযোগ করে বন্দী করিয়েছে।

ব্রাহ্মণী। আপদ্ গেছে। নইলে কোন্ দিন তার হাতে অপমৃত্যু হত। ভগবান রক্ষা করেছেন। তার কর্ম্মফল সে ভুগুক। সত্যই এখনও দিন রাত হচ্ছে, সৃষ্টি লোপ পায় নি।

ব্রাহ্মণ। কত টাকা পাবে সে বণিক?

ব্রাহ্মণী। যতই পাক্, তোমার সে কথায় কায কি ? তুমি এক কড়া কড়িও দিতে পার্‌বেনা।

ব্রাহ্মণ। না, তাই—জিজ্ঞাসা করছি—ঐ যে কে আস্‌ছে ? বউমা না ? আহা বাছার কি মনঃকষ্ট ! সতী সাধ্বী নারী অপাত্রে পড়লে কতই কষ্ট পায়।

ব্রাহ্মণী। তুমি তার কি কর্ব্বে ?

(ধনপ্রিয়ের স্ত্রীর প্রবেশ ও ব্রাহ্মণের পদতলে পতন)

ব্রাহ্মণ। (বাস্পগদগদ্ স্বরে) মালক্ষ্মী ! ওঠ, আমাদের ঘরে পড়ে বড়ই কষ্ট পেলে মা !

বধূ। (গদগদ স্বরে) কাকা ! এ যাত্রা রক্ষা করুন।

সত্য। কয়েক বারই ত রক্ষা কর্‌ছেন মা ! তার ত চৈতন্য হল না।

বধূ। সে সকল বারে মিথ্যা দায়, এবার সত্যই বন্দী হয়েছেন. আর এমন কায হবে না। আপনার সন্তান, আপনি শাসন করবেন।

ব্রাহ্মণী। উনি শাসন করবেন। সে ত আমাকেই হত্যা করতে যাচ্ছিল।

বধূ। (ব্রাহ্মণীর চরণ ধরিয়া) খুড়ী মা ! সে আপনার সন্তান, মা সন্তানের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন।

ব্রাহ্মণী। আর সন্তান মাতৃহত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না ? চমৎকার বিধি।

বধূ। (কাতর স্বরে) খুড়ী মা। আমাদের মা বাপ নেই, আপনারাই সব।

ব্রাহ্মণ। সত্যপ্রিয় ! আরও একবার দেখি, কারাগারে অনশনে প্রাণ যাবে। পিতার বংশে ত আর কেও নাই। পিতৃ পুরুষকে এক গণ্ডুষ জলের আশারও বঞ্চিত করব ?

ব্রাহ্মণী। এবারে তোমারই প্রাণ যাবে।

ব্রাহ্মণ। কেও কাকেও মারতে পারে না ব্রাহ্মণি ! সবই ভগবানের হাত। তিনি যাকে রক্ষা করেন. কার সাধ্য তার কেশ স্পর্শ করে ? আর তিনি মারলে কেও রক্ষা করতে পারে না। যে হাতে করে মারে সে উপলক্ষ মাত্র। যাও মালক্ষ্মী ঘরে যাও, আমি দেখ্‌ছি। চল সত্যপ্রিয়, একটা ব্যবস্থা করি গিয়ে।

ব্রাহ্মণী। আবার টাকা দিয়ে উদ্ধার করবে ? তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

ব্রাহ্মণ। কার টাকা ? কে কাকে দেয় ? এই যে লোকে প্রাণপণ করে, শঠতা প্রবঞ্চনা করে, দস্যুবৃত্তি করে, অর্থ উপার্জ্জন করে, তার কটা টাকা সে নিজের উদরে দেয় সবইত পত্নী, পুত্র, কন্যা অথবা অপরকে দিয়েই যায়। তবে কারও উপকার করে ব্যয় করলেই অর্থের সার্থক হয়। চল সত্যপ্রিয় !

ব্রাহ্মণী। যা ভাল বোঝ কর। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

ইন্দ্রালয়।

ইন্দ্র, বৃহস্পতি, দিক্‌পালগণ ইত্যাদি।

(অপ্সরা গণের গীত)

আশোয়ারি।

উজলি অম্বর, দেব পুরন্দর, বিচিত্র ধনুধরি ভাতিল।
বাদি এ বাদনে ত্রিদিব মাতিল।
জলদ আসনে জলদ বরণ, বিশাল বজ্র বিকট স্বনন,
চমকে চপলা ঘন ঘন ঘন, বামে শচী সতী শোভিল॥

যম। নিহত নরকাসুর কেশবের করে
নিবদ্ধ তাহার আত্মা আমার আলয়ে
ধন্য বটে বীর বর, নরদেহ ধরি
নাশিয়া নরকে করে স্বর্গ নিষ্কণ্টক—

ইন্দ্র। কৃতী চক্রপাণি মানি. অনুজ আমার
তুষিতে আমারে হরি নাশিল নরকে।

(দূরে নারদের বীণাশব্দ)

আসিছে নারদ পুনঃ ! কি সংবাদ লয়ে ?

শচী। তাইত ! দেবর্ষি এর মধ্যে পুনর্ব্বার আসছেন যে ? কথা ভাল নয় বোধ হচ্ছে।

ইন্দ্র। বৃথা শঙ্কা দেখি তব।

(গান গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

কীর্ত্তন।

ভকত ভাবন, পতিত পাবন পরম কারণ, পরমেশ।
কলুষনাশন, বিহগ আসন, অধম তারণ, ভুবনেশ।
ভব ভাবনা ভার কাতর ত্রাতা, সংসার সঙ্কটে সমসুখ দাতা—
বন্ধন মোচন কারণ বিধাতা, ভূভার হরণে হরি ধৃত বহুবেশ।
আদিত্য মহর্ষি বাঞ্ছিত চরণ, কমলা সেবিত সেবক শরণ,
শ্রীবৎ লাঞ্ছন, বিপত্তি হরণ, হৃদয় বিহারি হরি হৃষিকেশ—
মামতি পামর দীনহীন জনে, ভুলনা ভবেশ রেখ শ্রীচরণে,—
ক'রোনা বঞ্চিত চরণ স্মরণে, না চাহি জীবনে আনসুখ লেশ।

শচী। (প্রণামান্তর) স্বাগত দেবর্ষি? সব কুশল ত?

নারদ। ইন্দ্র শাসিত স্বর্গে, আর উপেন্দ্রাধিষ্ঠিত মর্ত্তে অকুশলের সম্ভাবনা কোথায়? ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সদ্ভাব যতদিন থাকবে, ততদিন ত্রিভুবন নিষ্কণ্টক থাকবে।

ইন্দ্র। কেশবের সনে অকুশল সম্ভাবনা
কোথা স্বায়ম্ভুব: অনুজ আমার হরি।
স্নেহপাশে বাঁধা সে আমার চির দিন,
তাহারে অদেয় মোর কি আছে ত্রিলোকে?

নারদ। (হাসিয়া) দেবরাজ বড়ই সুখের কথা বটে, তাহলে আর বিদ্রোহের সম্ভাবনা কোথায়?

ইন্দ্র। (সসন্দেহে) কে বলিল, বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে?
সূচনা তাহার কিছু দেখেছ দেবর্ষি।

নারদ। না তা আর কেমন করে থাকবে? যখন তাঁর সকল প্রার্থনাই আপনি পূর্ণ করতে প্রস্তুত, তখন ত গোল মিটেই গেছে।

ইন্দ্র। প্রার্থনা কি আছে কিছু মোর কাছে তার?

নারদ। এই যদি পুরুষোত্তম পারিজাত পাদপটি প্রার্থনা করেন, আর পুরন্দর তৎক্ষণাৎ সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহলে আর অপ্রণয় হবে কেন?

ইন্দ্র। (সকৌতুহলে) পারিজাত পাদপের কথা কেন ঋষি
কেন বা কেশব তাহা করিবে প্রার্থনা?
ত্রিদিবের তরু সন্তানক অবিদিত
কেশবের নহে তাহা, কৃষ্ণ অকারণ
না করিবে বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন।

নারদ। মনে করুন, যদি এমন কোনও কারণই ঘটে, যাতে কৃষ্ণ ঐ গাছটি চাইতে পারেন, তাহলে ত আপনার তা দিতে আপত্তি নাই?

ইন্দ্র। ঘটেছে কি হেন কিছু কারণ, যাহাতে
চাহিবেন পীতাম্বর পারিজাত তরু?
সত্য কি চাহেন কৃষ্ণ কল্পতরুবরে?
কহ স্পষ্ট মোরে, সংশয় দোলায় কেন
দোলাইছ চিত্ত, কর সন্দেহ ভঞ্জন।

নারদ। সত্যই শ্রীপতি সত্যভামার ব্রতের জন্য সেই বৃক্ষটি প্রার্থনা করেন, আর সেই জন্যই অদ্য আমার অমরালয়ে আগমন। এখন আপনার তাতে আপত্তি নেই শুনে কৃতার্থ হলাম।

শচী। (স্বগত যা মনে করেছি তাই।

ইন্দ্র। (মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে)
তাইত—কি অভিপ্রায় সুরেশ্বরী তব?

শচী। কি জানেন ঋষিবর! পারিজাত স্বর্গের সম্পত্তি, দেবরাজের নিজের ত নয়। উনি ওঁর নিজের সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন, কিন্তু পারিজাত ওঁর আমার, সমস্ত দেবতাদের সমান অধিকার। উনি সকলকে সম্মত না করে তা দিলে রাজশক্তির অপব্যবহার করা হয়।

নারদ। তা দেবরাজ দান করলে, বিশেষতঃ মধুসুর নরক বিনাশকারী দৈত্যারিকে দিলে কোনও দেবতাই বোধ হয় আপত্তি করবেন না, আর আপনি ত কোনও কথাই বলবেন না দেখতে পাচ্চি; পতির এই সামান্য দানে দেবেন্দ্রাণীর অমত হতে পারে কি?

শচী। দানটা সামান্য নয় ঋষিবর, আর তা হলেও পতিকে অন্যায় কার্য্য করতে নিবারণ করা সতীর কার্য্য। যা দেবেন্দ্রের নিজস্ব নয়, তা তিনি দান করেন কোন অধিকারে?

ইন্দ্র। অধিকার থাকিলেও অবিধি আচার
কদাচ না করে ত্রিদিব ঈশ্বর?

নারদ। রাজার রাজ্যের সর্ব্ব পদার্থে অধিকার। সুরপতি ত্রিদিবের ঈশ্বর। তিনি তথাকার যা কিছু যাকে ইচ্ছা দান করতে সম্পূর্ণ অধিকারী। তাতে অন্যায়াশঙ্কা কেন করেন দেবী? ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু আছে কি? যখন নন্দ নন্দন মনে করলে নন্দন কানন শুদ্ধ

তুলে নিয়ে যেতে পারেন, তখন তাঁকে সেচ্ছায় একটা বৃগমা৫ দিয়ে সম্মানিত করার চেয়ে শ্রেয়তর আর কি আছে? আপনি এতে প্রতি বন্ধকতা করে ভ্রাতৃ বিরোধ ঘটিয়ে দার শব্দের সার্থকতা প্রমাণ করবেন না।

ইন্দ্র। অধিকার থাকিলেও অবিধি আচার
কদাচ না করে ত্রিদিব ঈশ্বর?

শচী। বেশ, যদি উপেন্দ্র মনে করলে বলে নন্দন শুদ্ধ নিয়ে যেতে পারেন, আর হীন বল দেবেন্দ্র সরাভবাশঙ্কার তাতে বাধা দিতে না পারেন বা ইচ্ছা না করেন, তবে আমার ভ্রাতৃ বিরোধ ঘটাবার প্রয়োজন কি? কিন্তু তাহলে দেবরাজের দুর্ব্বল হস্তে ত্রিদিবের শাসন দণ্ড ধারণ করে পদে পদে লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে সে দণ্ড হস্তচ্যুত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ইন্দ্র। দেবেন্দ্রানি! নাহি ডরে ত্রিদশ ঈশ্বর
সামান্য মানবে। তবে উপেন্দ্রেরে ক্ষমা
করি আমি শুধু সহোদর স্নেহ বশে।
চঞ্চল সতত চক্রপাণি, তার প্রতি
নিদারুণ অস্ত্রক্ষেপ কেমনে করিব?
স্নেহ আসি যবে বিবশ করিবে বাহু
খসিবে দম্ভোলি মোর বজ্র মুষ্টি হতে—
বৃথা হাস্যাস্পদ হব ত্রিলোক মাঝারে।
সে প্রশ্রয় উপেন্দ্রের বেড়েছে সাহস।

শচী। দেবরাজ আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আমি যা উচিত বিবেচনা করলাম, সেই মত উত্তরই দিলাম। যদি ভ্রাতৃ স্নেহ কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে পরাভব করে আপনাকে কৃপণ করে থাকে, তাহলেও আপনি রাজ্য ভার গ্রহণে অযোগ্য। রাজার কর্ত্তব্যের কাছে স্ত্রী, পুত্র ভ্রাতা সকলেই তুচ্ছ। আমি নিজের জন্য পারিজাত রক্ষা করতে বলছিনা। যদিও তা বলতে আমার অধিকার আছে। সত্যভামার প্রয়োজন বলে কেশব তার প্রার্থনা করেন, আর আমার প্রার্থনা কি তোমার কাছে একেবারেই অগ্রাহ্য। কিন্তু সে কথা আমি বলি নাই, আমি শুদ্ধ বলি, যে স্বর্গের সম্পত্তিকে স্বর্গচ্যুত করতে ত তোমার অধিকার নাই! এখন যা ইচ্ছা হয় কর। ভ্রাতৃ স্নেহ যদি এত প্রবল হয়ে থাকে, অথবা তার ভয়ে ভীত হয়ে থাক, স্বর্গের গৌরব কল্প তরুবরকে চির কালের জন্য স্বর্গচ্যুত কর।

ইন্দ্র। সত্যকথা ঋষিবর! বলো কেশবেরে
অশক্ত প্রদানে আমি কল্পতরুবরে।
কি আজ্ঞা করেন বাচস্পতি দেবগুরু?

বৃহ। কঠিন সমস্যা।

ইন্দ্র। ———অভিপ্রায় তব
দিতে পারিজাত তরু কাপুরুষ সম?

বৃহ। অসাধ্য তোমার।

ইন্দ্র। কেন?

বৃহ। ———শচী অসম্মতা।

ইন্দ্র। ভার্য্যার বাক্য অবহেলা করা
পতির কর্ত্তব্য নহে।

বৃহ। ———কর্ত্তব্য কে বলে?

ইন্দ্র। যাও ঋষি। নাহি দিব কৃষ্ণে পারিজাত।

নারদ। শেষে এই সিদ্ধান্তটাই হলো? বেশ, আমার কার্য্য এই সংবাদ হারকে দেওয়া। তারপর তাঁর যা ইচ্ছা হয় করবেন।

(বৃহস্পতি ও নারদের প্রস্থান)

ইন্দ্র। তাই ভাল। (উঠিয়া বরুণের প্রতি)
বাসুদেব চপলতা বশে,
নিতান্ত হরিতে যদি আসে পারিজাত,
স্নেহ বশে তার দেহে কুলিশ আঘাত
করিতে কুণ্ঠিত বাহু যদি হয় মম
হে প্রচেতা! তব পাশে বাঁধিয়া তাহারে
রাখিবে ত্রিদিব ধামে, যতদিন নাহি
দূর হয় বালিশতা, সেই স্ত্রীজিতের।
অমোঘ তোমার পাশ বিদিত জগতে।

বরুণ। সত্য বটে পাশ মম অমোঘ ত্রিলোকে
কিন্তু মোহ পাশাতীত কেশি নিসূদন
সমর্থ কি হবে পাশ তাঁহার বন্ধনে?
ধরেন অমোঘ চক্র চক্রপাণি বীর
খণ্ড খণ্ড হবে পাশ হাসিবে ত্রিলোক।

ইন্দ্র। ভীরু জলাধিপ, পাশ ব্যর্থ হবে শঙ্কা ?
শুন প্রভঞ্জন ! প্রচণ্ড আবর্ত্ত তুলি
ঘূর্ণিপাকে ঘুরাইয়া তুলিয়া ফেলিয়া
কাতর করিবে কেশবেরে। কার সাধ্য
রোধিবে সে বেগ, মহামহীরুহ যাহে
সমূলে উন্মূল হয়ে পড়ে দূর দেশে।
অথবা সঞ্চার রোধ নাশারন্ধ্রে তার
করি বায়ু শ্বাস রোধ করিবে তাহার !

বায়ু। দেবরাজ ! পাদপের উন্মূলনে শক্ত
মম বেগ, কিন্তু প্রতিহত শৈলবরে।
গোবর্দ্ধন গিরিধারী গোবিন্দে লাঞ্ছিতে
কোথায় শকতি মম ! কূর্ম্মাকারে বিধি
নিজ পৃষ্ঠে ধরি ভূভার, বহেন হেলে
তুচ্ছ বায়ু কি করিবে তার ? শ্বাস রোধ ?
কাহার করিব ? যোগেশ্বর নারায়ণ।
যুগ অন্তে যোগ নিদ্রাধরি, আকল্পান্ত
নিরোধিয়া সর্ব্বদ্বার রহেন যে জন
কি হইবে বায়ু রোধে সে ত্রিবিক্রমের।

ইন্দ্র। দিক্‌পাল সবে যদি শর নিবারিতে
মানব কেশবে, একা ইন্দ্র বজ্র লয়ে
বারিবে তাহারে। দেখিবে ত্রিলোক বাসী
কি শক্তিতে দেবরাজ, দেবরাজ স্বর্গে।
দেখিবে দম্ভোলী ধরি একা ইন্দ্র রণে
পারে কিনা নিবারিতে মন্দার হরণে।

প্রবর। দেবরাজ ! এত আড়ম্বর কি কারণ
মানবে বারিতে ? আদেশ দাসেরে দেব !
দেখাব, একাকী ব্রাহ্মণ প্রবীর হস্তে
হয় কিনা পরাভূত বাসুদেব বীর।
অস্ত্রমুখে অগ্নিজ্বালা ব্রহ্মতেজে মিশি
দহিবারে পারে বিশ্ব, কিছার মানব।

সখা বলি সম্বর্দ্ধিত, করেছ কিঙ্করে
কি করিতে পারে দাস দেখ একবার।

ইন্দ্র। ধন্য সখা ! সত্য বটে তুমি বীর বর।
দিক্‌পালগণ দেখ ডরে দামোদরে।
তুমি আমি দুই জনে পশিয়া সমরে
দিব্য দেব অস্ত্র বলে বারিব বার্ষ্ণেয়ে।
অশনি আঘাত যদি সহে শার্ঙ্গধর,
সমরে জিনিতে নাহি পারি ক্ষুদ্র নরে
এ বিশ্ব বিনাশ তবে করিব তখন(ই)
ধরিয়া সংহার মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড নাশিব।
অকালে কল্পান্ত হবে। অসুর আকারে
মিশিবে অনন্ত শূন্যে নিখিল ত্রিলোক।
নর করে পারিজাত সুর কুল ধিক্
দেবের বিভব সব যাক্ রসাতলে।

এ সৃষ্টি কাহার ?

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত বিশারদ।

জিজ্ঞাসি তোমায় প্রভু
বলদেব দয়াময় !
মঙ্গল তোমার কার্য্য,
তুমি না মঙ্গলময় ?
অনাদি অনন্ত তুমি
অনন্ত কল্পনা বলে ;
অনন্ত জগত নাকি
সৃজিয়াছ অবহেলে ?

উৎপত্তি, প্রলয়, স্থিতি,
তোমাতে সম্ভবে সব।
তুমি ভিন্ন শয়ম্ভূ
নহে কিছু অভিনব।

জীবের ভবিষ্য দুঃখ
তুমি নাকি হরিবারে;
অতীতে মঙ্গল গড়ি
রেখেছ প্রকৃতি করে?

বিশাল ভুবন মাঝে,
নয়নে যা কিছু হেরি;
সৃজিত তোমারি সব,
তুমি নাকি স্রষ্টা তারি?

জীব দুঃখ প্রদায়ক
'অমঙ্গল জীব লোকে—
তুমি বিনে কে গড়িল,
কে তবে পাঠাল তাকে?

যে মানস হতে তব
বিমল দয়ার স্রোত;
ঝরিতেছে, অনুদিন
হইতেছে প্রবাহিত;

এ দারুণ অমঙ্গলে
সেই সে মানস হতে,
উদিত কি জীবতেশ!
জীব দুঃখ প্রদানিতে?

প্রতিবিম্ব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বেনী ডেপুটী।

তখনকার বি, এ পাশ বাবুরা কিছু অহঙ্কারী ছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথকে সে সংক্রামতা আক্রমণ করে নাই। তিনি বিনয়ী নম্র ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের উপর তাঁহার বিশেষ অনুরক্তি ছিল। তবে বন্ধু বান্ধবের নিকট ইয়ার বলিয়া আদর যত্ন ও প্রতিপত্তি ছিল। মুখ খানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি, আবার কথা কহিবার সময় প্রশান্ত নয়ন দুটী যেন সমধিক উজ্জ্বল হইত। এটী নাকি প্রতিভার চিহ্ন। বিদ্যাচ্চনে যাহার দিন কাটিয়া যায়, তাহার আর বাল্য জীবনে গান শিখিবার সময় হয় না, কিন্তু সত্যেন্দ্রের গীতে বড় অনুরাগ ছিল, তাল মান ঠিক না থাক, গাহিলে মন্দ শুনাইত না। তিনি অধুনা সর্ব্বদাই একটী না একটী রাগিণী গুন গুন করিয়া আলাপন করিতেন। আজি এ হেন সত্যেন্দ্রনাথ দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ডেপুটী হইয়া বর্দ্ধমানে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

তখন কাঁচা বয়সে লোকে ডেপুটী হইতেন না, এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন সত্যেন্দ্র নাথ। তাঁহাকে দেখিয়া হাসে সকলে। একে ছিপ ছিপে চেহারা—তায় কাঁচা বয়স হাসিবারই ত কথা। হাসে হাসুক কিন্তু সে হাসি সকল সময় তাঁহার ভাল লাগিত না।

যে যাহাই বলুক, কিন্তু সত্যেন্দ্র নাথের প্রাণ বড় উদাস। কিছুই ভাল লাগে না। দিবানিশি মনে পড়ে পিতা আর মাতা আর সেই আশ্রিতা লতা! তাহার উপর আরও দুঃখ যে তরঙ্গিনী লেখা পড়া জানে না। সুতরাং একখানা পত্র পাঠাইবারও আশা নাই। পিতা পত্রে লেখেন, "আমরা ভাল আছি" হায়,—হায় প্রাণের "তর" আজ আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া "আমরার" মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

তাঁহার সহযোগী হাকিমরা সকলেই স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করেন, কিন্তু আজি দুই মাস সত্যেন্দ্রনাথ বিরহের দারুণ জ্বালা সহ্য করিতেছেন। পিতা মাতা

তরঙ্গিণীকে না পাঠাইলে উপায় কি? সে কথা বলিবার সাহস ত তাঁহার নাই—ইচ্ছাও নাই—কিন্তু কষ্ট আছে।

প্রায় চারিমাস পরে তাঁহার জননী তরঙ্গিণীকে সঙ্গে করিয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন। একটী বয়স্থা পাচিকা ও বাটীর সেই পুরাতন ঝীটিকে তথায় রাখিয়া দিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। ফিরিবার কারণ স্বামীর কষ্ট।

এটা অনুরক্তি না সহানুভূতি না উভয়ই? যাহাই হউক যদি বাল্য জীবনে প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম থাকে, তবে এই সময়েই তাহার আনন্দ। নিস্বার্থ অনাবিল ভালবাসা প্রকাশের এই প্রশস্ত সময়। এ সুযোগ, এ সুখ, এ শান্তি কি হেলায় হারাইতে আছে? তাই তিনি স্বামীর নিকট ফিরিলেন, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন যে, তরঙ্গিনীর কাছে সত্যেন্দ্রের কষ্ট হইবে না—অযত্ন হইবে না। জনক জননীর পক্ষে ইহাও একটী মহৎ শান্তি।

তরঙ্গিণীর বড় লজ্জা। রমণীদের সহিতও ভাল করিয়া কথা কহিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হয়। বাবুদের হাস্য রস রসিকা গৃহিনীরা তাহাকে লইয়া কত রসামোদ করেন, কিন্তু উলুবনে মুক্তা ছড়ান হয়। তরঙ্গিণী লজ্জাবতী লতার মত ঘাড়টী হেট করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া থাকে। কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে সেই সুধামুখে মৃদু হাসি দেখা দেয়, কিন্তু কোন উত্তর দেয় না। কি লজ্জা কি ঘৃণা! কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের নিকট তরঙ্গিণী বিহ্বলা, আদরিনী উন্মাদিনী।

সত্যেন্দ্র ভাবেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সীমা তাঁহার আবাসের বাহিরে আর নাই। নন্দনের পারিজাত আবার কোথায় সেই তরঙ্গিণী। পাঠক!—অচঞ্চল সৌদামিনী যদি দেখিতে চাও, তবে তরঙ্গিণীর রূপ লাবণ্য দেখ।

সত্যেন্দ্রনাথের হাকিম গিরির সাজ সরঞ্জাম সবই হইয়াছে, বাটীতে চাকর আছে, পাচিকা আছে, দাসী আছে। বৈঠক খানায় চেয়ার আছে, টেবিল আছে, আবার ঢালা বিছানা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ এই অল্প বয়সেই সটকার শ্রীমুখ চুম্বন সুধা পানে নিপুণ হইয়াছেন; তাঁহার অম্বুরী তামাকুর মৃগনাভি সংযুক্ত সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়া উঠে। বঙ্কিম, নবীন প্রমুখ ডেপুটীরা ইহার পূর্ণ রসাস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক নব্য বাবুরা গ্রহ বৈগুণ্যে সে রসাস্বাদনে বঞ্চিত।

সত্যেন্দ্র বাবু তৎকালিন প্রথানুসারে প্রাতঃকালে একবার অনিচ্ছা সত্ত্বে বৈঠকখানায় বার দিয়া বসিতেন। বন্ধু বান্ধব বা অভ্যাগত ভদ্রলোক আসিলে কথা বার্ত্তা কহিলেও মনটা যেন কোথায় পড়িয়া থাকিত। আর লোক জন

উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাটীর মধ্যে দৌড় দিতেন।

এখনকার বাবুদের আর সে বৈঠকখানা নাই, সে রসালাপ নাই—সে সহৃদয়তা নাই, কেবল আছে ছুটাছুটী। এখন আর পূর্ব্বেকার ন্যায় আয়েসী বায়ু সেবন নাই। আছে ঘোড় দৌড়ের ঘোড়ার ছুট। ইহাতে নাকি স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

একদিন সত্যেন্দ্র নাথ মজলিস হইতে অব্যাহতি পাইয়া চিরায়ত প্রথানুসারে বাটীর মধ্যে আসিলেন। দেখিলেন, হাস্যময়ী তরঙ্গিণী ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া। সুধু ঘর আলো নয়, তরঙ্গিণী সত্যেন্দ্রের হৃদয় আলো করিতেন, প্রাণ আলো করিতেন, আর সেই সঙ্গে মনে হইত যেন সসাগরা পৃথিবী আলোকিত হইতেছে। ক্ষীণাঙ্গিণী তরঙ্গিণীর দেহখানি ললিত লবঙ্গ লতার মত মৃদু সমীরেও দোদুল্যমান। পদ্মপত্রাকৃতি মুখখানিতে মৃদু হাসির সংযোগ যেন বড় মধুর, তাহাতে তরঙ্গ ছুটে জোছনা ফুটে—বিজলী খেলে আর তাহার প্রতাপ তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রিতে সা—রে—গা—মার সুর সংযোগে বাজিয়া উঠে। আজি সত্যেন্দ্র নাথ উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ক্ষণেক সেই আলোকরা মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমাদের নবীনা তরঙ্গিণী সে কুটিল দৃষ্টি সহ্য করিতে পারে তাই আনত বদনে মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওকি ভাই, অমন করে চেয়ে থাকলে আমার বড় লজ্জা করে।"

সত্যেন্দ্র নাথ তখন সোহাগ ভরে বলিলেন, "তোমার লজ্জা করে তব।" আহা কি মধুর কথা—ভালবাসা—পবিত্র প্রণয়—স্নেহ যত্ন প্রভৃতি যেন তাহাতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তরঙ্গিণী আর তাহার কি উত্তর দিবে। নবীনা যুবতী কথা কহিবার কি জানে, তায় আবার স্বামী তরুণ যুবক।

নবীন দম্পতি কতক্ষণ এই ভাবে অবস্থান করিয়া ছিলেন, তাহা আমরা ঠিক জানিনা ঝী মাগী বাবুর স্নানের দেরী কত জানিতে আসিয়া সেই রাধা বিনোদিনী শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেশ নাকি দেখিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে তরঙ্গিণী বলিলেন, "তবে আমি আসি।"

সত্যেন্দ্র। এখনি যাবে কেন?

তর। মুড়ি ঘণ্ট রাধ্‌বো।

সত্যেন্দ্র। কেন বামুন মা রাধ্‌বে?

তর। আমার কি রান্ধতে সাধ যায় না।

সত্যেন্দ্র। রান্নাটা কি আবার সখের জিনিস?

তর। মা ত তাই বলেন, তিনি বলেন যে, গৃহস্থ বালারা দুই একটা ব্যঞ্জনও নিজে রেধে স্বামী পুত্রকে খাওয়াতে পারেন না, তাদের নারী জন্ম বৃথা। বামুনেও ভাল রাঁধতে পারে বটে—তারাও ঘী মশলা নুন তেল দেয় তুমিও দেবে কিন্তু সেই সঙ্গে তুমি যে একটু স্নেহ মিশিয়ে দেবে সেটুকু ত আর কেউ দিতে পারবে না।

সত্যেন্দ্র বলিলেন, "যাও তর রান্ধগে। তোমার স্নেহ মিশান রান্না খেয়ে আমি ধন্য হবো।"

লজ্জামাখা মুখখানি অবনত করিয়া তরঙ্গিণী মহা আনন্দে মহা উৎসাহে রন্ধনশালার দিকে অগ্রগামিনী হইলেন। হায়! এমন স্নেহ মিশান রন্ধন দেশ হইতে কোন অভিসম্পাতে যে উঠিয়া যাইতেছে তাহা জানি না।

আহার সমাপনান্তে সত্যেন্দ্রনাথ সময়োপযোগী বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া বিমুক্ত কবরী, প্রেমোজ্জ্বল মুখকান্তি সম্পন্ন প্রেম প্রতিমা তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে আসি?"

তরঙ্গিণী এই বয়সেই সত্যেন্দ্রকে চিনিয়াছেন, তাই তাঁহার নিকট বর্ত্তিনী হইয়া ঘাড়টী অবনত করিয়া বলিলেন, "এস।"

আবার প্রশ্ন "তবে আসি?"

তরঙ্গিণী সলজ্জভাবে লজ্জাবতী লতার মত অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে, স্বামীর স্নেহমাখা প্রেম পোরা মুখের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু সুধামাখা মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, "এস।"

এইবার সত্যেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, পাগ্‌ড়ী মাথায় কোমর বাঁধা চাপরাশী কোচবাক্সে উঠিল। তখন হাকিমরা হাঁটিয়া কাছারী যাইতেন না।

গাড়ী হইতে বাটীর একটী গবাক্ষ দেখা যায়। সত্যেন্দ্র সেই দিকে তাকাইলেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন, "যেখানে অঙ্কের লেখা ব্যথাও সেখানে।" তিনি দেখিলেন, আলুলায়িত কেশা সুন্দরী তরঙ্গিণী স্থির দৃষ্টে বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। চক্ষে চক্ষু মিশিল, তাহার প্রবাহ শিরায় শিরায় ছুটিল। সত্যেন্দ্র বাবু স্বীয় দক্ষিণ করতলটী নাসিকার উদ্দেশে চুম্বন করিলেন, তিনিও স্বীয় করতলটী চুম্বন করিয়া দূর হইতেই তাঁহার প্রতিদান দিলেন। এই বিলাতি ক্যায়দা তখন নূতন প্রচলন হইতেছে।

আহারান্তে তরঙ্গিণী ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়াই বাবুর জলখাবার কাছারীতে

গিয়াছে কিনা, সংবাদ লইয়া মাথা বাঁধিতে বসিলেন। তখন ফিরিঙ্গি খোঁপার খুব প্রচলন। মাথা বাঁধা শেষ হইলে বেসম দিয়া অঙ্গ পরিস্কৃত করিয়া কাপড় কাচিলেন। বলা বাহুল্য যে তখন এত সাবান ছিলনা, রমণীরাও ইচ্ছা করিয়া তাহা মাখিতেন না। তরঙ্গিণী একখানি শান্তিপুরে সাটী পরিয়া একটী পান মাত্র মুখে দিয়াছেন, এমন সময় মদন মোহন বেশে তাঁহার সাধের বাঁকা মদন মোহন আসিয়া উপস্থিত। অমনি যমুনা উজানকারী বাঁশী বাজিয়া উঠিল, তিনি সোহাগভরে ডাকিলেন "তর।"

কক্ষান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া তরঙ্গিণী অমনি উত্তর দিলেন, 'এই যে আমি।'

সেই সাদর আহ্বানে, সেই প্রেম সম্ভাষণে প্রেমোন্মাদিনী তরঙ্গিণী বিহ্বল-চিত্তে ত্বরিত গতিতে স্বামীকে মধুর বচনে স্বীয় ভালবাসা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

গীত।

সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী সরস্বতী।

আমি বুঝ্‌তে নারি ওহে হরি—
কি যে তোমার মায়া!
আমি ডাইনে হ'য়ে খাচ্ছি পিটন
আর সবাই ঢাকের বাঁয়া।
কেন মানব দেহ ধরি,
এ সংসারে ঘুরে মরি—
বুঝ্‌তে নারি ওহে হরি—
আমার নেই আক্কেল হায়া!
আমার নেইকো সকাল নেইকো সাঁঝ,
আসুক বন্যা—পড়ুক বাজ
অর্থ অন্বেষণই কাজ
লুটিয়ে দিয়ে কায়া!

নিজের এবং শ্বশুর বংশ—
করেন আমার অন্ন ধ্বংশ
সকলে এক একটি হংস
তাদের ভারি পায়া !
আমি কামাই আর নাই-ই কামাই,
জামাই আসার নাইকো কামাই,
স্বজন-মাছি কিসে থামাই—
আমি তাদের গুড়ের পায়া !
পান থেকে চূণ খসলে পরে,
হায় টেকাঁ দায় আমার ঘরে,
সদা চেয়ে থাকেন টাঁাকের পরে,
পুত্র কন্যা জায়া !
সবার মুখে টাকা টাকা
আমার টাকার ভাবনা গায়ে মাথা
যিনি না পান তিনই বাঁকা
হায় কি চাকাই চালায়া !
কারো বেশী কারো কম বা
হলেই—সুরু তম্বি তম্বা,
আমার মুখে দগ্ধ রম্ভা
আমায় কি উল্লুক বানায়া !
ঝোপ বুঝে সব মারেন কোপ,
দেখে আমার বুদ্ধি লোপ,
আমার বড়্ শী আমার টোপ
আমিই উস্‌কো খায়া !
ছুটো ও হরি ছোটাছুটি
তোমার পায়ে মাথা কুটি,
পাকিয়ে দাও এ কাঁচা ঘুঁটি
দীনে দিয়ে চরণ ছায়া !

সমালোচা।

শিবপূজা পদ্ধতি।—(সানুবাদ) শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। দক্ষিণা দুই আনা মাত্র।

এই পুস্তকে নিত্যশিব পূজার মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীশিব পূজার বিধি ব্যবস্থা সকল সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক হিন্দুর উপাসনা কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। আশা করি পুস্তকখানি হিন্দু সংসারে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

ওঁ পিতানোঽসি।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ৬।১ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে প্রকাশিত; মূল্য আট আনা মাত্র।

পরমপিতা পরমেশ্বরের সহিত সংসারে প্রত্যেক নরনারীর যে পিতৃভাবের সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিকশিত হয়, তাহাই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে, ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিবেন।

সদ্গোপজাতির ইতিহাস—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রজাপতি সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত। মূল্য এক টাকা।

এই পুস্তকখানিতে সদ্গোপজাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনী প্রসঙ্গে জাতীয় ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার সদ্গোপজাতির জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট শ্রম ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীভগবৎ কথা।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, ৬।১ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে প্রকাশিত; মূল্য আট আনা।

বালক বালিকাদিগকে ভগবানের অমানুসিক মহিমা বুঝাইবার উদ্দেশে,—ঈশ্বর বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় এই "শ্রীভগবৎ কথা"— লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ অত্যাবশ্যকীয় গুরুতর বিষয় এরূপ সরল যুক্তি তর্কে বুঝাইতে চেষ্টা করা সাধারণ শক্তির পরিচয় নহে; ভগবৎ কৃপায় গ্রন্থকার অসাধারণ শক্তির অধিকারী, গ্রন্থে ভগবৎ কথা উজ্জ্বল ভাষায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কেবল বালক বালিকা নহে, আপামর সাধারণ নরনারী "শ্রীভগবৎ কথা" পাঠ করিয়া শান্তিলাভ করিবেন।

কার্ত্তিক চরিত।—শান্তিপুর সুতরাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবনী প্রসঙ্গে উক্ত ও তদন্য মোদক জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; শান্তিপুর মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ছাপা, কাগজ ও চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট। মূল্যের উল্লেখ নাই।

গ্রন্থকার কার্ত্তিক চরিত পুস্তকে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবনী প্রসঙ্গে মোদক জাতির জাতীয় ইতিহাস ও অনুশীলন দ্বারা মোদক জাতির গৌরব প্রচারে যত্নবান হইয়াছেন; গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

সাধনা।—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্ত্তৃক পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট; পুস্তকে মূল্যের উল্লেখ নাই।

এই পুস্তকে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিন বস্তুর সাধনায় ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভের প্রকৃষ্ট পথ ঋষীপ্রণীত শাস্ত্রবাক্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার দয়া, সত্য, সরলতা প্রেম, ন্যায়, নিষ্ঠা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সকলের গুণ পরম্পরায় যে ভগবানের কৃপা লাভের যথেষ্ট সহায়তা করে; এই পবিত্র বিষয়ের আলোচনায় "সাধনা" পুস্তকখানি গ্রথিত হইয়াছে। সাধনতত্ত্ব ও ধর্ম্ম তত্ত্বের আলোচনায় গ্রন্থকার ভাষাকে আয়ত্তাধীন করিয়া প্রাণের কথা ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় শান্তিলাভ যাহাদিগের কামনা, তাঁহারা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যারপর নাই উপকৃত হইবেন। ধর্ম্মের অনেক জটিল বিষয় গ্রন্থকার সরল ভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আশা করি, বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকটে এই পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে। আমরা "সাধনা" পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ হইলাম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৫শ বর্ষ। ১৩২৪ সাল, শ্রাবণ। ৪র্থ সংখ্যা।

নির্ব্বানানন্দ ও কাশীশ্বর।

লেখক,—শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্তশাস্ত্রী।

উত্তর বাহিনী ভাগীরথীর তীরে—স্নিগ্ধ শ্যামল শঙ্করাশ্রমে—স্বহস্ত রচিত পর্ণ কুটীরে পরমহংস নির্ব্বানানন্দ সমাসীন। তাঁহার সম্মুখে নতজানু কাশী-নগরীর অধিশ্বর আজ ব্যাকুল হৃদয়ে শিষ্যবৎ উপবিষ্ট। ভক্ত রাজার ব্যাকুল দৃষ্টি আচার্য্যের জ্ঞানগরিমোজ্জ্বল বদনের পানে সন্নিবেশিত। রাজা রাজোচিত ভূষণে না আসিয়া উত্তরীয় দ্বিতীয় ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া আজ আশ্রমে আসিয়াছেন; ভোগের মূর্ত্তি আজ ত্যাগের দেবতার কাছে বিনত হইয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য।

আচার্য্যবর সস্নেহ কোমল কণ্ঠে রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া, পুণ্য-পূত আশীর্ব্বচনে তাঁর দুরিত ধ্বংস করিয়া কহিলেন, "রাজন্! ফিরিয়া যাও! এ পথ তোমার জন্য নহে। গৃহে যুবতী পতিপ্রাণা সতীকে রাখিয়া, অপগণ্ড শিশু

পুত্রকে অসহায় করিয়া, সন্তান সম প্রজা পালন ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর শিষ্য হইতে আসিয়াছ? প্রজাগণ তোমার পথের পানে চাহিয়া আছে, স্ত্রীপুত্রগণ অনাথ হইয়া তোমার গৃহ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এ সময়ে তোমার সন্ন্যাসাশ্রমে বাস কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্ম মনে করিলেই তাহা করা যায় না। কর্ম্মে নিবৃত্তি ধরিয়া বাঁধিয়া হয় না। কর্ম্ম গাত্রাবরণ নহে, যে মনে করিলেই ফেলিয়া দিবে। ব্রহ্মচর্য্যে অগঠিত ভোগে অভ্যস্ত আজীবন সুখে লালিত পালিতদেহ সন্ন্যাস আশ্রমের উপযুক্ত নহে। যাও বৎস ফিরিয়া যাও! সংসারে থাকিয়া নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া, ভগবানের নিয়োজিত কর্ম্মচারীর মত প্রজাবৃন্দের প্রতিনিধির মত আপন কর্ত্তব্য পালন কর গিয়া। ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি, যৌবন কাল তোমার সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এ বয়সে কি জটাবল্কল সাজে? অসময়ে সংসার ত্যাগে, সংসারীর কর্ত্তব্য অপালনে তোমার, সংসারীর কি পাপ হইবে না? মহারাজ, এ বৈরাগ্য আপনার চিরস্থায়ী নহে, এ সাময়িক "বিকার মিদং ন বৈরাগ্যং"।

রাজা। আচার্য্যবর, অনেক দিন ধরিয়া কাম্য বস্তু ভোগ করিয়া দেখিলাম। তৃপ্তির শেষ নাই। শান্তি সুখও মেলে না। দয়াময়, সে অট্টরোল আর শুনিতে মন চায় না, শোক, তাপ, ভোগ করিতে প্রাণ ভাল বাসে না। কামনার অগ্নি দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। উপভোগের ঘৃতক্ষেপে সে অগ্নি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এ পতিবর্দ্ধতে॥"

নির্ব্বানানন্দ। রাজন, প্রবৃত্তির দাস হইয়া প্রবৃত্তির সেবা করিতেছ, বলিয়া তাই শান্তি পাইতেছ না, জ্বালায় অস্থির হইতেছ! তাই উপভোগের ঘৃতক্ষেপে অগ্নি জ্বলিয়াই উঠিতেছে। কর্ম্মে বৈরাগ্য এখনও সত্য তোমার আইসে নাই। ইহা আকস্মিক উচ্ছ্বাস মাত্র। কিছু দিন ত্যাগের পথে থাকিলে এ উচ্ছ্বাস আপনই কাটিবে, তখন এ আশ্রম, ও জটাবল্কল ও ভোগ্ন বৈরাগ্য আর রহিবে না! যে বৈরাগ্যে লোকের কোন কর্ত্তব্য বন্ধনই থাকে না, সে তীব্র বৈরাগ্য মহারাজ তোমার হয় নাই, হইবার মত অবস্থাও নহে, প্রবৃত্তির সেবা কর নিবৃত্তির পানে দৃষ্টি রাখিয়া প্রবৃত্তির সেবা কর। ভোগীর ভাণ করিয়া অন্তরে অন্তরে ত্যাগী হইবার চেষ্টা পাও, ইন্দ্রিয় মনকে উপাসনায় ব্যাপৃত রাখিয়া বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণ কমাইবার যত্ন লও। আপনার লাভালাভ

হিতাহিত সুখ দুঃখ ত্যাগ করিয়া সংসারে কর্ত্তব্য পালন কর। যুবরাজকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া লোক রঞ্জন হইবার উপযোগী শিক্ষা দিয়া সংসারের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়া তবে এ আশ্রমে আসিও! পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হউক তখন সস্ত্রীক ত্যাগের পথে উপনীত হইও, আশা সফল হইবে। যুবতী পত্নীকে অপোগণ্ড শিশুকে অসহায় আশ্রিতদিগকে কে পালন করিবে? তোমার অবর্ত্তমানে উহাদিগের যত কিছু দোষ দেখা দিবে, সে সকলের পাপ তোমাতেই অর্শিবে যে মহারাজ! তোমার অভাবে প্রজাবর্গের স্ত্রীপুত্র ধনপ্রাণ কি রক্ষা পাইবে? বিপদে সম্পদে কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে?

রাজা। দয়াময়, আর যে পারি না।

নির্ব্বানানন্দ। পারিতে হইবে মহারাজ! কর্তৃত্ব অহঙ্কারের বশে কার্য্য করিবে, আমার আমার বোধে বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবে, নিজের তুচ্ছ ভোগ লালসায় জীবন কাটাইবে—শান্তিলাভ কোথা হইতে হইবে মহারাজ! সংসারে থাকিয়া নিবৃত্তির সেবা কর। কর্ম্মের লাভালাভ গণনা না করিয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম কর।

"কর্ম্মন্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

রাজা। ভগবন্ প্রবৃত্তির তেমন ভাবে যে সেবা করিতে পারি না, তাই ত নিবৃত্তির পথে আসিয়াছি। প্রবৃত্তির সেবা করিয়া সুখশান্তি পাইলাম না বলিয়াই প্রভু ত্যাগের সেবা করিতে আসিয়াছি।

নির্ব্বানানন্দ। মহারাজ, প্রবৃত্তির যথার্থ সেবা করিতে পারিলে না, তুমি নিবৃত্তির সেবা করিবে কোথা হইতে? আপনার স্ত্রী পুত্র প্রজাবর্গকে ভাল বাসিতে পারিলে না, ভগবানকে ভাল বাসিবে কিরূপে? ক্ষুদ্র সংসার কর্ত্তব্য পালনে ভয় পাইলে, বিশ্বেশ্বরের মহাকর্ত্তব্য পালন করিবে কেমনে?

দেখ বৎস, এ সংসারে মন্দ নাই, সৃষ্টির মধ্যে প্রতারণা নাই। জীবেরা মন্দ, তাই তাহাদের হাতে পড়িয়া প্রবৃত্তিও মন্দ হইয়াছে। অক্ষম বিলাসির হস্তে পড়িয়া দেবী রাণী, আজ বিলাসিনী যুবতী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাল গঠন করিতে না জানিলে ভাল মূর্ত্তিও কুৎসিত হইয়া পড়ে। আপনার দোষে প্রবৃত্তিকে মন্দ করিয়া আবার সেই প্রবৃত্তিরই নিন্দা করিতেছ? প্রবৃত্তির বলে সৃষ্টি, প্রবৃত্তির বলে স্থিতি, সে প্রবৃত্তির অযথা নিন্দা করিও না। জীবের পক্ষে দুইই যে আরাধ্য। প্রবৃত্তিকে আপনার ইচ্ছামত ভোগ কর, তাহার সেবার আপনাকে নেশাচ্ছন্ন করিয়া তুলিও না, তবেই দেখিবে, ঐ প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির

সহকারিনী হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ প্রবৃত্তিই একদিন নিবৃত্তির সঙ্গে উঠিবার সোপান হইবে।

বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ। এক প্রবৃত্তি মুলক মূর্ত্তি। অপর নিবৃত্তি মুলক ধর্ম্ম। "প্রবৃত্তি বশগা বিধাতুঃ সৃষ্টিঃ" প্রবৃত্তি আছে তাই সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে। প্রবৃত্তি নষ্ট কর দেখিবে এ সৃষ্টি মরুভুমে মরীচিকার মত, স্বপ্নে সৃষ্ট রাজ্যের মত মিথ্যা। এ সৃষ্টি যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন তাহার ধ্বংস হইবে না। তুমি প্রবৃত্তির নষ্ট করিলেও সকলের প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে না। তবে সকলকার যে জিনিষ থাকিবেই, সে জিনিষটির নিন্দা করিয়া কি ফল? বরং তাহা যাহাতে নিবৃত্তির সহকারিনী হইতে পারে, তাহারই জন্য যত্ন বিধেয়। যাবতীয় কর্ম্মের মুলেও প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি না থাকিলে কে কর্ম্ম করিবে? পুণ্য কর্ম্ম—যাহা চিত্ত শুদ্ধির উপায়, পাপ ধ্বংসের হেতু, স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় তাহা কেহই করিবে না। ভগবান্ সর্ব্বপ্রথম প্রজাপতিকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের উপদেশ করেন। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মই শ্রীভগবানের প্রিয়। কিন্তু মানব বহুদিন প্রবৃত্তির সেবা করিয়া তাহার নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, নিবৃত্তির দিকে একেবারে লক্ষ্য না করিয়া প্রবৃত্তির দাস্য করিলে থাকিল। ক্রমে বহু-কাল ঐ অভ্যস্তা প্রবৃত্তি উৎকট নেশায় পরিণত হইল। তখন ভগবান আর কোন উপায় না দেখিয়া আজন্ম ত্যাগী সনক সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণকে সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদিগকে নিবৃত্তি মুলক উপদেশ দিতে থাকলেন। রাজন্ জগৎ রক্ষার হেতু নিবৃত্তির সহকারী আশ্রম ধর্ম্মের পরিচালক সে প্রবৃত্তির নিন্দা করিও না। নিবৃত্তির সেবক মহর্ষিগণও প্রবৃত্তির নিন্দা করেন নাই। গিরি শৃঙ্গের উপর উঠিয়া সোপান গুলির উপযোগিতা ভুলিলে চলিবে না। মানব প্রবৃত্তির চালনা করিতে জানেনা, তাই তাহারা স্রোতের মুখে ভাসমান তৃণ, যন্ত্রী হস্তে জড়যন্ত্র।

যাও, প্রবৃত্তিকে দাসী করিয়া তাহাকে ইচ্ছা মত চালাইও। এইরূপে প্রবৃত্তির সেবা সারা দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রামের মত তাহা তোমার সুখেরই হেতু হইবে।

আর যদি তাহার দাস হও, তাহা হইলে অবশেষে সেই প্রবৃত্তিই দেখিবে তোমার কাছে অত্যাজ্য নেশার বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। তখন সেই দৃঢ় বদ্ধমুল প্রবৃত্তি লতাকে কিছুতেই উৎপাটিত করিতে পারিবে না। এইরূপে প্রবৃত্তি অপূর্ণ স্বভাবা হইয়া তোমার সমক্ষে দেখা দিবে। তখন তাহা হইতে বাসনা

জন্মিবে। সেই বাসনার তৃপ্তি করিতে যাইয়া দেখিবে আপনার দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ অবসন্নই হইতে থাকিবে। ক্রমে অতৃপ্তি, অবসাদ, আলস্য, জড়তা, জ্বালা যন্ত্রণা দেখা দিবে। তাহার পর ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, অসুয়া প্রভৃতি অধর্ম্ম কন্যাগণ দেহ রাজ্যে প্রাণ ভরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে আরম্ভ করিবে।

ক্রমশঃ সেই অধর্ম্ম বিস্তারে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, সদ্‌বৃত্তি লুপ্ত, সংসার ক্ষেত্রে পাপ বহুল সৌন্দর্য্যময়ী ধরা মরুভূমি হইবে, তখন সেই সময়েই প্রবৃত্তির দমন অতীব আবশ্যক, তাহার অযথা বিস্তার রুদ্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তখন সেই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ জীবনপাত পরিশ্রম কঠোর সাধনা ও তীব্র বৈরাগ্য হিতকর। সে সময়ে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম প্রবৃত্তি স্রোতো চালিত তৃণ খণ্ডের মত জীবকে ভাসাইয়া লইয়া চলিবে। সেই কালে আপনাকে স্থির রাখার জন্য কঠোর তপস্যা অক্লান্ত সাধনা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুশীলন করিতে হইবে, গুরুর উপদেশে আপনার উপাসনার পথ ঠিক করিয়া সেই দিকেই মতি স্থির রাখিতে হইবে। সুখ লালিত দেহ অসংযত ইন্দ্রিয়, অজিত ও অশুদ্ধ চিত্ত ও বিষয় মুগ্ধ প্রাণ শত্রুতাই করিতে থাকিবে।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্য বশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব॥
সারথেঃ॥ কঠ।

যাও বৎস, শম, দম, তিতিক্ষা, জপ, তপ, পূজা দীনে দয়া দরিদ্রের সেবা ও সজ্জন সঙ্গে মতি রাখ; সরল পথে সরল ভাবে মনোরথি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইন্দ্রিয়াশ্বগণকে বিশেষ বিবেচনা সহ ছুটাইও! শ্রুতি বলিতেছেন ঐ শুন:—

বিজ্ঞান সারথিযস্তু মনঃ প্রগ্রহ বল্লবঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি যস্মাদ্ভুয়োন জায়তে॥

নিজের সামর্থে কুলাইবে না, গুরুর শরণ লইও। আধ্যাত্মিক কথা শ্রবণ করিও, শাস্ত্র পাঠ ও সাধুসঙ্গ করিও। হিন্দুশাস্ত্রকারগণের ব্যবস্থাই ত আছে,—

ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ
গৃহী ভূত্বা বনীভূবেৎ বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ।
(জাবালোপনিষৎ)

যথাযথ ব্রহ্মচর্য্য সমাপন হইবার পর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন বিধেয়। তারপর বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। পশ্চাৎ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণীয়। সাধারণ ব্যক্তিগণের

জন্য শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা। অতএব আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার বিষয় বৈরাগ্য যেন ফুটিয়া উঠে। সংসার কর্ত্তব্য পালনের পর পরিশেষে যেন ভগবানে আকুলতা সম্যক জন্মে। মহারাজ বাল্যেই ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত করিতে হইবে, যৌবনে জলসেচন করিয়া যাইতে হইবে, প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে তবেই তাহার ফলফুল দেখা দিবে। মহারাজ, যৌবনে মন বড় চঞ্চল, বড় স্বার্থপর, বড় আমোদপ্রিয় ও বড় দুর্দ্দমনীয় থাকে, এই সময়ে বিষয় সেবার সঙ্গে সংযম অভ্যাস করিয়াও যাইতে হইবে। তরঙ্গসঙ্কুল নক্রকুম্ভীরাদি ভীষণ অতল নদীতে নৌকা না চালাইলে নৌবিদ্যা শিক্ষা হয় না। জল স্থির থাকিলে ডুবিবার ভয় না থাকিলে বালকেও ভেলা ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, তাহাতে নৌবিদ্যা শিক্ষা হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সহ্য শক্তি অভ্যাস না থাকিলে শেষে আর সংযম শিক্ষার অধিকার জন্মে না। বড় ঝঞ্ঝাটের সময় চঞ্চল উদ্দাম মনকে যদি কিছুক্ষণের জন্য সামান্য রকমও স্থির ও শান্ত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্থির শান্ত বয়সে পরমার্থ তত্ত্বে অনেক দূর অগ্রসর হইতেও পারা যায়। মহারাজ, আমাদের শাস্ত্রে তাই অষ্টম বৎসর বয়স হইতেই ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়নের ব্যবস্থা। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার পক্ষেও শিব পূজা ব্যবস্থা। অনেকে যৌবন কাল বিলাসিতায় ভোগে কাটাইয়া দিয়া বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মে মতি স্থির করিবেন মনে করেন। পয়তাল্লিশ বৎসর কিম্বা পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে তবে মন্ত্র গ্রহণের সময় বলিয়া ধারণা করেন। শেষ বয়সে ইন্দ্রিয় মনপ্রাণ সবই শক্তিহীন থাকে, সেই শক্তিহীন ইন্দ্রিয় মনপ্রাণের দ্বারা বড় রকমের ধর্ম্ম কার্য্য হয় না। চিত্তের একাগ্রতা শক্তি বার্দ্ধক্যে সামান্যই থাকে। তবে যদি অল্প বয়স হইতে একাগ্রতা শক্তি শঙ্করের দিকে মন দেওয়া যায়, জপাদিতে একাগ্রতা শক্তির বলে স্মৃতি সমানাকারা হইয়া উঠে।

মহারাজ, যৌবন কাল এখন সবে তোমার আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় হইতেই সংযম অভ্যাস করিও, পূজা অর্চ্চনা জপাদিতে মন দিও, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভুলিও না। তবেই দেখিবে, বানপ্রস্থ অবলম্বনের জন্য যখন এইস্থানে আসিবে, তখন দেখিব মহারাজ, কলিতে রাজর্ষি জনকের উদ্ভব হইয়াছে। ভগবানের শরণ লও, তিনি উদ্ধার করিবেন, তিনিই তোমাকে হাতে ধরিয়া এ অন্ধকার কারা হইতে উদ্ধার করিবেন। ঐ শুন ভগবানের আহ্বান—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সকল সময়ে শ্রীভগবানে চিত্ত রাখিতে পারিলে, তাঁহাতে নির্ভর থাকিতে পারিলে তাঁহার প্রসাদে সংসারে শোক, তাপ, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারা যায়। আর যদি কেহ অহঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবানের উপদেশ শাস্ত্রের আদেশ না শুনে, তবে সে বিনষ্ট হইয়া যায়। মহারাজ, দেখিও যেন বিনষ্ট হইও না। আধ্যাত্মিক পতনের দিকে নামিয়া যাইও না।

ফলিত জ্যোতিষ।

লেখক,— ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।

"অন্যান্য শাস্ত্রে যু বিনোদমাত্রং ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিত জ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি॥"

জ্যোতিষশাস্ত্র এক দিন হিন্দুদিগের পরম আদরের সামগ্রী ছিল। অতি প্রাচীন কালের হিন্দুগণ এই শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এতদ্বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ দুইভাগে বিভক্ত; গণিত ও ফলিত। গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রের গতি ও আকার প্রকারাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। ফলিত জ্যোতিষের (Astrology) সাহায্যে আমরা মানবের ভাগ্য গণনা করিতে পারি। এই প্রবন্ধে ফলিত জ্যোতিষের কথাই কিছু কিছু আলোচনা করিব।

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টি গ্রহ আকাশস্থ এক কল্পিত রাশিচক্রের (Qodiac) মধ্যে নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ রাশিচক্র মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন নামে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। এই দ্বাদশ রাশির অপর নাম ক্রিয়, তাবুরি, জিতুম, কুলীর, লেয়, পাথেয়, যুক, কৌর্পাখ্য, তৌক্ষিক, আকোকের, হৃদ্রোগ ও অন্ত্যভ।

প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ (30 degrees) এবং উহা সওয়া দুই নক্ষত্র দ্বারা গঠিত।

"অশ্বিন্যা সহভরণী কৃত্তিকাপাদশ্চ কীর্ত্তিতো মেষঃ।
বৃষভঃ কৃত্তিকাশেষং রোহিণ্যর্দ্ধঞ্চ মৃগশিরসঃ॥
মৃগশিরসোঽর্দ্ধং চাদ্র্রা পুনর্ব্বসোস্ত্রিপাদং মিথুনং।
পাদঃ পুনর্ব্বসোরন্ত্যঃ পুষ্যোঽশ্লেষা চ কর্কটঃ
সিংহোঽথ মঘা পূর্ব্বফল্‌গুনী পাদ উত্তরায়াঃ।
তচ্ছেষং হস্তা চিত্রার্দ্ধঞ্চ কন্যকাখ্যঃ॥
তৌলিনি চিত্রার্দ্ধং স্বাতী বিশাখায়াঃ পাদত্রয়ং।
অলিনি বিশাখা পাদস্তথানুরাধান্বিতা জ্যেষ্ঠা॥
মূলং পূর্ব্বাষাঢ়া প্রথমশ্চাপ্যুত্তরাংশকো ধন্বী।
মকরস্তৎ পরিশেষং শ্রবণা চার্দ্ধং ধনিষ্ঠায়াঃ॥
ধনিষ্ঠার্দ্ধং শতভিষা পূর্ব্বভাদ্র পদপাদত্রয়ং কুম্ভঃ।
পূর্ব্বভাদ্রপদা শেষস্তথোত্তরা রেবতী মীনঃ॥"

অশ্বিনী, ভরনী প্রত্যেকের ৪ পাদ ও কৃত্তিকার ১ পাদ দ্বারা মেষ রাশি; কৃত্তিকার অবশিষ্ট ৩ পাদ, রোহিনীর ৪ পাদ ও মৃগশিরার ২ পাদ দ্বারা বৃষ রাশি; মৃগশিরার অবশিষ্ট ২ পাদ আর্দ্রার ৪ পাদ ও পুনর্ব্বসুর ৩ পাদ দ্বারা মিথুন রাশি; পুনর্ব্বসুর অবশিষ্ট ১ পাদ, পুষ্যার ৪ পাদ ও অশ্লেষার ৪ পাদ দ্বারা কর্কট রাশি; মঘার ৪ পাদ. পূর্ব্বফল্গুনীর ৪ পাদ ও উত্তর ফল্গুনীর ১ পাদ দ্বারা সিংহ রাশি; উত্তরফল্গুনীর অবশিষ্ট ৩ পাদ, হস্তার ৪ পাদ ও চিত্রার ২ পাদ দ্বারা কন্যা রাশি; চিত্রার অবশিষ্ট ২ পাদ, স্বাতীর ৪ পাদ ও বিশাখার ৩ পাদ দ্বারা তুলা রাশি; বিশাখার অবশিষ্ট ১ পাদ, অনুরাধার ৪ পাদ ও জেষ্ঠার ৪ পাদ দ্বারা বৃশ্চিক রাশি; মূলার ৪ পাদ পূর্ব্বাষাঢ়ার ৪ পাদ ও উত্তরাষাঢ়ার ১ পাদ দ্বারা ধনু রাশি; উত্তরাষাঢ়ার অবশিষ্ট ৩ পাদ, শ্রবণার ৪ পাদ ও ধনিষ্ঠার ২ পাদ দ্বারা মকর রাশি; ধনিষ্ঠার অবশিষ্ট ২ পাদ, শতভিষার ৪ পাদ ও পূর্ব্বভাদ্র পদের ৩ পাদ দ্বারা কুম্ভ রাশি এবং পূর্ব্বভাদ্রপদের অবশিষ্ট ১ পাদ, উত্তরভাদ্রপদের ৪ পাদ ও রেবতীর ৪ পাদ দ্বারা মীন রাশি সংগঠীত হয়।

রাহু কেতু ভিন্ন আর সকল গ্রহই রাশিচক্রে বামাবর্ত্তক্রমে পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ মেষ হইতে বৃষ রাশিতে, বৃষ হইতে মিথুনে—এইরূপ ভাবেই চলিতে থাকে। রাহু কেতুর বিপরীত গতি। তাহারা মেষ হইতে মীনে, মীন হইতে কুম্ভে গমন করে।

শাস্ত্রে গ্রহগণের রাশিভোগের কাল এইরূপ লিখিত আছে:—

"রবির্মাসং নিশানাথ স পাদ দিবসদ্বয়ম্।
পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রো বুধোঽষ্টাদশ বাসরান্॥
বর্ষমেকং সুরাচার্য্যশ্চাষ্টাবিংশদ্দিনং ভৃগুঃ।
শনিঃ সার্দ্ধদ্বয়ং বর্ষং স্বর্ভানুঃ সার্দ্ধবৎসরম্॥"

মোটামুটি হিসাবে রবি এক রাশিতে পূর্ণ এক মাস, চন্দ্র ২ দিন ১৫ দণ্ড, মঙ্গল ৪৫ দিন; বুধ ১৮ দিন, বৃহস্পতি ১ বৎসর, শুক্র ২৮ দিন, শনি ২ বৎসর ৬ মাস এবং রাহু কেতু প্রত্যেকে ১ বৎসর ৬ মাস অবস্থিতি করে।

তাহা হইলে দেখা গেল; রবির সমস্ত রাশিচক্রটি পরিভ্রমণ করিতে এক বৎসর, চন্দ্রের ২৭ দিন, মঙ্গলের ৫৪০ দিন, বুধের ২১৬ দিন, বৃহস্পতির ১২ বৎসর, শুক্রের ৩৩৬ দিন, শনির ৩০ বৎসর এবং রাহু কেতু প্রত্যেকের ১৮ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু গ্রহগণের গতি এক প্রকার শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় না। এ কারণ অনেক সময় তাহাদের গতির ন্যূনাধিক্য হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাশিভোগ কালেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জন্মকালীন লগ্ন স্থির ও রাশি চক্রে নবগ্রহ সন্নিবেশ করিয়া গ্রহগণের বলাবল বিচার পূর্ব্বক জ্যোতির্ব্বিদেরা জাতকের স্বরূপ ও স্বভাবাদি নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই গ্রহ সন্নিবেশ ও লগ্ন নিরূপণ করিবার সহজ প্রণালী এইরূপ;—

পঞ্জিকায় প্রত্যেক মাসের প্রথমে একটি করিয়া রাশিচক্র দেওয়া আছে। ঐ রাশি চক্রের সঙ্গেই সেই মাসের কোন্ তারিখে কতক্ষণে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে সঞ্চারিত হইবে তাহারও একটি তালিকা দেওয়া থাকে। ঐ তালিকায় রবি ও চন্দ্রের সঞ্চারের কথা লেখা থাকে না; কারণ রবি বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে, জৈষ্ঠে বৃষ রাশিতে, এইরূপ ভাবে এক এক রাশিতে পূর্ণ এক মাস কালই অবস্থিতি করে। চন্দ্রের সঞ্চার প্রত্যেক দিন-পঞ্জিকার পার্শ্বেই লেখা আছে।

পঞ্জিকা লিখিত সঞ্চার তালিকাদি দৃষ্টে অভীষ্ট সময়ে কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে থাকিবে, নিশ্চয় করত রাশিচক্রে স্থাপন করিতে হয়। মনে কর, সন ১৩২৩ সালের ১২ই চৈত্র বেলা ১৫ দণ্ড সময়ে একটি বালক জন্মগ্রহণ করিল। পঞ্জিকায় দেখিলাম (সন ১৩২৩ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা দেখ) চৈত্র মাসের প্রথম রাশি চক্রে রবি মীনে, চন্দ্র তুলায়, মঙ্গল বুধ ও শুক্র কুম্ভে, বৃহস্পতি মেষে, শনি কর্কটে, রাহু ধনুতে এবং কেতু মিথুনে রহিয়াছে। কিন্তু সঞ্চার তালিকায় দেখিতেছি ৩রা চৈত্র ৩৯ দণ্ড ৬ পলে বৃহস্পতি ভরনী নক্ষত্রে, ৫ই ৩৩ দণ্ড ১৩ পলে বুধ মীন রাশিতে, ৬ই ২ দণ্ড ৫৯ পলে মঙ্গল মীন রাশিতে, ৭ই ২১ দণ্ড ৩৯ পলে বুধ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে, ৮ই ৪৯ দণ্ড ৪৫ পলে শুক্র মীন রাশিতে, ১০ই ১৭ দণ্ড ১ পলে মঙ্গল উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং ১১ই ২৯ দণ্ড ৫২ পলে শুক্র উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যাইবে। ১২ই তারিখের দিন-পঞ্জিকার পার্শ্বে দেখিলাম সে দিবস চন্দ্র মেষ রাশিতে রহিয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল বালকের জন্ম সময়ে গ্রহগণ রাশিচক্রে এই ভাবে অবস্থিত আছে :—

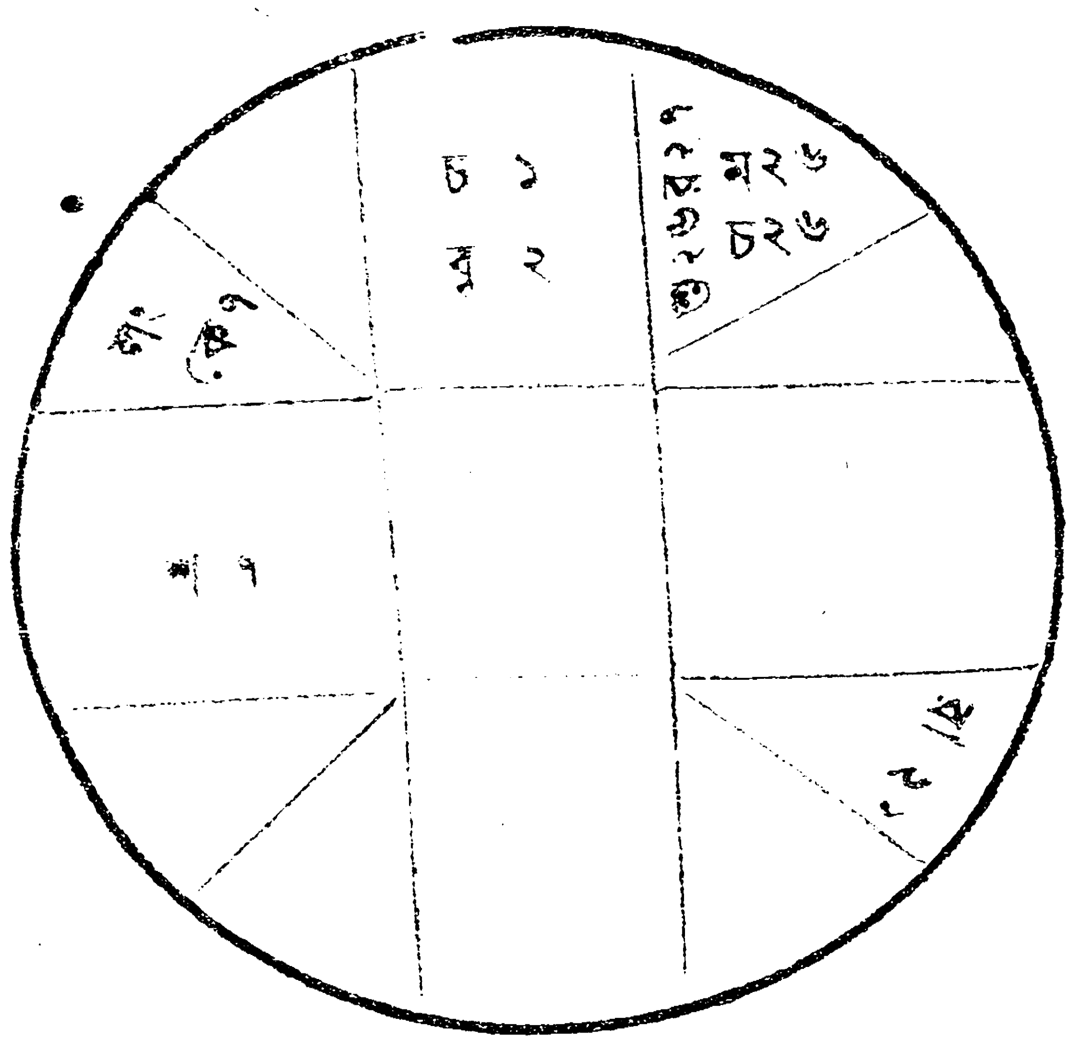

জাতকের জন্ম লগ্ন নির্ণয় করিতে হইলেও পঞ্জিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। দিবারাত্রির মধ্যে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়। সূর্য্যোদয়ের সময়ে যে লগ্নের উদয় হয় তাহাকে উদয় লগ্ন এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে যে লগ্নের উদয় হয় তাহাকে অস্ত লগ্ন বলে। সকল লগ্নেরই একটি পরিমাণ আছে। তবে সকল দেশের লগ্ন মান সমান নহে। কলিকাতা ও তৎপূর্ব্ব পশ্চিম দেশের অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্ন মান এই রূপ :—

	দণ্ড।	পল।	বিপল
মেষ	৪।	৮।	২৭
বৃষ	৪।	৫১।	৩৮
মিথুন	৫।	৩০।	৬
কর্কট	৫।	৪০।	১৮
সিংহ	৫।	৩২।	৪৮
কন্যা	৫।	২৯।	৪০
তুলা	৫।	৩৭।	১২
বৃশ্চিক	৫।	৪০।	১৫
ধনু	৫।	১৫।	৫৪
মকর	৪।	৩১।	৪৯
কুম্ভ	৩।	৫৫।	২৩
মীন	৩।	৪৬।	২০

পঞ্জিকার প্রত্যেক তারিখে কোন্ লগ্নের কত অংশ ভোগ করিয়া সূর্য্যের উদয় এবং কোন্ লগ্নের কত অংশ ক্ষয় করিয়া অস্ত তাহা লিখিত আছে। উদয় লগ্নের পূর্ণমাণ হইতে ভুক্তাংশ বাদ দিয়া তাহাতে পর পর লগ্নমাণ যোগ করিলেই অভীষ্ট সময়ের লগ্ন নিরূপণ করা যায়। সন ১৩২৩ সালের ১২ই চৈত্র বেলা ১৫ দণ্ড সময়ে যে বালকটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাহার লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলাম, ১২ই চৈত্র মীন লগ্নের ১ দণ্ড ১৪ পল ১৩ বিপল গতে সূর্য্যোদয়। মীনের পূর্ণ লগ্নমান ৩ দণ্ড ৪৬ পল ২০ বিপল। ঐ পূর্ণ লগ্নমান হইতে ভুক্তাংশ বাদ দিলে অবশিষ্ট ২ দণ্ড ২২ পল ৭ বিপল রহিল। এইবার ইষ্ট সময় না পাওয়া পর্য্যন্ত উহাতে পর পর লগ্নমান যোগ করিতে হইবে।

		দণ্ড।	পল।	বিপল
মীন লগ্নের ভোগামান		২।	২২।	৭
মেষ লগ্নমান		৪।	৮।	২৭
	সমষ্টি	৬।	৩০।	৩৪
বৃষ লগ্নমান		৪।	৫১।	৩৮
	সমষ্টি	১১।	২২।	১২
মিথুন লগ্নমান		৫।	৩০।	৬
	সমষ্টি	১৬।	৫২।	১৮

এ স্থলে জাতকের মিথুন লগ্নই স্থির হইল; কারণ অভীষ্ট সময় অর্থাৎ দিবা ১৫ দণ্ড ঐ মিথুন লগ্নের মধ্যেই পড়িল।

রাশিচক্রে গ্রহগণের আদ্যক্ষরই লেখা থাকে। যথা র, চ, ম অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল। গ্রহগণের পশ্চাতে যে অঙ্ক দেখা যায় সে'টি নক্ষত্রাঙ্ক।

জন্ম সময়ে যে রাশিতে চন্দ্র অবস্থিতি করে সেইটিই জাতকের রাশি বলিয়া অভিহিত হয়। যে স্থানে "লং" অক্ষর (লগ্নের সাঙ্কেতিক চিহ্ন) লিখিত হয় সেইটিই লগ্নস্থান বা তনুস্থান। তনুস্থানে বয়স, বর্ণ, আয়ুঃ, জাতি ও সুখ দুঃখাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। বামাবর্ত্তক্রমে লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে ধন; তৃতীয় স্থানে সহোদর; চতুর্থে বন্ধু; পঞ্চমে বিদ্যা, বুদ্ধি ও অপত্য; ষষ্ঠে শত্রু, মাতুল ও পীড়াদি; সপ্তমে জায়া ও বাণিজ্য; অষ্টমে মৃত্যু, অপবাদ ও চিন্তা; নবমে ধর্ম্ম; দশমে কর্ম্ম, মান ও কীর্ত্তি; একাদশে আয় এবং দ্বাদশে ব্যয়াদি সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়।

এই তন্বাদি দ্বাদশ স্থানের অপর নাম দ্বাদশভাব। ইহার মধ্যে আবার লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমভাবস্থান গুলি "কেন্দ্র" এবং পঞ্চম ও নবম স্থানদ্বয় "ত্রিকোণ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ

ভক্তের ভগবান্।

শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস গোস্বামী বিরচিত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

কশ্যপালয়।—অদিতি ও কশ্যপ।

অদি। একি নাথ! অকস্মাৎ এত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত কেন? আমার দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হচ্চে, আকাশ রক্তবর্ণ রজোময়, বায়ু ধূম পাংশু ভারে ঘনায়িত, নীলাম্বরে নক্ষত্র নিকর যেন ঘন ঘন কম্পিত হচ্চে; এত নিতান্ত অমঙ্গল সূচক। দেবগণের কোনও অকল্যাণ ঘটে নি ত?

কশ্য। দেবি! তোমার পুত্রেরা অমর, তাদের জন্য আশঙ্কা কর কেন? ব্রহ্মাণ্ডে কারও সকল দিন সমান যায় না। একদিন সুখ, একদিন অসুখ, একদিন হাস্য একদিন রোদন, জীবের বিধিলিপি। দিনের পর রাত্রি, জ্যোৎস্নার পর অমা, রৌদ্রের পর মেঘ হয়েই থাকে, আবার মরে, আবার হয়, আবার মরে, এই ত সংসারের ধর্ম্ম, তার জন্য উতলা হওয়ার প্রয়োজন কি?

(বৃহস্পতির প্রবেশ)

এই যে বাচস্পতি ঠাকুর। আসতে আজ্ঞা হৌক। দেবগণের কুশল ত?

বৃহ। বিষম বিভ্রাট উপস্থিত।

অদি। বিভ্রাট! কি বিভ্রাট? স্বর্গে কোন অত্যাচার আরম্ভ হয়েচে নাকি? অথবা আর কোনও অতর্কিত প্রমাদ ঘটেছে?

বৃহ। প্রমাদ, বিষম প্রমাদ।

কশ্য। দেবরাজ পদ দৃপ্ত দেবেন্দ্র বোধ হয় কোনও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা অতিক্রম করে ব্রাহ্মণের কোপানল প্রজ্জ্বলিত করেছেন? এক ব্রহ্মশাপ প্রশমন হেতু আমি এখনও উদবাস ব্রতাবলম্বন করে আছি, আবার তার পুনরাবৃত্তি?

বৃহ। না।

অদি। তবে কি বিভ্রাট দেব গুরো?

বৃহ। ভ্রাতৃবিরোধ।

কশ্য। বুঝেছি, এ বিবাদ আর কিছু নয়। এমন ভ্রাতৃবিরোধ আর কি হ'তে পারে, যাতে ত্রিদিবে বিভ্রাট উপস্থিত হয়? এ নিশ্চয় ইন্দ্রের সঙ্গে উপেন্দ্রের বিরোধ।

বৃহ। তাই।

কশ্য। কনিষ্ঠ উপেন্দ্রের প্রতি অসূয়া পরবশ পাকশাসন অকারণ কৃষ্ণের সঙ্গে বার বার বিবাদেরই সূচনা করে থাকে। জানেনা, যে ত্রিলোক পতি ত্রিবিক্রম কৃপাকরে আমাদের পুত্রত্ব আর তাঁর কনিষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। সে আমাদের সৌভাগ্য মাত্র। কোথায় তাতে গৌরব মনে করে আনন্দিত থাকবে, সেটা শ্লাঘার বিষয় মনে করবে, না সেই বৈকুণ্ঠপতির প্রতি নিয়তই বিদ্বেষ ভাব বহন করে অবসন্ন হয়।

অদি। কি নিয়ে বিবাদের সূচনা ?

বৃহ। কল্পতরু।

অদি। কৃষ্ণ কল্পতরু চান বোধ হয় ?

বৃহ। চান।

কশ্য। আর ইন্দ্র তা দিতে অস্বীকৃত, তাই—ত্রিলোকেশ ত্রিবিষ্টপে বিষম বিভ্রাট বাধিয়েছেন, বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

বৃহ। ঠিক।

অদি। তা আপনারা ইন্দ্রকে গাছটা দিতে বলুন না কেন ?

বৃহ। বৃথা বলা।

অদি। সত্য কথা, গুরু বাক্য যদি অগ্রাহ্য করে, তবে তার অকল্যাণ হবে।

কশ্য। তবে আর কি হবে ? স্বেচ্ছায় বিপদকে আলিঙ্গন করলে কে কি করতে পারে ? আমরাইবা কি করতে পারি ?

বৃহ। প্রতি বিধান।

কশ্য। সৃষ্টি স্থিতি সংহার কারণ সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় প্রতিরোধ করতে ত্রিলোকে কারও সাধ্য নাই। ইন্দ্র সেই অসাধ্য কার্য্য করতে সাহসী হয়েছে। তাকে রক্ষা করা ব্রহ্মারও অসাধ্য, আমি কি করে কি প্রতিবিধান করব সে নিজ কর্ম্মফল ভোগ করবে। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্।"

অদি। সেকি প্রভু! ইন্দ্রকে রক্ষা করবেন না ? আপনি তার প্রতি উদাসীন হলে কে তাকে রক্ষা করবে ? সে যে আমাদের সন্তান। সন্তান সহস্র অপরাধে অপরাধী হলেও পিতামাতার কাছে সে সন্তান সে সেই শিশু সন্তান। কেও তাকে রক্ষা না করে আমি তাকে রক্ষা করব। আমি ত উপেন্দ্রেরও জননী।

কশ্য। দেবি! ইচ্ছাময়ের যা ইচ্ছা হয়, তা কখনই অপূর্ণ থাকে না। কেমন করে তুমি ইন্দ্রকে রক্ষা করবে ?

বৃহ। ইচ্ছা পূর্ণ করে।

কশ্য। (ভাবিয়া) ভাল, বাচস্পতি, ঠাকুর! দেখি, কতদূর কি কর্‌তে পারি।

বৃহ। স্বস্তি। (প্রস্থান)

কশ্য। দেবি! বার বার উদ্ধত ইন্দ্রকে কত রক্ষা করব ? এই উদবাস ব্রত শেষ না হইতেই আবার বিভ্রাট।

অদি। কি করবেন ? সে যে সন্তান। শতবার, সহস্রবার, লক্ষবার তাকে রক্ষা করতে হবে।

কশ্য। চল দেখি। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

নন্দন-কানন।

অপ্সরাবালাগণের সঙ্গীত। পশ্চাতে রক্ষীবেষ্টিত কল্পদ্রুম।

গীত।

ভুবনে অনুপম, নন্দন উপবন, সুরপতি বিলাস ভবন।
কুসুমিত তরুঘন আরবিত কুঞ্জবন, কুহরিত কোকিল পঞ্চম।
রতি রতিপতি, করেন বসতি, বিতরে আমোদ রাশি মন্দ পবন॥

১ম প্রহরী। ওরে সাবধান, এরাই চোর। কল্পতরু কি, আমাদেরই বা চুরি করলে। ওই দেখ্‌ছিস্ ত এদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে।

২য় প্রহরী। কে চোর ?

১ম প্র। (একজন অপ্সরাকে দেখাইয়া) ঐ উনি আড়ে আড়ে দেখ্‌ছে দেখছিস্ না ? গতিক বড় সুবিধা নয়।

১ম অপ। আরে মলো। আমার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে চোর চোর কি বল্‌ছিস্ ?

১ম প্র। চোরকে চোর বলব না ত কি মহর্ষি বলব ?

১ম অপ। খবরদার, মুখ সাম্‌লে কথা কস্, আমি তোর কি চুরি করেছি যে তুই চোর বলিস্ ?

১ম প্র। এই আমার মনটা, এলে আর টপ্ করে হাতিয়ে নিলে চাঁদ।

১ম অপ। (ঈষৎ হাসিয়া) তা এমন অসামাল হয়ে থাকিস কেন ?

১ম প্র। গৃহস্থ একটু অসাবধান হলেই কি তার সর্ব্বস্ব চুরি কর্‌তে হয়। তোমরাই সবাই বলত গা ? একটু না হয় অসামাল হয়েই পড়েছি ?

১ম অপ। তুই যদি আপনার তা না সামলে রাখ্‌তে পারিস্ ত তোর স্ত্রীকে পাহারা দিতে বলিস্।

১ম প্র। হায় হায়। তা থাকলে কি আর বলতে হত? এ দীন সে ধনে বঞ্চিত।

১ম অপ। ওঃ বুঝেছি. যা একটা বিয়ে কর্‌গে যা, তাহলে আর চুরি যাবে না।

১ম প্র। এখন আর এ চিত্তহারাকে আর কে বিবাহ করবে, এক তুমিই পার, তোমারই কাছে ত মনটা আছে।

১ম অপ। তুই থাকবি নন্দন কাননের প্রহরায়, আর আমি তোর মন পাহারা দিয়ে বেড়াই! এত গরজ নেই। যদি তোর মনের পাহারা দিতে হয়, তবে আমার নজর বন্দীতে তোকে থাক্‌তে হবে আমার হুকুম না নিয়ে এক পা নড়তে পাবিনে।

১ম প্র। (সানন্দে) তা. তা—আপাততঃ তাই হবে।

১ম অপ। আপাততঃ নয়, বরাবর; নইলে দুরহ। এ নিগড় একবার পায়ে পরলে আর খোলা যায় না।

১ম প্র। ভাল দেখা যাক্ তাই না হয় হবে।

১ম অপ। আবার দেখা যাক? তা হলে হবেনা, আমি চল্‌লাম।

১ম প্র। আরে না, না. একেবারে চটে যাও কেন? যেওনা, যেওনা যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।

১ম অপ। ঠিক কথা ত? দেখিস। বুঝে শুঝে যুপকাষ্টে গলা বাড়িয়ে দে, পরে আর উপায় থাকবে না।

১ম প্র। খুব ঠিক, তুমি যে কড়া মনিব, তোমার কাছে কথার খেলাপ হবার যো আছে কি? এরই মধ্যে হুকুম চালাচ্ছ।

১ম অপ। হাঁ, ঠিক আমার হুকুম মত চল্‌তে হবে, আমার মন জুগিয়ে চল্‌তে হবে।

১ম প্র। তার ভাবনা কি? পায়ে তেল দেওয়া ত? তিনটে ঘানি ইজারা নেব।

১ম অপ। তবে আয়। তুই পারবি।

২য় অপ। এক যাত্রায় পৃথক ফল। এলি আর নিজের বিয়ের সম্বন্ধ করে চল্‌লি। একটা কেনা গোলাম যোগাড় করে নিলি।

১ম অপ। আরও ত যক্ষ আছে, তোরাও এক একটা বেছে নেনা।

২য় প্র। আমরা ও রকম গোলামিতে রাজি নই।

৩য় অপ। আমাদের প্রয়োজন নাই। (অন্য অপ্সরাগণের প্রতি) চল লো. আমরা যাই, ও ত আর আমাদের সঙ্গে যাবে না।

(অপ্সরাগণের প্রস্থান, পশ্চাতে ১ম অপ্সরার গমন ও ১ম যক্ষের অনুগমন)

২য় প্র। (১ম প্রহরীকে) কোথা যাস্? গাছের প্রহরা ছেড়ে গেলে দেবরাজ বিষম ক্রোধ কর্‌বেন।

১ম প্র। তোরা ত আছিস্। আমি এখন আর কিছু দিন আস্‌তে পারব না।

১ম অপ। আবার কিছু দিন?

১ম প্র। এখন ওদের ঐ কথা বল্‌লাম। তুমি ওকথায় কাণ দেও কেন?

২য় প্র। তা বুঝেছি, যা—(দেখিয়া) ওরে ওদিকে তিনটে লোক একটা পাখী চড়ে এসে নামল না, এই দিকেই আসছে যে?

৩য় প্র। ওরা মানুষ যে? পৃথিবীতে থাকে।

২য় প্র। পৃথিবীতে থাকে? ওরা কি করে? দেখ্‌তে ঠিক আমাদের মত না?

৩য় প্র। ওরা খায় দায়, মারামারি কাটাকাটি করে, মরে, আবার বাঁচে আবার মরে।

৪র্থ প্র। এখানে একটা মরে ত দেখি কেমন করে মরে।

(কৃষ্ণ, সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ওই কল্পদ্রুম, তুমি ওকে তুলে সুপর্ণের পৃষ্ঠে রাখগে।

সাত্য। কল্পদ্রুম এত ছোট?

কৃষ্ণ। উনি স্বেচ্ছায় নানারূপ ধরেন, আজ আমাদের প্রতি কৃপা করে ক্ষুদ্রাকার রূপ ধরেছেন, তুমি নিয়ে যাও, বিলম্ব করোনা।

(সকলে অগ্রসর)

৪র্থ প্র। এই মানুষ। তোরা কেমন করে মরিস, একবার একজন মরনা দেখি।

সাত্য। এই দেখাচ্ছি। (পারিজাত তরুর নিকট গমন)

প্রহরীগণ। এই ওদিকে যাসনে, ও পারিজাত তরু।

সাত্য। সেই জন্যই ত যাচ্ছি। (তরু উৎপাটন, সকলে সাত্যকিকে ধরিতে গমন)

কৃষ্ণ। খবরদার! পালা এখান থেকে।

প্রহরীগণ। (চমকিয়া) ওবাবা! এ আবার কে? জোর দেখ! তোরা পালা, নইলে এখনই দেবরাজের হাতে মর্‌বি।

প্রদ্যুম্ন। চুপ্! যা, তোর দেবরাজকে ডেকে দিগে, নইলে দেখ্‌ছিস্।

(ধনুকে তীর যোজন)

প্রহরীগণ। (ভীত হইয়া) ভাইত, চল দেবরাজকে সংবাদ দিইগে, এরা সহজ লোক নয়। (প্রস্থান)

সাত্য। চলে আসুন, এখনই দেবতারা আসবে।

কৃষ্ণ। আসুক, চোরের মত অপহরণ করে পালান উচিত নয়, ইন্দ্রকে প্রবোধ দিয়ে যেতে হবে! তুমি সশস্ত্র থেক, যেন কেও কল্পতরু স্পর্শ করতে না পারে। (প্রস্থান)

সাত্য। কার সাধ্য।

প্রদ্যুম্ন। ঐ শুনুন চারিদিকে কোলাহল আর অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শোনা যাচ্ছে।

(যোদ্ধৃবেশে ইন্দ্র প্রবীর ও জয়ন্তের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। দেবরাজের চরণে প্রণাম।

প্রদ্যুম্ন। জ্যেষ্ঠতাত পদে প্রণাম। (পরে জয়ন্তকেও প্রণাম করিলেন)

ইন্দ্র। সদা আমি শুভাকাঙ্ক্ষী তোমার কেশব!
কিন্তু একি রীতি তব? মানব হইয়া
দেবের বিভবে বাঞ্ছা! বামনের ইচ্ছা
পেতে শশধরে! চাহ পারিজাত তুমি!
কপট তস্কর! বিনা মম অনুমতি,
উৎপাটিয়া কল্পতরু যেতেছ লইয়া?
কল্যাণ যত্তপি চাও, এই দণ্ডে আনি
যথাস্থানে দেহ রাখি কল্পতরু বরে।

কৃষ্ণ। দাদা! সর্ব্বতোভাবে আপনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ। আমি চোর হই, কপট হই, আর যা কিছু হই, আপনি জ্যেষ্ঠ, আমি কনিষ্ঠ, আপনার ভ্রাতৃবধূর ব্রতের জন্য কল্পতরু নিয়ে যাচ্ছি, নচেৎ আমার তাতে কি প্রয়োজন? তবে যে না বলে বৃক্ষ উৎপাটন করেছি, তার হেতু এই যে, আমি জানি জ্যেষ্ঠের সম্পত্তিতে আমার সমান অধিকার। এখন আপনি নিরাপদে গৃহে যেতে পারেন, আমি বিদায় হই।

ইন্দ্র। এত স্পর্দ্ধা! নিরাপদে গৃহে যাব আমি!
(প্রবীর ও জয়ন্তের প্রতি)
প্রবীর! জয়ন্ত! যাও যথা কল্পতরু,
বাহুবলে তুলে আনি রাখ যথা স্থানে
যদি বাধা দেয় কেহ, নাশিবে তাহারে।

প্রবীর। যথা আজ্ঞা সুরপতি। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রদ্যুম্ন। কাকা একাকী আছেন, দু-জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যদি কাতর হন, আমি তাঁহার সহায় হইগে।

কৃষ্ণ। (হাসিয়া) সাত্যকি আমার শিষ্য, এরা দুজন ত তুচ্ছ, দিক্‌পালগণ সহ স্বয়ং ইন্দ্রও তাকে পারেন না, তবে ইচ্ছা কর, যাও যুদ্ধ দেখ গিয়ে।

প্রদ্যুম্ন। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

ইন্দ্র। এত গর্ব্ব বাসুদেব, গোপাল পালিত!
সমকক্ষ নহে ইন্দ্র তোমার শিষ্যের।
হীন বজ্র পাণি ক্ষুদ্র মানবের কাছে!
প্রবেশ বহ্নিতে তবে শলভের প্রায়,
বজ্রাঘাতে দর্প চূর্ণ হউক তোমার।
অগ্রে তুমি, শিষ্য তব মরিবে পশ্চাতে।

কৃষ্ণ। (সহাস্যে) সুরনাথ বজ্রের স্পর্দ্ধা করছেন! একবার আমার বাহন সুপর্ণের প্রতি বজ্র প্রয়োগ করেছিলেন না? সে অনুগ্রহ করে একটি মাত্র পক্ষ দিয়ে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করেছিল না? সেই বজ্র চক্রধারীর প্রতি প্রয়োগ করবেন? ভাল করে দেখুন, সুদর্শনে অশনি চূর্ণ হয়ে ব্রহ্মাণ্ড থেকে বজ্র নিলুপ্ত হয় কিনা? অযোগ্য হস্তে আর বজ্র থাকবার প্রয়োজন নাই—অযোগ্য পাত্রে আর ইন্দ্রত্বও শোভা পায় না। দেখুন বজ্রক্ষেপণ করে, বজ্রের স্পর্দ্ধা ঘুচে যাক।

ইন্দ্র। নাহি কার্য কৃষ্ণ! বৃথা ভীতি প্রদর্শনে,
ত্যজ তব সুদর্শন—আমিও দম্ভোলি—
নিঃক্ষেপি দেখাই, শক্তি কাহার অধিক।
আজি এ সমরাঙ্গণে হয়ে যাক্ স্থির
উভয়ের মধ্যে শক্তি কাহার অধিক।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,

দেখুক সকলে শক্তি কাহার অধিক।
বলবত্র নিসূদন বজ্রধর আমি,
মানব, গোপাল তুমি বসুদেব সুত,
যদ্যপি তোমার বল দেবের অধিক
প্রতিপন্ন হয় এই অযোগ্য সংগ্রামে,
লুপ্তহোক স্বর্গরাজ্য, কিংবা ক্ষুদ্র নর
শাসন করুক স্বর্গ, অথবা অকালে
করুক ব্রহ্মাণ্ড লোপ দিকপালগণ
ধরিয়া সংহার মূর্ত্তি প্রলয় কালের।

কৃষ্ণ। তাই হৌক তবে, কর বজ্র প্রহার।

ইন্দ্র। কর আত্মরক্ষা যদি সাধ্য থাকে তব।

(ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন ও কৃষ্ণ চক্র বিঘূর্ণিত করিলেন, এমন সময় দিক্‌ আলোকিত ও অম্বর পথ ভেদ করিয়া কশ্যপ, অদিতি ও বৃহস্পতির আবির্ভাব)

কশ্য। ক্ষান্ত হও দেবেন্দ্র ! ত্যজ অস্ত্র—

অদি। উপেন্দ্র ! বড় ভাইয়ের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপণ করোনা, ছি ! ক্ষান্ত হও।

(উভয়ের অস্ত্র সংবরণ ও প্রণাম)

কশ্য। শতক্রতো ! ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে মত্ত হয়ে বিশ্বপতি অচ্যুতের অবমাননা করতে সাহসী হয়েছ ! যে কৃষ্ণ সহায় থাকলে ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও ভয় থাকে না, যে কৃষ্ণ বাম হলে ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও রক্ষা নাই, সেই কৃষ্ণের সঙ্গে বিরোধ ! অবোধ তুমি। (কৃষ্ণের প্রতি) উপেন্দ্র ! পারিজাত লয়ে যাও, বধূমাতার ব্রতান্তে স্বর্গের সম্পৎ কল্পতরুকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে স্থাপিত করো। তোমারই বিধান, তুমি তা লঙ্ঘন করোনা, জগতে অনিয়ম হবে।

কৃষ্ণ। যে আজ্ঞা পিতা।

অদি। ভ্রাতৃ বিরোধ সর্ব্বত্র সর্ব্বনাশের মূল। সামান্য ত্যাগ স্বীকারে এ অনর্থ নিবারিত হয়, অথবা তাতে কুণ্ঠিত হলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় শত্রু হাসে। বিবাদ সর্ব্বত্রই পরিহার্য্য, বিশেষতঃ ভ্রাতৃ বিরোধ। হা আর একটা কথা মনে রেখ, উভয়েই দারাঙ্গুরোধে এ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছ। যাক্‌ এখন পরস্পরে আলিঙ্গন কর।

বৃহ। পিতৃ মাতৃ আজ্ঞা—
"ভূমাগরীয়সী মাতা, স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা।"
(উভয়ে আলিঙ্গনে, পুষ্পবৃষ্টি ও যবনিকা পতন।)

প্রতিবিম্ব।

লেখক,—শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস।

দশম পরিচ্ছেদ।

সান্ধ্য সম্মিলন

রাসবিহারী বাবু বর্দ্ধমানের সবজজ। অল্পদিন হইল ছয় শত হইতে আট শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই জন্য আজ এই সম্মিলনী। রাসবিহারী বাবুর বয়স ষাট পার হইয়াছে, তবে সরকারী চিত্রগুপ্তের খাতায় এখনও ৫৩ বৎসর। এ দোষে আমাদের রাসবিহারী বাবু একাই যে দোষী কি না তাহা আমরা বলিব না।

তিনি মধ্যমাকৃতির লোক। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। নাকটী অল্প খাঁদা, সম্মুখের দুটী দাঁত একটু উঁচু। গৌরবের মধ্যে এখনও দাঁতগুলি বজায় আছে। তবে আহার কালে তাহাদের অনেকেই কবিওয়ালাদের নৃত্যানুকরণ করিয়া থাকে। তিনি লম্বোদর। গণেশের আমরা যে ভাবের উদর দেখি তদপেক্ষা কিছু বিশাল। গৃহ মধ্যে প্রবেশকালে তাঁহার উন্নত উদর প্রকাশ হইবার ১০ সেকেণ্ড পরে তাঁহার মুখ খানি দেখা দেয় একথা আমাদের শুনা ছিল।

রাসবিহারী বাবু আপনাকে মিতব্যয়ী বলিতেন, কিন্তু দুষ্ট লোকে বলিত কৃপণ। তাহার কারণ তিনি অন্যায় ব্যয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। অন্যান্য লোকেরা একটু বাবু ছিলেন বলিয়া তিনি মনে মনে তাহাদিগকে হতচ্ছাড়া বলিতেন। কথাটার আভিধানিক অর্থ কি তাহা আমরা জানি না। তৎকালিন অনেক ভদ্রলোকই অল্প বিস্তর সুরাসক্ত ছিলেন।

রাসবিহারী বাবুর তিনটী পুত্র—বড়টী এল, এ, পড়ে বিবাহ হইয়াছে। বাকী দুটী রাজার স্কুলেই পড়িতেছে। আজি সেই রাসবিহারী বাবু বন্ধু বান্ধবদের

নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। পান ভোজন তুষ্ট হইবে। দিনটা শনিবার। শয্যা ত্যাগ করিয়া পর্য্যন্ত রাসবিহারী বড় চঞ্চল চিত্ত। একবার বাটীর মধ্যে যাইতেছেন, আবার বাহিরে আসিতেছেন। অবশেষে গৃহিণীকে বলিলেন, "হ্যাগা হিসাবটা করনা। কি কি চাই বল না। নাজির যে বসে আছে।

গৃহিণী বলিলেন, "খাবে কজন?"

রাস। কম নয়।

এই বলিয়া অঙ্গুলি সাহায্যে চারি পাঁচ বার গণনা করিয়া বলিলেন, "এ যে অনেক দেখ চি।"

গৃহিণী। তবে যাও নিজে হিসাব করগে। বেইজ্জ'ত হতেই হবে। তুমি ত আর প্রাণ খুলে খাওয়াতে পারবে না।

রাস। আমার কি অদৃষ্ট ঘরে বাহিরে নিন্দে। তুমি আমার স্ত্রী। আজ চল্লিস বছর দুজনে ঘরকন্না করচি হায় হায়. তুমিও আমায় এখনও চিন্‌লে না।

গৃহিণী। চিনি বলেই ত বলচি।

রাস। দেখ গিন্নি তোমাদের জন্যেই আমি সর্ব্বশান্ত। একা সংসারে খরচ মাসে এক শো। ২৫ গণ্ডা করে টাকা মাসে মাসে পোড়া পেটের দায়ে যায়। তায় আবার কুপুষ্যি একটা ঝী একটা চাপরাশী। তাকে মাইনে না দি দুবেলা খাওয়াতে হয়ত।

গৃহিণী। যাই বল আর যাই কও এবার একটা বামুন রাখ্‌তে হবে। আমার এই বয়সে কি আর অত চলে।

রাস। দেখ তোমার সুখের জন্যে একটা কি পাঁচটা বামুন রাখ্‌তে আমার কষ্ট নেই। কিন্তু জান কি গিন্নি কাজ কর্ম্ম না করলে শরীর ভাল থাকে না। তা ছাড়া একজন লোক বেড়েছে, বৌমা এসেছে।

গৃহিণী এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল হলে নাকি, বৌমা শুন্‌লে কি মনে করবে বল দেখি?"

রাস। আমিত ভাল কথাই বলচি। বসে থাকা কি বৌ-ঝীর ভাল।

গৃহিণী। ওর বাপ যে মাসে দশ টাকা করে জলপানি দেয়, সে কি ওকে খাটাবার জন্যে।

রাস। খাবার জন্যেও নয়। ওর অভাব কি, এই যে সে দিন এক শোও আম কিন্‌লাম সেটা কি বাজে খরচ নয়—তাই বলি ওর টাকা কটি আমায় দিও—আমি ব্যাঙ্কে জমা দেব।

গৃহিণী। ওর বাপ মা শুন্‌লে বল্‌বে কি, তোমার সংসারের জলখাবার ত শুক্‌নো রুটি। তা কি ওরা খেতে পারে।

রাস। কেন গিন্নি, সীতাভোগ মিহিদানা খাজা কত কি খাবার বর্দ্ধমানে আছে খেলেইত হয়।

গৃহিণী। পয়সা?

রাস। ওরে বাবা মাসে যে তোমার হাতে একশো খানি রাণী মুখো কর্‌করে টাকা দি গো।

গৃহিণী। আমি পুঁজি করি।

রাস। আমার ত সর্ব্বদা তাই মনে হয়।

গৃহিণী। পোড়া কপাল মনের। এখন ভদ্র লোকের ছেলেদের কি খাওয়াবে তাই বলো।

"এই যে বলি" এই বলিয়া আবার অঙ্গুলি গণনা আরম্ভ হইল। গৃহিণী বলিলেন, "ঠিক হলো কি?"

রাস। আমার বড় গোল হচ্চে। তুমি ধরতো।

গৃহিণী বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "বল।"

রাস। আমি—জ্ঞান বাবু, আশু বাবু, সত্যেন্দ্র বাবু, কুঞ্জ বাবু, ভবেশ বাবু মৌলবী সাহেব আর নরেন বাবু।

গৃহিণী। শীতল বাবু?

রাস। দেখ্‌লে গিন্নি আমি এখনি ভুল করে ছিলাম।

গৃহিণী। নাজির বাবুকে বল্‌বে না?

রাস। আমার খুব ইচ্ছা ছিল। লোকটা খাটে খোটে আর জিনিস পত্র খুব সস্তায় কেনে। তা বলবো কি আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যাঁ নাজির বাবু এখানে খাবে কি? তা সে কাকুতি মিনতি করতে লাগ্‌লো, তা আর কি কর্‌বো বল।

গৃহিণী। তোমার যেমনি বলা তেমনি জবাব।

রাস। আমরা সাদা সিধে কথাই জানি।

গৃহিণী। তা ভাল কিন্তু হৃষিকেশ আর অবনি বাবুর নাম করলে না যে।

রাস। ঐ দেখ। তবেই ত সর্ব্বনাশ।

গৃহিণী। ও আবার কি অলক্ষণে কথা।

রাস। সে সব কথা যাক এখন লোক কজন হলো বল দেখি?

গৃহিণী। এই ত দশ জন।

রাস। সর্ব্বনাশ গিন্নি সর্ব্বনাশ। এ তোমার সঙ্গে কথা তাই বলচি—দশ জন! তুসের পাঁঠা চাইই। থাজা, দশখানা, সীতাভোগ দশটা।

গৃহিণী। তুমি এইবার ক্ষেপবে। দশটা করে জিনিষ! লোকে চাইলে দেবে কি করে?

রাস। ভদ্র লোকে কি চেয়ে থায়?

গৃহিণী। মৌলবী এত বলে তবু তোমার লজ্জা হয় না।

রাস। সেটা থাঁটী রহস্য।

গৃহিণী। তু-সের মাংস তুমি কি করে বল্লে। বাড়ীর ছেলেরা আছে, চাকর বাকর আছে।

রাস। বাবুরা অতও থাবেনা। কত থাবার ফিরে আসবে, জানকি আমি আপচ ভাল বাসি না।

গৃহিণী। তুমি আমায় টাকা দাওত, তোমার হিসাবে কাজ নাই।

রাস। ক-টাকা গিন্নি। হয়ত তুমি ৩৪ টাকা চাইবে।

গৃহিণী। তুমি বাইরে যাওত, তোমার আর থাইয়ে কাজ নেই।

রাস। তাও কি হয়, নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে।

গৃহিণী। তবে আমি থরচ করি তার পর দিও।

রাস। যদি বেশী থরচ কর।

গৃহিণী। আমি বাপ মার দান সাগর শ্রাদ্ধ করচি কিনা।

রাস। তবে বল কত চাই।

গৃহিণী। ১৫৲ টাকা এথন দাও।

রাস। কি সর্ব্বনাশ, দশ জন থেতে ১৫৲ টাকা। ঐতে যে কত আমির বাদসার তিন দিন থোরাকী হতো। যা হোক তুমি স্ত্রী—সহ-ধর্ম্মিনী—তোমায় আর আমার অবিশ্বাস কি। আমি ৮টী টাকা দেবো, যা বাঁচে তোমায় তার হিসাব পর্য্যন্ত চাব না।

গৃহিণী। তা হলে আমা হতে হবে না।

রাস। তবে দাঁড়াও একবার নাজিরের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।

এই বলিয়া রাসবিহারী বাবু বাহিরে আসিয়া নাজিরকে বলিলেন, "লোক দশটী আর ঘরের ছেলেরা। চুড়ান্ত গোছ থাওয়ার কত থরচ পড়বে বল দেখি?"

নাজির। পলাও হবে কি?

রাস। না না এ গরমে পলাও নয় ক্ষীরও নয়। মিষ্টি অল্প সল্প। মাছ আর মাংস চাই-ই।

নাজির। হুজুরের বাড়ীর থাওয়ান। যেমন করে হোক ২০৲ টাকার কম নয়।

রাসবিহারী বাবু বাটীর মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "গিন্নি তুমি যা বলেছ প্রায় তাই ১০৲—১২৲ টাকা বলে।

গৃহিণী বলিলেন, "তুমি যা দেবে দাওত। আমি তাই থেকেই করবো।"

রাসবিহারী বাবু একমুথ হাসিয়া কহিলেন, "এই জন্যেই শাস্ত্রে বলে স্ত্রী ভাগ্যে লক্ষ্মী।"

বাক্স থুলিয়া স্ত্রীর হাতে দশ টাকার একখানি নোট দিয়া বাক্সটী চাবি বন্ধ হইবার পরও দশবার তাহার ডালি টানিয়া দেখিলেন। থানিক দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া দুই বার ডালা টানিলেন। গৃহিণী স্বামীর এই সতর্কতা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন।

রাসবিহারী বাবু কাছারী গেলে গৃহিণী কর্ত্তার বাক্সটী থুলিয়া আর দুইখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইলেন। বাক্সটী কিনিবার সময় দুইটী চাবী পাওয়া যায় তাহারই একটী গৃহিণী রাখিয়াছিলেন। রাসবিহারী কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে দুই জন পাচক ব্রাহ্মণ রন্ধন করিতেছে। বলিলেন, "একটা বামুনে কি হতো না।"

গৃহিণী। তাও কি হয়—

রাস। একি, আকানির জল।

গৃহিণী। পোলাও না হলে কি হয়।

রাস। তাই বল যে ১০৲ টাকায় পোলাও পর্য্যন্ত হবে। টাকাটী কি কম। আর কি হলো! কড়ায় এ কি?

গৃহিণী। ছানার পায়েস।

রাস। বেশ বেশ—তাইত বলি দশ টাকা থরচ কি অল্পে হয়। আমার দোক্তা পাতা ভিজিয়েছ?

গৃহিণী। শেষে যে নেসা করে মারা যাবে।

রাস। কিছু হবে না। মাতালে মদ চেনে না এই এক মজা।

গৃহিণী। আজ তা হবে না।

রাস। তবে ২॥০ টী টাকা খস্‌ল আর কি।

যাহাই হউক রাসবিহারী ব্রাণ্ডি সোডা লেমনেড প্রভৃতি আনাইলেন। সন্ধ্যার পর দেখিলেন, অনেক প্রকারের খাদ্যাদি হইয়াছে, ভাবিলেন, তাইত দোকানে দেনা নেইত, এর উপর আবার কিছু দিতে হলেই মারা যাব।

এমন সময় পইং পইং করিয়া সহিসের হাঁকযুক্ত ওয়েলারের কম্পাস গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল। দিব্য সাচ্চার পোষাক পরা সুন্দর প্রফুল্ল বদন দু টী সন্তান ও একটী কন্যাকে নামাইয়া হাসি মুখে মৌলবী সাহেব গাড়ী হইতে নামিলেন। সাহ্লাদে করমর্দ্দন সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু রাসবিহারী বাবুর হৃদ্‌কম্পন হইতেছে! তিনটী ছেলে ইহাদের খাবার না দিলে নয়। তখন হেলিতে দুলিতে তবিবর রহমান সাহেব ঘরে ঢুকিলেন। পোষাকে তাঁহার জাঁক জমক ছিল না, একটী সাদা ঢিলে পায়জামা অঙ্গে একটী ফিন্‌ ফিনে আদ্ধির জামা। বায়ুভরে তাহা অঙ্গের সঙ্গে মাখা মাখি করিয়া থাকে। মাথার মাঝখানে চেরা সিঁতি, কপালটী প্রশস্ত—দীপ্তিশালি প্রশান্ত চক্ষু উন্নত নাসিকা। গাল দুটী বেশ ভরা, ঠোঁট দুটী পাতলা। ছোট ছোট গুম্ফ ওষ্ঠের শোভা বিকাশে যত্নপর।

ঘরে ঢুকিয়াই মৌলবী সাহেব সন্তানদের বলিলেন, "যা তোদের জেঠাই মার কাছে—খাবার টাবার নিয়ে যা।"

রাসবিহারী বাবু তাহাদের হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার সময় মৌলবী সাহেব বলিলেন, "আর বৌ দিদিকে বলো বিবির খাবার দিতে। আমায় বল্‌তে বলেছেন যে, আমরা কি দোষে এ সুখে বঞ্চিত হবো।

"বেশতো তা বেশতো" বলিয়া রাসবিহরী বাবু ভিতরে যাইয়া বলিলেন, "দেখ্‌লে মৌলবীর কাণ্ড তিনটী ছেলে এনেছে আবার বিবির খাবার চাই।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "কি করে বল তারা ত ঘরে খেতে পায় না তাই তোমার দোয়ারে ধন্না দিয়েছে।"

রাস। আরে আমি কি তাই বল্‌চি।

গৃহিণী। তবে তুমি বাহিরে যাওত, যা হয় আমি কর্‌বো, তোমায় ১০৲ টাকার উপর একটী পয়সাও দিতে হবে না।

এইবার হাসিমুখে তিনি বাহিরে গিয়াছেন মাত্র এমন সময় আর দু খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া লাগিল। তাহা হইতে সপরিবারে ভবেশবাবু ও শীতলাবাবু নামিলেন। কি সর্ব্বনাশ হলো গো। রাসবিহারী বাবু যায় আর

কি। তাঁহারা খিড়কী দিয়া ভিতরে গেলেন। গৃহিণী যে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন সে সংবাদ তিনি অনবগত। ক্রমে সকলেই আসিলেন সবই ঠাকুর ঠাকুরাণী একত্রে। রাসবিহারী বাবু ভাবিতেছেন, "আজ আমায় দয়ে ডুবালে।" তখন তিনি চাকরটাকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে মাছ কত এসেছে জানিস।"

চাকর। আধ মণ।

কথাটাত বিশ্বাস যোগ্য নয়, তাই আবার জিজ্ঞাসিলেন, "কত কত?"

চাকর বলিল, "আজ্ঞে আমি নিজে কিনে এনেছি আধমণ।"

রাসবিহারী বাবুর তেমন লম্বা চক্ষু সহসা ছানা বড়ার মত গোল হইয়া গেল। তিনি ধপ্‌ করিয়া একটী চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মৌলবী সাহেব বলিলেন, "কি ভায়া মুখ খানা শুকনো কেন?

রাস। না না শুক্‌নো কেন, এই ভালয় ভালয় সব কুলান হলে হয়।

মৌলবী। সে ভাবনা তোমার নয়। আমরা খাই না খাই পরের কথা। মাল বার করো, অভ্যাগতেরা খাবি খাচ্চে।

রাস। তার ভাবনা নাই। পাকা দুটী বোতল হেলিসী এসেছে।

মৌলবী। দেখিলেও না হয় প্রত্যয়। তুমি বোতল এই খানে আন যারা খাবে তারাই কাক খুল্‌বো!

রাস। তোমরা কাক নষ্ট কর তাই আমি সাবধানে খুলি।

মৌলবী। কাক কি হয়?

রাস। পয়সায় চারটে করে বিক্রি হয়।

মৌলবী। ও বাবা তাই বুঝি তুমি সব বাড়ী থেকে কাক যোগাড় কর বটে।

রাস। দোষটা কি? এত চুরিও নয় ঘুসও নয়। এতে মাসে যদি দু আনাও পাই, ত দু বোতল সোডা খেয়ে ঢেঁকুর তোলা যাবে।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। তখন ব্রাণ্ডির ডিটেক্টার আসিয়া উপস্থিত। রাসবিহারী বাবু বলিলেন, "দেখো ভাই জমি নেওয়া গোছ খেও না"।

নিমন্ত্রিত সকলে বিভৎস হাঁসি হাসিয়া বলিলেন, "ওঁর ব্রাণ্ডি যেন কেউ বেশী খেও না সাবধান!"

তখন প্রথম এক গ্লাস পূর্ণ পাত্র ঢালিয়া মুখে ঢালিলেন যুবক সত্যেন্দ্র নাথ। আর তাঁহার অনুকরণ হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে সকলেরই একটু গোলাপি গোছ হইয়া উঠিল, কিন্তু অধিকক্ষণ সে গোলাপীতে কুলাইল না। রং বাড়িয়া

উঠিতে লাগিল। তখন সত্যেন্দ্রনাথ গান ধরিলেন। গানটা বেশ মিষ্ট তাই সকলেই আবার গাহিবার জন্য ফরমাইস করিল।

রাসবিহারী তখন বোতলের দিকে নজর দিতে ছিলেন আর ভাবিতেছিলেন, তাইত শেষ বোতলও যায়। আবার আনিতে হইবে নাকি?

সত্যেন্দ্র নাথ হাসিয়া গাহিলেন—

মন গরীবের কি দোষ আছে
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেম্‌নি নাচে।
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ গাছে গাছে।
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি শিব বলেছে
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ চণ্ডিতে তা লেখা আছে।

আমরা শুনিয়াছি সুরার মাত্রাধিক্যে অনেকের সে দিন তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার হয় নাই। কেহবা কেবল মিষ্টান্ন খাইয়াছিলেন, কেহবা দধি, কেহবা ক্ষীর। সমস্তগুলি আহারের স্থান ও ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না।

জন্মাষ্টমী।

লেখক,—শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

বাজেনি শঙ্খ তোমার জনমে,
উঠেনি গগন ভেদিয়া।
হরষে গাহেনি মঙ্গল-গীতি,—
পুরবাসীগণ মিলিয়া॥
তোমার জনমে হাসেনিক চাঁদ,
ভাসেনি স্বরগ বালা।
গগনের গায় ছিল কালো মেঘ,
ক্ষণিক চপলা খেলা॥

গাহেনিক পিক তব আগমন,
কাঁদিয়া মাতেনি পাপিয়া।
গাহেনি ভ্রমর তোমার মহিমা,
পুষ্প শয়ন ঘেরিয়া॥
হাসেনিক ফুল তোমাকে হেরিয়া,
গন্ধ ছোটেনি পবনে।
বহেনি যমুনা উজান তখন,
তোমার বাঁশরী শ্রবণে॥
ছোটেনি হরষ উৎস তোমার,
জননী হৃদয় ভাসায়ে।
আনন তোমার অন্ধ পিতা,
দেখেনি পিয়াস মিটায়ে॥
যখন উজল করিবারে মহী,
জন্মিলে তুমি পিঞ্জরে।
আঁধার বরণে আলো হ'ল সব,
আঁধার পালাল আঁধারে॥
তোমার শঙ্খ ভূষণ জানিয়া,
বাজেনি শঙ্খ সরমে।
পুরবাসীগণ জানেনি জনম,
জাগেনি আপন করমে॥
ঢেকেছিল মেঘ জ্যোৎস্না গগন,
জলদ বরণে ঢাকিতে।
ফোটেনিক তারা নীলিমার গায়,
দেবকীর মান রাখিতে॥
জননীর চোখে বহেছিল সুধু,
নয়ন সলিল ধারা।
বিষাদ হরষে জনক তোমার,
হইল আপন হারা॥
প্রলয়ের সেই হুঙ্কার মাঝে,
যমুনার জল দলিয়া।

অশনি নিপাত করকা আঘাত
সকলই তুচ্ছ গণিয়া ॥
ছুটিয়া চলিল জনক তোমার,
তোমার জীবন আশে।
আপন জীবন ভুলিয়া তখন,
বিপদ মাঝারে পশে ॥
কোন পথে চলে জানে না জনক,
শিবা যায় পথ দেখায়ে।
পাছে পড়ে শিরে সলিল করকা,
ফণী চলে ফণা বাড়ায়ে ॥
যমুনার জল সরে যায় দূরে,—
চমকিয়া উঠে চপলা।
অষ্টম শিশু পথেতে বাহির,
সুতিকার গৃহে অর্গলা ॥
কে যেন কেমনে পথ করে দিল,
গভীর তমসা ভেদিয়া।
প্রলয়ের সেই হুঙ্কার ভেদি,
প্রণব উঠিল ধ্বনিয়া ॥
তোমার হইতে সকলই জনমে,
তোমারই জনম কালে।
এতই বিঘ্ন চক্রধর,—
সৃজিলে চক্র বলে

সমালোচনা।

মা।—(প্রসাদী পদচ্ছায়া) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত; ৫১ নং অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মুল্য আট আনা মাত্র।

মা—একখানি অপার্থিব প্রেম ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত পুস্তক, ভূমিকায় লেখক

লিখিয়াছেন,—"এই সকল গানের ভূমিকা কি লিখিব জানি না। মা লিখাইয়াছেন, আমি লিখিয়াছি। আমি লেখক মাত্র কেমন করিয়া কিসের জন্য এ সকল গান আমি লিখিলাম, তাহা আমি জানি না! মায়ের সঙ্গে ছেলের আবদার পূর্ণ কথা—এ সকল প্রকাশ করিবার যোগ্য কিনা তাহাও বলিতে পারি না। কেবল মায়ের নাম শুনাইয়া সুখ হয় বলিয়া এ গুলি প্রকাশ করিলাম"—প্রত্যেক সঙ্গীত রামপ্রসাদী সুরে বিরচিত এবং মায়ের নাম সঙ্গীত বেশে প্রাণের ভিতর ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে; লেখক সাধক কবি, গান গুলি প্রাণ হইতে বাহির হইয়াছে; মায়ের শ্রীচরণ বিশ্বাসী সাধকের বিরচিত ৬৬টি সঙ্গীত মাত্র পাঠ করিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি।

চাঁদে-চাঁদে।—(গীতি-নাট্য) স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্য মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাত্মার প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মুল্য চারি আনা মাত্র।

এই ক্ষুদ্র গীতি নাট্যখানি মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে, কৃষ্ণ লীলা নিত্য নূতন ও মধুর, "চাঁদে-চাঁদে" কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গীতিনাট্যখানি রচনা করিয়া অবিনাশ বাবু গীতিনাট্য রচনায় যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বৈরাগ্য-শতক।—(ভর্ত্তৃহরি বিরচিত) ব্রহ্মচারী—শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দেব শর্ম্মা বেদান্তভূষণ বিরচিত, তাৎপর্য্য পদ্যানুবাদ ও বৈরাগ্য বিকাশ সন্দর্ভ সহিত। "কালীঘাট শিবভক্তি প্রদায়িনী সভা" হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত; উক্ত সভার সপ্তত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে বিনামূল্যে বিতরিত।

মহারাজ-চক্রচর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ভর্ত্তৃহরি বৈরাগ্য শতকের রচয়িতা; ইনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, লোক উপকারার্থে বহুগ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক লোক সমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে বৈরাগ্য শতক অন্যতম। বৈরাগ্য শতকে শার্দ্দুল বিক্রীড়িত, শিখরিণী, স্রগধরা, বসন্ত তিলক প্রভৃতি বিবিধ দীর্ঘ ছন্দে সুরস ১১১টি শ্লোক রচনা করিয়া রাজা ভর্ত্তৃহরি বৈরাগ্য সম্বন্ধে যে সকল সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই সরল প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ ও "বৈরাগ্য-বিকাশ-সন্দর্ভ" এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সন্দর্ভটি সারগর্ভ যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ সমূহের অপূর্ব্ব সমাবেশ। সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া

জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে ধর্ম্মানুশীলন করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, গ্রন্থকারের বৈরাগ্যধর্ম্মানুশীলনে ক্ষমতা অসাধারণ, গবেষণা গভীর হইতেও গভীর।

—•—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

জন্মভূমির গ্রাহক অনুগ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে যুদ্ধ বিগ্রহে বর্ত্তমান সময়ে কাগজের মূল্য তিনগুণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন কি, সময় সময় কাগজ পাওয়া যাইতেছে না; তজ্জন্য শ্রাবণ মাসের "জন্মভূমি" ফাল্গুন মাসে আপনাদের সমীপে প্রেরিত হইল। এই কাগজ সঙ্কটে বাধ্য হইয়া কোন কোন সহযোগী মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কিন্তু জগদম্বার অপার কৃপায় আমরা যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিয়াও জন্মভূমির বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ১॥০ দেড় টাকা এবং প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵১০ দশ পয়সা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। জন্মভূমির বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকটেও বিজ্ঞাপনের মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই জন্মভূমির অনিয়মিত প্রকাশ ত্রুটির জন্য ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে জন্মভূমির হিতৈষী গ্রাহক অনুগ্রাহক মহোদয়গণের নিকটে সানুনয় প্রার্থনা, প্রত্যেকেই যদি আপনাপন বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে জন্মভূমির গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি সঙ্কল্পে সহায়তা করেন, তাহা হইলেই আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে। বর্ত্তমান গ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা ১৩২৪ সালের বার্ষিক মূল্য আজিও প্রেরণ করেন নাই, তাঁহাদের নিকটে সানুনয় প্রার্থনা সত্বর বার্ষিক সাহায্য ১॥০ প্রেরণ করিয়া উপকৃত করিবেন।

—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা

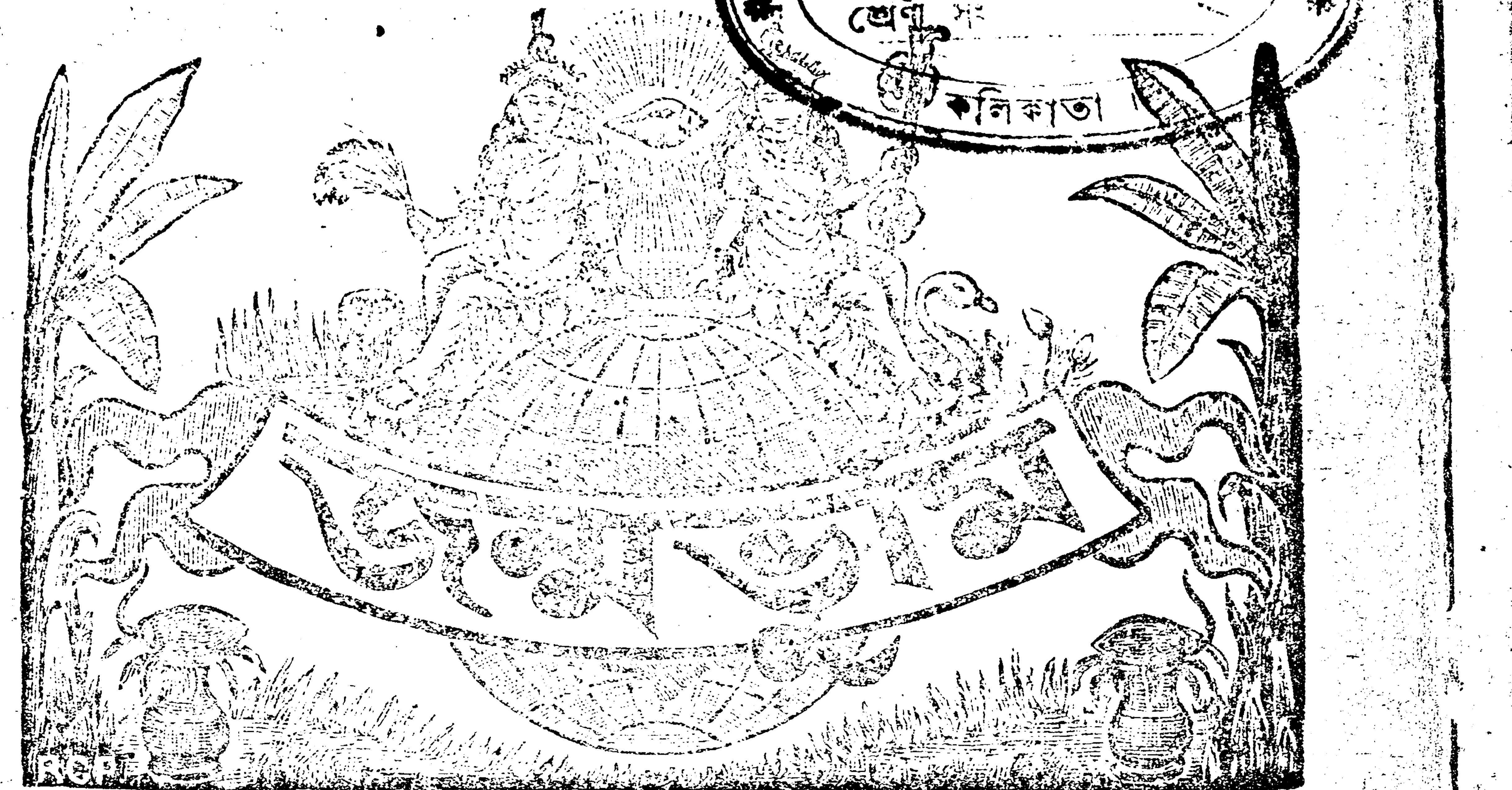

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

২৫শ বর্ষ। | ১৩২৪, ভাদ্র হইতে চৈত্র। | ৫ম হইতে ১২শ সংখ্যা।

প্রাচীন কলিকাতা।

লেখক,—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম, আর, এ, এস।

প্রথম অধ্যায়।

কলিকাতার উৎপত্তি।

কলিকাতা সহরটী ইংরাজাধিকারের পর হইতেই ক্রমশঃ সুবিশাল ব্রীটিস সাম্রাজ্যের মধ্যে লণ্ডন সহরের অব্যবহিত নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া আসি-তেছে। এই সহরটী অতি প্রাচীন সহর নহে, তথাপি ইহার ঐতিহাসিক ঘটনা-গুলি অদ্যাবধি অনেকে চেষ্টা করিয়াও সম্যকরূপে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যে সকল পুস্তক এ সম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে সে গুলি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কলিকাতার উৎপত্তি সম্বন্ধে অদ্যাপিও ভালরূপ মীমাংসা হয় নাই। তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, ঐ সকল গ্রন্থকারের চেষ্টার ত্রুটী নাই বটে, কিন্তু মূলে এই সহরটীর বিষয়ে প্রথম হইতে কোন লিপিবদ্ধ ইতিহাস না থাকায় নানারূপ কথা

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়া নিজ নিজ মনোভিলাষ পূরণার্থ স্বীয় কাল্পনিক কথা গুলিকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার আয়াস করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে সত্য ঘটনাগুলি যাহা বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে তাহা বিকৃত হইয়াছে। ইহা ভারতবাসিদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কারণ ভারতের অতি প্রাচীনকালেও ঐরূপ প্রথা চলিয়া আসিয়েছিল। পণ্ডিতগণ বলেন যে, অতি পুরাকালে ভারতের ঘটনাগুলি গ্রীস্ দেশীয় হোমরের বর্ণিত আখ্যার ন্যায় ভারতবাসীদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমে কণ্ঠে রক্ষিত হইয়া পরিশেষে বহুদিবস পরে লিপিবদ্ধ হয়। ব্যাসদেব ঐ কার্য্যের প্রধান সহায়। তিনিই পৌরাণিক ইতিহাসের জন্মদাতা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনাবলী যাহা পুরাণে ব্যাস দেব কর্ত্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল সে গুলিকে অনেকে পৌরাণিক আখ্যা নাম দিয়া ইতিহাসের ন্যায় মান্য প্রদান করিতে সম্মত নহেন। বাস্তবিক ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে বলিতে হয় যে সে কথাগুলি একেবারে ভিত্তিশূন্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। তাহাতে কথঞ্চিৎ সত্য ঘটনা অবশ্য মূলে না থাকিলে সেগুলি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিত না। পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ ও স্ব স্ব বংশমর্য্যাদা এবং বংশের অন্যান্য নানাবিধ আচার ব্যবহার পিতামাতা তাঁহাদিগের সন্তানকে সকল কালেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাহাতে পিতার কথা মিথ্যা বলিয়া পুত্রের অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে পারা যায় যে, ঘটনা গুলি যখন মুখে মুখে থাকিত তখন অবশ্যই যিনি যেরূপ ব্যক্তি তিনি সেই রূপ ভাবে ঐ গুলিকে অলঙ্কৃত করিয়া বর্ণনা করিতেন। তাহাতে যতদূর বিকৃত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই ঘটিত।

ইংরাজ দিগের আসিবার পূর্ব্বে কলিকাতা, সহর নামে পরিচিত ছিল না। সামান্য পল্লীগ্রামের ন্যায় উহার আকৃতি ছিল। কোথাও বা দুই এক খানি কুঁড়ে ঘর জলা ও জঙ্গল মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। ইংরাজদিগের আগমনের অনতিপূর্ব্বেই কলিকাতার সংলগ্ন ভূমিতে অবস্থিত সূতানুটী বাজারটী সবেমাত্র গঠিত হইতেছিল। ঐরূপ অবস্থায় কলিকাতার পৌরাণিক আখ্যা সংগ্রহ করিতে ইতিহাস বেত্তাগণ কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের মতে কলিকাতার অতি প্রাচীন স্থিতি বর্ত্তমান কালীঘাটের কালীদেবীর প্রতিষ্ঠা কাল হইতেই ধরিতে হয়। পৌরাণিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মহাদেব যখন দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেবীকে স্কন্ধে লইয়া ইতস্তত ভ্রমন করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার অঙ্গাংশ যে যে স্থানে পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানগুলি কালীদেবীর পীঠ স্থান বলিয়া

আখ্যা পাইয়াছিল। কলিকাতার কালীঘাটের কালী দেবীর স্থানটী ঐ পীঠস্থান গুলির মধ্যে একটী অন্যতম মহামান্য পীঠ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ঐ স্থানে সতীর দক্ষিণ পাদাঙ্গুলীটি পতিত হওয়ায় ঐ স্থানের মাহাত্ম্য বিস্তারিত হয়। এমতে দেখা যায় যে, কলিকাতার প্রাচীনত্বে ঐ সকল ইতিহাসবেত্তাদিগের নিকট পৌরাণিক কাল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ স্থানটীকে কালিক্ষেত্র নাম দিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, কালিক্ষেত্র শব্দকে অপভ্রংশ করিয়া ক্রমে কালিকোটা ও কলিকাতা নামের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান কলিকাতাকে পৌরাণিক কালে অবস্থিত করিতে প্রয়াস পাইলে, কাজে কাজে পৌরাণিক কাল হইতে কালিক্ষেত্র নামের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয় এবং বর্ত্তমানকালে উহাই কলকত্তা অথবা কলিকাতা নামে অভিহিত বলিয়া স্থির করিতে হয়। পৌরাণিক কাল হইতে বহুদিবস পর্য্যন্ত কলিকাতার নামোল্লেখ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ অনুমান হয় যে, স্থানটী জঙ্গল মধ্যে স্থিত হওয়ায় এবং কদাচ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে দেবী সাধনের জন্য বাস করায় উহার বহুল প্রচার হইতে পারে নাই। খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে বঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চার পুনরুদ্দীপন হইয়া বঙ্গের গৌরবস্থল নদীয়া নগরটীর যশ চারিদিকে ব্যপ্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গভাষা একটী নূতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেকগুলি গ্রন্থকারও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতগ্রন্থে কলিকাতা সহরের উত্তরভাগে স্থিত বরাহনগর স্থানটীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, শ্রীচৈতন্য দেব যখন পুরুষোত্তম গিয়াছিলেন সেই সময় তিনি রামকেলি গ্রাম হইতে শান্তিপুর, কুমার হট্ট, পানিহাটী হইয়া বরাহনগর আসিয়াছিলেন। তখন যদি কলিকাতা গোবিন্দপুর ও সুতানুটী গ্রামত্রয়ের কোন অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে অবশ্য উহাদিগের মধ্যে কোন একটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত, কারণ তিনি বরাহনগর হইতে দক্ষিণে আরও কিছু পথ পদব্রজে আসিয়া গঙ্গাপার হইয়া নীলাচল যাত্রা করেন। বিপ্রদাসের রচিত মনসা পুস্তকে কলিকাতা ও কালিঘাট নামক দুইটী সংলগ্ন ভূমি দেখা যায়। ঐ সময়ে কবিরামের প্রণীত দিগ্বিজয় গ্রন্থে "কিলকিলা" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে ঐ কিলকিলা ২১ যোজন বিস্তৃত। বর্ত্তমান সময়ের মাপে ১৬০ স্কোয়ার মাইল ভূমি লইয়া বিস্তৃত। ঐ স্থানটী সরস্বতী যমুনার মধ্যস্থিত ছিল এবং উহার মধ্যে হুগলী বাঁশবেড়ে, খড়দহ, শিবাদহ ও গোবিন্দপুর

প্রভৃতি গ্রামসমূহ ছিল। রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর "কিলকিলা" হইতে কলিকাতা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে একথা বিশ্বাস করিতেন। রাজা বিনয়-কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার রচিত কলিকাতা পুস্তকে ইহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিলকিলা সম্বন্ধে দত্তবংশমালা গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

তদানীমভবৎ কালো যস্মিন গঙ্গাতটে ভুবি।
গৌড়ে প্রাদুরভূৎ পুণ্যময়ী কিলকিলাপুরী ॥
শ্রীভাগবতনির্দ্দেশাৎ পরমাত্মা চতুর্ভুজঃ।
কলৌ কিলকিলাং দেবঃকৃতবান মোক্ষদায়িকাং ॥
অযোধ্যাদ্যাঃ যথাপূর্ব্বং সেব্যা আসন্ মুমুক্ষুভিঃ।
তথা কিলকিলা সাক্ষাদভবন্মোক্ষদায়িকা ॥
যথা গঙ্গা যথা বিষ্ণুর্যথা দেব স্ত্রিলোচনঃ।
যথা ত্রিলোচনা দেবী তৎস্থানং দেব পূজিতং ॥
যথা বিপ্রাদয়োবর্ণাঃ যথা তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যৎ স্থানং পরমং ক্ষেত্রং সর্ব্ব পাপ বিনাশনং ॥
যত্র রাজা ভিষকৃবর্গাঃ কায়স্থা বিপ্রপূজকাঃ।
তৎস্থানং বিদুষাং সেব্যং কলিকালে বিশেষতঃ ॥
স্নাত্বা গঙ্গাজলে বিপ্রাঃ পূজয়িত্বাচ কালিকাং।
বসন্ কিলকিলা পুর্য্যাং লভন্তে ফলমুত্তমং ॥
জ্ঞানমার্গং সমাশ্রিত্য যে তত্র ব্রহ্মবাদিনঃ।
বাঞ্ছন্তি দুর্লভং মোক্ষং তে বেদান্ত সমাশ্রয়াৎ ॥
ভক্তানাং সমচিত্তানাং মার্গমাশ্রিত্য যঃপুমান্।
তিষ্ঠেৎ কিলকিলা ক্ষেত্রে কীর্ত্তনৈঃ স ভজেদ্ধরিং ॥
কালে কিলকিলা ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদতঃ।
সর্ব্বে সংকীর্ত্তনে মত্তাঃ ভবিষ্যন্তি নরাত্মজাঃ ॥
তিষ্ঠন্ কিলকিলা পুর্য্যাং সংসেব্য বিপ্রবৈষ্ণবান্।
বর্ণাশ্রমগতান্ ধর্ম্মান্ ভেজে মদনমোহনঃ ॥

মনসাপুঁথি রচনার শতাবধি বর্ষপরে কবিকঙ্কন তাঁহার চণ্ডী নামক পুস্তকে কালিঘাটের নাম উল্লেখ করেন। উহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই টোডরমল দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহের প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ

চেষ্টায় বঙ্গদেশের সমস্ত জমীর জারিপ হইয়াছিল। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজল আইনি-আকবরী পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তকে সরকার সাতিগাঁর অধীনে পরগণা কলকত্তা, মাকুমা (বাগুয়া) ও বার্ব্বাকপুর নামত্রয়ের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ উহাই কলিকাতা নামের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আইনি-আকবরী পুস্তকে কলি-কাতা স্থানটী সীমা ও বহর পরিষ্কাররূপে নির্ণীত হয় নাই। সরকার সাতিগাঁ অর্থাৎ সপ্তগ্রাম একটী সুবৃহৎ সীমাযুক্ত স্থান। বর্ত্তমানকালে জিলা শব্দে যেরূপ বহুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডকে বুঝায় মুসলমানদিগের অধিকারে সেইরূপ ভূমি বুঝাইতে হইলে সরকার শব্দ ব্যবহৃত হইত। সরকার সাতিগাঁর মধ্যে কলিকাতা একটী-মাত্র পরগণা বলিয়া লিখিত আছে। পরগণা বলিলেও স্থানের সীমার সংকীর্ণতা বুঝায় না। মুসলমানদিগের আমলে পরগণা গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিলা অথবা বর্ত্তমান কালের সবডিভিসন গুলির ন্যায় বিস্তৃত স্থান বুঝাইত। অতএব কলিকাতা যে তিনখানি গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান সময়ে বৃহৎ সহরে পরিণত হইয়াছে তাহা ঐ পরগণা কলিকাতা ও বার্ব্বাকপুরের মধ্যে অবস্থিত হওয়াই বিশেষ সম্ভব। মাকুমার উল্লেখ গ্লাডউইন সাহেবের লিখিত বেঙ্গল পুস্তকে মাকুয়া বলিয়া দেখা যায়। উহাতে বর্ণিত আছে যে, যখন যব চার্ণক হুগলীতে স্থায়ি ফৌজদারের দৌরাত্মে ইংরাজদিগের ফ্যাক্টরী পুড়াইয়া পলাইয়া আসিতেছিলেন সেই সময়ে কলিকাতার নিকট মাকুয়া থানার থানাদারের উপর তাঁহার জাহাজ প্রতিরোধ করিবার হুকুম জারি হয়। কেহ কেহ বলেন যে, কালকাতার অপর পারে গঙ্গার পশ্চিম তটে বেটোর বাজার কালের স্রোতে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পরিত্যক্ত হইলে তাহাকে মাকুয়া থানা নাম দেওয়া হইয়াছিল। এমতে মাকুয়া অথবা মাকুমা পরগণা বলিলেই ঐস্থানে ঐ পরগণাটী ছিল তাহা বুঝিতে হয়। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় মাকুয়াকে বাগুয়া বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ বাগুয়া বাগবাজারকে বুঝাইত। যাহা হউক কলকত্তা ও বাগুয়া পরগণা এপাড়া ওপাড়া নহে ইহাই সাধারণত বিশ্বাস হয়। শেষোক্ত পরগণা বার্ব্বাকপুর বর্ত্তমান বারিপুর হওয়াই বিশেষ সম্ভব। এই তিনখানি পরগণার রাজস্ব ৯৩৬২১৫ দাম আদায় ছিল।

আইনি-আকবরীর পর গোরস্থান রেকর্ড হইতে জানা যায় যে সুকিয়া নামক এক ব্যক্তির পত্নী রেজাবিবি নাম ধারী আর্ম্মনী স্ত্রীলোক জুলফার নূতন সাল ১৫ অব্দে ২১শে নথ তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কলিকাতার আর্ম্মনী

গির্জ্জায় প্রোথিত আছেন। ইংরাজী হিসাবে ঐ তারিখ ১১ ই জুলাই ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহাই পাশ্চাত্য দেশস্থিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে কলিকাতার প্রথম প্রমাণ। উহার পর কলিকাতা গ্রামের পরিচয় জব চার্ণকের ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রে পাওয়া যায়। তিনি ঐমাসে সর্ব্বপ্রথম সুতানুটিতে আসেন। তাঁহার সেই সময়ে তথায় আসিবার হেতু যথেষ্ট ছিল, কারণ তিনি হুগলীর ফৌজদার কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলেও ক্রমে হুগলী হইতে তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে তাঁহারই প্ররোচনায় ইংলণ্ডের রাজার অনুমতি লইয়া কাপ্তেন নিকলসন ঐ অত্যাচার নিবারনার্থ দশ খানি যুদ্ধের জাহাজ সজ্জিত করিয়া ভাগীরথী নদীতে প্রবেশ করিয়া হুগলী সহর আক্রমন করেন। তাহাতে তথাকার ফৌজদার তাঁহার সহিত সন্ধি প্রস্তাব করিলে ইংরাজগণ সুতানুটীতে আসিয়াছিলেন। ঐ সঙ্গে জবচার্ণক ছিলেন। কাপ্তেন নিকলসনের প্রতি চট্টগ্রাম আক্রমন করিবারও অনুমতি ছিল। তদনুসারে তিনি সেই দিকে গমন করিলে এখানে নবাবের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাতে চার্ণক সাহেব তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য টানা ইলাক হইতে হিজলী পর্য্যন্ত সমস্ত অধিকার করিয়া শেষোক্ত স্থানে একটী সামান্য গড় নির্ম্মান করিয়া ইংরাজদিগকে রক্ষা করেন। হুগলী সহর ধ্বংশ না করিয়া সন্ধি স্থাপনে সম্মতি দেওয়ায় নিকলসন বিলাতে ডিরেক্টরগণের নিকট অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা হিথ নামক এক ব্যক্তিকে এপ্রদেশে প্রেরণ করেন। সে ব্যক্তি কোম্পানির হিত সাধন না করিয়া পক্ষান্তরে ক্ষতি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি আসিবামাত্র এখানকার সকল ব্যক্তিকে সংগ্রহ করিয়া প্রথমে বালেশ্বরে যুদ্ধ করেন এবং তথা হইতে চট্টগ্রাম যাইয়া হঠাৎ মান্দ্রাজে সদলবলে উপস্থিত হন। সেই সময়ে ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গের নবাব হইয়াছিলেন। তিনি অতি উত্তম ব্যক্তি বলিয়া ইংরাজদিগের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাঁহারই আমন্ত্রণে ইংরাজগণ চার্ণক সাহেবের অধীনে সুতনুটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হিথের বুদ্ধিতে চলিলে ইংরাজদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইত।

জব চার্ণক ভারতে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন। তাহার দুই বৎসরের মধ্যেই কাশিমবাজারে ইংরাজদিগের ফ্যাক্টরীতে চতুর্থ ফাক্টর পদে তিনি নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা মাত্র ছিল। কাশিম বাজার হইতে তিনি পাটনার প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে

তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা হইয়াছিল। ক্রমে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে উহা মাসিক পঁচাত্তর টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশিমবাজারের ফ্যাক্টরীর প্রধান কর্ম্মচারীর পদ লাভ করেন। সেই সময়ে তিনি বঙ্গদেশে ইংরাজ কোম্পানীর অধীনে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হন। তৎপরে কয়েকবার হুগলীতে প্রধান ব্যক্তির স্থান খালি হইলে তাহাকে সেই পদে উন্নত না করিয়া অন্যব্যক্তি আসিয়া বসিলে তিনি বিশেষ বিরক্ত বোধ করেন। পরে সায়স্তাখাঁর সহিত কলহ করিয়া অজ্ঞাত ভাবে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে হঠাৎ আসিয়া বঙ্গে ইংরাজদিগের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে আপনাকে অবস্থিত করেন। তৎপরে যে কারণে তাঁহার সুতানুটী দর্শন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি হুগলী, বালেশ্বর, হিজলী ও উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান গুলি ইংরাজদিগের পক্ষে সুবিধাজনক নহে স্থির করিয়া সুতানুটী বাজারটী ইংরাজদিগের অবস্থান যোগ্য বলিয়া মনোনীত করেন এবং তথায় কেল্লা ও পাকা ফ্যাক্টরী নির্ম্মান করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হন। দুইবার বিফল মনোরথ হইয়া তৃতীয়বারে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ২৪ শে আগষ্ট তারিখে তিনি কলিকাতা সহর পত্তন করেন। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী তারিখে তিনি ইহলীলা পরিত্যাগ করিলে, কয়েকমাস পরে সারজন গোল্ডসবরো নামক এক ব্যক্তি কোম্পানীর অধীনে প্রধান ব্যক্তিরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে সুতানুটিতে ইংরাজদিগের স্থানটী কাঁচা প্রাচীর বেষ্টনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ফলত তিনি বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই, কারণ ঐ বর্ষে নবেম্বর মাসে তিনি কলিকাতায় মানবলীলা সম্বরন করেন। প্রথমত দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেবের অভিপ্রায়ানুসারে ইংরাজদিগের কোনরূপ পাকা গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে না এরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু সুবাসিংহের দৌরাত্ম্য ও অরাজকতা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাৎকালিক বঙ্গের নবাব ইংরাজ ও অন্যান্য জাতিদিগকে স্ব স্ব স্থান রক্ষার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা করিয়া লইতে অনুমতি দিলে ইংরাজগণ কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগের ফ্যাক্টরী পাকা রকমে নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে সুতানুটী, কালকাতা ও গোবিন্দপুর নামক তিনখানি গ্রামের সত্ব সেই সময়ের উক্ত ভূমির অধিকারীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবার অনুমতি পত্র নবাব আজিমউসানের নিকট হইতে বাহির করিয়া লইলেন।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে নানা প্রকার প্রবাদ

প্রচলিত আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কালিক্ষেত্র হইতে কলিকাতা নাম প্রচার হয়। পূর্ব্বকালে কলিকাতার সংস্কৃত নাম "কিলকিলা" ছিল বলিয়া অনেকে স্থির করেন। ডচ্‌দিগের মধ্যে একজন ভ্রমণকারী কলিকাতাকে "গলগোথা" বলিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কলিকাতা সধারণতঃ অতীব অস্বাস্থ্যকর স্থান হওয়ায় বহু সংখ্যক ইউরোপিবাসী যোগ্য ব্যক্তি বর্ষার সময়ে রোগ গ্রস্ত হইয়া এই স্থানে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। সেই জন্যই মৃত্যুর চিহ্নস্বরূপ জমিকে "গলগোথা" নাম দিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কেহ আবার বলেন যে ইংরাজ যখন সর্ব্ব প্রথমে এদেশে আসিয়া ছিলেন তখন তিনি একজন ঘেষুড়েকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এ স্থানের নাম কি? ঐ ঘাষকর্ত্তনকারী ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা অনভিজ্ঞ থাকায় চকিত হইয়া তাহার ঘাষ কোন তারিখে কাটা হইয়াছে এই কথা সাহেব জানিতে চাহিতেছেন মনে করিয়া উহা পূর্ব্ব দিবস কাটা হইয়াছে এই উত্তর দিবার জন্য বলে "কালকাটা" হায়। এ ইংরাজ তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া এই স্থানটীর "কালকাটা" নাম প্রচার করেন! পুনরায় কেহ কেহ বলেন যে, এই স্থানে খাল কাটা হইলে "খালকাটা" নাম হয় এবং তাহা হইতেই ক্রমে কলিকাতা নাম হইয়াছে। যাহা হউক দেখিতে পাওয়া যায় যে নানা মুনির নানা মত। এই সকল কল্পিত প্রস্তাব কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া গ্রহণ করিবেন।

বর্ত্তমান কলিকাতা সহরটী কেবলমাত্র একটী গ্রাম বর্দ্ধিত্ত হইয়া হয় নাই। ইহার সহিত গোবিন্দপুর ও সুতানুটী স্থান দ্বয়ের চির সম্বন্ধ। গোবিন্দপুর, সুতানুটী ও কলিকাতা নামক তিনটি পুরাতন গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান কলিকাতার গঠন। কলিকাতা সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে, কিন্তু অপর দুইটী গ্রামেরও অনেক কথা বলিবার আছে। একটী ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে সত্য ঘটনা সকল লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে কয়েকটী গল্প মাত্র উদ্ভাবিত হইয়া সত্য ঘটনাকে কলুষিত করিয়াছে। এই কারণে গোবিন্দপুর পত্তন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ প্রকাশ করেন যে গোবিন্দপুরের নাম করণ গোবিন্দরাম মিত্রের নাম হইতে হইয়াছে। পুনরায় অন্যপক্ষ বলেন যে তন্তুবায়গণ সপ্তগ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া গোবিন্দপুরে গোবিন্দজি বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া অথবা সপ্তগ্রাম হইতে আসিবার কালীন এ বিগ্রহ আনয়ন করিয়া ঠাকুরের নামানুসারে গ্রামের নাম করণ করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে আবার দেখা যায় যে, হাটখোলার দত্তবংশীয়গণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্ত হইতে সপ্তদশ পর্য্যায় অধস্তন মহাত্মা গোবিন্দশরণ দত্তকে গোবিন্দপুর পত্তনকারী বলিয়া বংশপরম্পরায় স্থির রাখিয়া আসিয়াছেন। এই সকল প্রবাদ কতদূর সত্য মিথ্যা তাহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব। মূলত যাহাই হউক না কেন, গোবিন্দপুর বেশীদিনের গ্রাম নহে একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। উহা ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দির শেষ ভাগে স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হয়। কেননা ডিবারো যখন ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি গোবিন্দপুরের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ সেই সময়ে গোবিন্দপুর একটী ভাল বাজার ও ব্যবসা-স্থল বলিয়া সপ্তগ্রামবাসীগণ দলে দলে আসিয়া তৎপূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, এ কথা প্রকাশ করিতে উপরোক্ত কোন এক পক্ষ কুণ্ঠিত হন নাই। যদি উহা ব্যবসাস্থল হইত তাহা হইলে ডিবারো অবশ্য গোবিন্দপুরের নাম তাঁহার মানচিত্রে সন্নিবেশ করিতেন। এ সময়েও গোবিন্দপুর পত্তন হয় নাই। কেরি সাহেবের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্তের তৃতীয় ভাগ পাঠে জানা যায় যে, জন সিলভিরা নামক একজন পোর্টুগীজ ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। তাহার পর অর্ম্মের মতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগীজ সৈন্য নবাবের আহ্বানে গঙ্গাপথে প্রবেশ করিয়া হুগলীতে স্থান লাভ করেন! ভিনিসিয়ান্ বণিক সিসার ফ্রেড্রিক ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সাতগাঁ দর্শনে আসিয়া পোর্টুগীজদিগকে এ প্রদেশের বাজারে ব্যবসা করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন চট্টগ্রামকে "Porto grande" অর্থাৎ বৃহৎ বন্দর ও সপ্তগ্রামকে "Porto Pigueno" অর্থাৎ ক্ষুদ্র বন্দর নামে ডাকিতেন এবং বেটোর বাজার হইতে দ্রব্যাদি সওদা করিয়া ছোট ছোট নৌকা দ্বারা ঐ ক্রীত দ্রব্যগুলি রপ্তনী করিতেন। ফিচ্ নামক একব্যক্তি ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে এ প্রদেশে আসিয়া পোর্টুগীজদিগকে হুগলীতে স্থায়ীরূপে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই গোবিন্দপুরের নাম উল্লেখ করেন নাই। তখন যদি গোবিন্দপুরের অস্তিত্ব থাকিত এবং তথায় যদি বাজার ও উত্তম লোকালয় থাকিত, অবশ্য উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারো না কাহারো চক্ষে সমৃদ্ধশালী গোবিন্দপুর গ্রামটী পড়িত এবং উহার নাম কেহ না কেহ লিখিয়া যাইতেন। তখন পর্য্যন্তও গোবিন্দপুরের জন্ম হয় নাই এবং তজ্জন্যই তাঁহাদিগের নিকট হইতে গোবিন্দপুর সম্বন্ধে কোন কথা কি প্রকারে পাইবার আশা করা যাইতে পারে?

রাজা টোডরমল দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ কর্ত্তৃক বঙ্গ শাসনের জন্য ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত হইলে আন্দুল নিবাসী গোবিন্দশরণ দত্ত নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার অধীনে সে সময়ে সরকারী আমিরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলে কয়েক বৎসর পরে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক রাজা টোডরমলের ইচ্ছা ক্রমে বার্ব্বাকপুর পরগণার মধ্যে কিছু ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া নিজনামে গোবিন্দপুর পত্তন করেন এবং ঐ সঙ্গে রাজা খেতাব প্রাপ্ত হন। সে সময়ে ঐ স্থানটী জঙ্গলমগ্ন উচ্চভূমি ছিল এবং উহার চতুষ্পার্শ্বের স্থান গুলি জলমগ্ন থাকিত। বহুকষ্টে ঐ সকল জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রাজা গোবিন্দশরণ ঐ স্থানটীকে উদ্ধার করিয়া উহাকে গ্রামে পরিণত করেন এবং সকল জাতীয় ব্যক্তিগণকে আহবান করিয়া উহাতে বসবাস করাইয়া উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তন্মধ্যে ধনী ও বর্দ্ধিষ্ট সপ্তগ্রামবাসী তন্তুবায়গণ যাঁহারা সচরাচর বেতোর অর্থাৎ বাঁটরা বাজারে ব্যবসা করিতেন কেহ কেহ সপ্তগ্রাম হইতে বাস তুলিয়া নূতনগ্রাম গোবিন্দপুরের শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া এবং ঐ স্থানে বাস করিলে তাহাদের ব্যবসার সুবিধা হইবে মনে করিয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে প্রায় একশতাব্দি পরে যখন ইংরাজগণ দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেবের পৌত্র এবং দিল্লীর বাদসাহ বাহাদুর সাহের দ্বিতীয় পুত্র, যাঁহার উপর বঙ্গের শাসনভার তৎকালে ন্যস্ত ছিল, সেই আজিম উসানের নিকট হইতে গোবিন্দপুর সুতানুটী ও কলিকাতা নামক তিনখানি গ্রাম স্থানীয় জমীদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়া ছিলেন, সেই সময়ে উপরোক্ত রাজা গোবিন্দশরণের পৌত্র রামচন্দ্র ও প্রপৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া উহার পরিবর্ত্তে যোড়াশাঁকোর সন্নিকটে সুতানুটীর মধ্যে ভূমি লাভ করিয়া বাস করিয়াছিলেন।

গোবিন্দপুর পত্তন সম্বন্ধে উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত অন্যান্য প্রবাদগুলি অমূলক বলিয়াই বিশ্বাস হয়। কারণ তন্তুবায়দিগের চেষ্টা যে গোবিন্দপুরের নাম তাঁহাদিগের গৃহদেবতা গোবিন্দজী হইতে হইয়াছিল, এ বিষয়টী ভাল করিয়া গবেষণা করিলে অবশ্য বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহাদিগের ঐ প্রয়াস কাল্পনিক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বর্ত্তমান কলিকাতা বড়বাজার নিবাসী শেঠ ও বসাকগণের মধ্যে কোন এক মান্যব্যক্তি গোবিন্দশরণ দত্তের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল গোবিন্দজীর নামে গ্রামের নাম করণ হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং সেই কথা শ্রবণ করিয়া মহাত্মা উইলসন

সাহেব তাঁহার "Early annals & English in Bengal" নামক পুস্তকে ঐ প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া ভ্রান্তপথে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি স্বয়ং ভ্রান্ত হইয়াছেন এমত নহে, পরন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কলিকাতার ইতিহাস লেখকগণকে বিনা আয়াসে ঐ ভ্রান্ত পথে লইয়া গিয়াছেন। এক অন্ধকে অপর অন্ধ পথ দেখাইলে যেরূপ ঘটিয়া থাকে তাঁহার ঐরূপ কার্য্য তদ্ব্যতীত অপর কিছু বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি সত্য ঘটনা সংগ্রহের জন্য কিছু মাত্র যত্ন করিলে অবশ্যই ভ্রান্তি বুঝিতে পারিতেন। ঐ তন্তুবায়গণ গোবিন্দশরণ দত্তকে একেবারে বাদ দিয়া সকল্পিত প্রবাদ প্রচারের কারণ অদ্যাবধি জনসমাজে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয় যে, তাঁহারা সাধারণতঃ ধনবান হওয়ায় গোবিন্দশরণ দত্তের গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন একথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন। ইহা ব্যতীত তাহাদিগের আর কি কারণ থাকিতে পারে। সেই জন্যই কল্পনার সৃষ্টি। দেখিতে পাওয়া যায় যে, তন্তু-বায়দিগের মধ্যে গৌরীদাস বাবুর বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর সহিত বিশেষ সংস্রব ছিল বলিয়া ঐরূপ একটা প্রবাদ প্রচারের কোন বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন কি এরূপ কথাও অক্লেশে লেখা হইয়াছিল যে, "১৫০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম পোর্টুগীজ জাহাজ গঙ্গায় আসিয়াছিল, তাঁহারা গোবিন্দপুরের শেঠ বসাকদিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া ছিলেন।" ইতিপূর্ব্বে দেখান হই-য়াছে পোর্টুগীজগণ সে সময়ে গঙ্গা পথে প্রবেশ করেন নাই, এবং দেখা যায় যে, তাহার বহুদিবস পরে অর্থাৎ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ছোট নৌকা করিয়া তাঁহাদিগের সওদা দ্রব্যগুলি চালান করিতেন এবং তৎকালে গঙ্গার এরূপ অবস্থা ছিল যে, তাহাতে বড় একটা জাহাজ প্রবেশ করিতে পারিত না। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দপুরের যখন কোন অস্তিত্ব ছিল না তখন কি করিয়া পোর্টুগীজগণ শেঠ বসাকদিগের নিকট হইতে বস্ত্রাদি গোবিন্দপুর বাজারে ক্রয় করিয়াছিলেন? সম্ভবতঃ তাঁহারা সেইকালে সপ্তগ্রাম অথবা ব্যাটরা বাজারে ঐ সকল দ্রব্যাদি শেঠ-বসাকদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া থাকিবেন। ইহাই তন্তুবায়দিগের কল্পনার প্রথম প্রমাণ। দ্বিতীয়ত তাঁহাদের গোবিন্দজী ঠাকুরের নামে গ্রামের নামকরণ প্রমাণের চেষ্টা একেবারে ভিত্তি শূন্য তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। হইতে পারে যে গোবিন্দপুর গ্রামে তাঁহারা সপ্তগ্রাম হইতে গোবিন্দজী ঠাকুর আনয়ন করিয়া তথায় পূজা করিতেন। এ কথা অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। হিন্দুর

ঘরে ঠাকুর পূজা হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহাতে আবার শেঠ বসাকগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং গোবিন্দ উপাসক। তাঁহারা আরও বলেন যে যখন তাঁহারা গোবিন্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া লইয়া বর্ত্তমান বড়বাজারে আসিয়া আপনাদিগকে স্থাপন করিলেন তখন তাঁহাদিগের সহিত এ গোবিন্দজী বিগ্রহ তাঁহারা লইয়া আসিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান সময়ে যেস্থানে টাঁাকশাল আছে তাহার পূর্ব্বদিকে রাস্তার পূর্ব্বপারে দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এ বিগ্রহ স্থাপন করেন। কিন্তু একটী প্রবাদ আছে যে গোবিন্দপুরে যে গোবিন্দজী বিগ্রহ ছিলেন তিনি বর্ত্তমান কালে কালিঘাটে শ্যামরায় বিগ্রহ নামে বিদিত আছেন এবং তথায় তাঁহার প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। অপিচ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সেন্স রিপোর্টে কলিকাতার বিষয়ে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয় স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে গোবিন্দপুরের যে গোবিন্দজী ঠাকুর ছিলেন তিনিই এক্ষণে শ্যামরায় হইয়া কালিঘাটে আছেন এবং তন্তুবায়দিগের পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দজী বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। এমত অবস্থায় কাহার আখ্যা সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইবে? গভর্ণমেন্টের রিপোর্ট যে বিশেষ ভুল হইবে তাহা বলা যাইতে পারে না। অথচ শেঠ বসাকগণের বংশপরম্পরায় গৃহ দেবতার কথা যে মিথ্যা এ কথাই বা মুক্তকণ্ঠে কি করিয়া বলিতে পারা যায়? এ সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হইতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে—গোবিন্দপুরে দুইটী গোবিন্দজী বিগ্রহ ছিল এবং গোবিন্দশরণ দত্ত যাহাতে গোবিন্দজী বিগ্রহ দ্বয়ের গোবিন্দপুরে সমাদরে পূজা হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং তাঁহার এ বিষয়ে কোনরূপ অমনোযোগিতা ছিল তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, তিনি স্বয়ং তন্তুবায়দিগকে সপ্তগ্রাম হইতে গোবিন্দজী বিগ্রহ আনয়ন করিয়া গোবিন্দপুরে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং যিনি বর্ত্তমান শ্যামরায় ঠাকুর বলিয়া পরিচিত তাঁহারই সেবা গোবিন্দপুরে গোবিন্দজী বিগ্রহ নাম দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এমতে প্রমাণ হয় যে গোবিন্দপুরে তন্তুবায়গণ সর্ব্ব প্রথমে আসেন নাই বা ঐ গ্রাম তাঁহারা পত্তন করেন নাই এবং তাঁহাদের কল্পিত প্রবাদটীর সেই সময়ের অপরাপর ঘটনাগুলির সহিত কোন মিল নাই।

এক্ষণে গোবিন্দরাম মিত্রের নাম হইতে গোবিন্দপুরের নামকরণ প্রবাদটীর বিষয় অনুসন্ধান করা হইবে। ব্লাক জমীদার অর্থাৎ কলিকাতার বাঙ্গালী সদরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর যাহাকে চলিত কথায় কোতোয়াল বলিত

সেই গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনী লেখক বলেন যে "গোবিন্দরাম মিত্র ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে পৈত্রিক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া চার্ণক সাহেবের সহিত এখানে আসিয়া বাস করিলেন এবং নিজ নামানুসারে গ্রামের নাম রাখিলেন।" যখন গোবিন্দরামের জন্ম ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হওয়াই সম্ভব তখন এই কথাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গোবিন্দরাম মিত্রের ঐ জীবনী লেখকের অনুসন্ধান অতীব স্বল্প এবং তিনি কোন প্রকারে গোজামিল দিয়া তাহার কল্পনার ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত কথাগুলির নিম্নে পুনরায় তিনি লিখিয়াছেন যে, "১৬৯৫ সালে যখন গোবিন্দপুরের দুর্গ নির্ম্মিত হয় সেই সময়ে তিনি কুমারটুলিতে আসিয়া বাস করেন।" লেখক মহাশয়ের অবশ্য জানা উচিৎ ছিল যে গোবিন্দপুর যে স্থানে অবস্থিত ছিল তথায় ১৬৯৫ সালে দুর্গ নির্ম্মাণ হয় নাই। ঐ দুর্গ গোবিন্দরামের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দরামের মৃত্যুর বর্ষে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। তিনি যে দুর্গের কথা বলিতেছেন উহা কলিকাতার বর্ত্তমান লালদীঘী বা ডালহাউসী স্কোয়ারের পশ্চিমে যে স্থানে জেনেরাল পোষ্ট আফিস, কাষ্টম হাউস ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির আফিস রহিয়াছে—সেই স্থানে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মানকার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৭০২ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজার নামানুসারে এ দুর্গের নাম "ফোর্ট উইলিয়ম" দেওয়া হয়। এমতে তাহার অজ্ঞতার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে পুনরায় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে গোবিন্দরাম মিত্রের সহিত জব চার্ণকের কোন সম্বন্ধই ছিল না, কারণ গোবিন্দরাম মিত্র ১৭২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতার ব্লাক জমীদারের কার্য্য করিতেন। অবশ্য তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে কিছুতেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার দেওয়া হয় নাই একথা সকলেই বিশ্বাস করিবেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহার ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স ছিল। এ হিসাবে ধরিলে দেখা যায় তাঁহার জন্ম কালের অনতিপূর্ব্বেই বা পরেই জব চার্ণক কলিকাতা পত্তন করেন এবং তাঁহার তিন বৎসরের মধ্যে পরলোক গমন করেন। এমতে গোবিন্দরাম জন্মিবামাত্রই কিছু জব চার্ণক সাহেবের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন চার্ণক সাহেব কোথায়? আমরা সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে আমির চাঁদের পাওনা বিষয় তদ্দারকের ভার ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্রের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি এ কার্য্যের

কমিশনার বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যদি ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্রের জন্ম বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে তখন তাঁহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়স হইতে চলিয়াছিল এবং তাহার জীবনী লেখকের মতে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে চার্ণক সাহেবের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে তাহার বয়সের আকুল পাথার পাওয়া যায় না। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণের সময়ে যখন মুসলমানগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এ সময়ে একজন বলিষ্ঠ-যুবা ব্যক্তির ন্যায় মুসলমানদিগের হস্ত হইতে কলিকাতা রক্ষা করিতে ছিলেন। ষ্টার্ণডেল সাহেব তাঁহার কলিকাতা কলেক্টোরেটের ইতিহাসে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দেখাইয়াছেন যে এ জীবনী লেখকের কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। তিনি বলেন,—

"In the autobiography of Govindram, written by one of his descendants, he is said to have died in or about 1766, but I have reason to believe that that he lived to a much later period, for in the private estate papers oi the ancestor of a concection of my own, which I discovered among the records of the Mayor's Court, I find entries to prove that Govindram Mittra, Bulloram Mittra, Jaynarayan Ghashal (the ancestor of the late Raja Satyananda Ghoshal of Bno-coylash). Radhakrishna Dutt and Capain Nicholas weller, the gentleman referred to, were partners in the salt contract of pergunnah Meyduinnull in 1772-73, und I find an entry of a receipt in latter year of "Sicca Rupes 24,733 form Govind ram Nittre balance of account current," thus showing that Govindram must have been aliveup to 1772-73. The biographer, althongh a dscendant of the black Zemindar is therefore evidenty somewhat incorrect in regard to his facts and dates, for he states that in or about 1686-87 Govindram was brought to the fevourabl notice of Mr. Job Charnock who, finding him to be an educatad, intelligent, and active young man, offered him an appointment in the service of the Hon'ble

East India Company. He further states that Gsvindram then removed his domicile to a place near tha present fort, woich has since then been called after his name Govindpur. Now if this were correct, Govindram (supposing him to have been only twentyfive when he is said to have been taken up by r. Charnock) would have been about one hundred and five years of age at the date of hia death, as given by his biographer, but atleast one hundred and twelve in 1773. There no historical authority for the assertion that manzah Govindpur was called after Govindram." Page 15 of Historical Account of tha Calentta Collectorate by Reginald Craufurd Sterndale. Edition 1835 A. D.

এমতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনী যাহা উক্ত লেখক লিপি বদ্ধ করিয়াছেন তাহা কল্পনা প্রসূত ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং উহাতে লিখিত গোবিন্দরাম মিত্রের নামানুসারে গোবিন্দপুর পত্তন কথা অলীক। গোবিন্দরাম মিত্র গোবিন্দ শরণ দত্তের প্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ পৌত্রের সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তিনি কোন মতেই গোবিন্দপুরের পত্তনকারী হইতে পারেন না অথবা তাঁহার নামে গোবিন্দপুরের নামাণুকরণ হইতে পারে না। গোবিন্দপুর পত্তন সম্বন্ধে দত্তবংশমালা গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে।

"শ্রীরামশরণো জ্যেষ্ঠো গোবিন্দোমধ্যমস্তথা।
কনিষ্ঠঃ শ্রীহরিশ্চৈবং কুলাচার্য্যৈর্বিচারিতং॥
বিষয়াণাং বিভাগেষু তেষাং বৈরং পরস্পরং।
অভবৎ স্বল্পকালে তৎ সর্ব্ব বিদ্রাবনং পরং॥
গোবিন্দশরণস্ত্যক্ত্বা স্বগৃহে বিষয়াদিকং।
লেভে তোড়ল্মলাৎ কার্য্যং ভূমিদানাদি কর্ম্মসু॥
তোড়ল্মলস্ত কৃপয়া নানদিংহ নৃপায় সঃ।
অর্পয়ামাস গোবিন্দং জ্ঞাত্বা কার্য্যক্ষমং হিতং॥
গোবিন্দস্য স্বকার্য্যেষু তুষ্টো রাজা মহামতিঃ।
আকবরাজ্ঞয়া ভূমিং দদৌ তং গৌড়মণ্ডলে॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটে রম্যে কালিকাপীঠ সন্নিধৌ।

গোবিন্দশরণশ্চক্রে গোবিন্দপুর পত্তনং ॥
সচ বিত্তবরোদত্তঃ লব্ধাচ বিপুলং ধনং।
রাজকার্য্যে তথান্যত্র স্বীয়গ্রামং সমাগতঃ ॥
করালবদনীং কালীমচ্চয়িত্বা যথাবিধি।
সম্পূজ্য সজ্জনান্ বিপ্রানবাপ বিপুলং যশঃ ॥
তন্তুবায়াদিকান্ শূদ্রান্ সমানীয় সুদূরতঃ।
স্থাপয়ামাস ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দপুরসন্নিধি ॥
কায়স্থান্ ব্রাহ্মণান্ বৈদ্যান্ নবশাখাদিকানপি।
বরয়ামাস যত্নেন স্বীয়গ্রাম বিবৃদ্ধয়ে ॥
শ্রীদুর্গামগুবং স্থাপ্য শারদীয়ার্চ্চনং তথা।
বোধনেন নবম্যাদি কল্পেন সমকল্পয়ৎ ॥
পিতামহাজ্ঞয়া সোপি সর্ব্বগার্হস্থ্য কর্ম্মসু।
গোস্বামিভ্যোদদৌমালাং সজ্জনেভ্যো মহামতিঃ ॥
সাত্ত্বিকেন বিধানেন দেবী পূজাদি কর্ম্মসু।
পশ্বাদি বধকার্য্যঞ্চ নিষিদ্ধং তেন সাধুনা ॥"

নব্যভারত ১৩০৮ সালের উনবিংশ খণ্ডের মাঘমাসের সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিবরণটী পাওয়া যায়। "গোবিন্দশরণ দত্ত আন্দুল ছাড়িয়া ঐ নবগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। গোবিন্দশরণের পিতামহ কৃষ্ণানন্দ দত্ত চৈতন্যদেবের সমকালীন। ইনি সপ্তগ্রামের একজন ধনবান কায়স্থ, আন্দুলের চতুর্দ্ধরী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইহাঁর সপ্তগ্রামের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ শরণ দত্ত মধ্যম, রামশরণ জ্যেষ্ঠ, হরিশরণ দত্ত কনিষ্ঠ। ইহাদের পিতার নাম কন্দর্পরাম দত্ত। তিনি আন্দুলে বাস করিতেন। গোবিন্দশরণ বঙ্গীয় দত্তবংশের আদিপুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত হইতে সপ্তদশ পুরুষ। তিন ভাই বিষয় বৈভব লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র হইলেন। রামশরণ আন্দুলেই রহিলেন, গোবিন্দশরণ রাজা টোডরমল্লের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন, হরিশরণ মুড়াগাছায় গিয়া বাস করিলেন। রাজা টোডরমল গোবিন্দশরণের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য মানসিংহকে আদেশ করেন। মানসিংহ বারাকপুরের মধ্যে তাঁহাকে কিছু ভূমি দান করায় তিনি পুরাতন ও নব গঙ্গার সঙ্গমস্থলে বাস করিয়া নিজ নামানুসারে ইহাকে গোবিন্দপুর নাম প্রদান করেন।"

"তাহা হইলে গোবিন্দশরণের আগমন ষোড়শ শতাব্দির শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবশ্য বলিতে হইবে। গৌরদাস বাবু সে সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত যে ষোড়শ শতাব্দির শেষে গোবিন্দপুর স্থাপিত হইয়াছে।"

"কেবল মাত্র কেদার বাবুর "দত্তবংশ" আমাদের অবলম্বন নহে। তৎসাময়িক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। কবিরাম প্রণীত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" মহারাজ প্রতাপ আদিত্যের জীবিতকালে লিখিত। (প্রতাপ আদিত্য ভূপস্ত যশোর ভূমিপস্তু চ। গঙ্গাবাস স্থলে রাজন ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ ॥ দিগ্বিজয় প্রকাশ, ৬৮৬ ছন্দ) সম্ভবত সে সময়ে রাজা শালিখার নবনির্ম্মিত দুর্গে বাস করিতে ছিলেন। কবি বলিতেছেন,—"গোবিন্দ দত্ত নামক একরাজা গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে ফিরিবার সময়ে কালী তাঁহাকে স্বপ্নে আহ্বান করিয়া "বাদররসা" নামক আপনার নিকটস্থ স্থানে বাস করিতে আদেশ করেন। গোবিন্দ তথায় মৃত্তিকা মধ্যে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মান করেন এবং অপরাপর কায়স্থ ব্রাহ্মণ নবশাখাদি সর্ব্বজাতিকে আহ্বান করিয়া নিজ নামে গ্রামের নামকরণ করিয়াছিলেন। (বিশ্বকোষের ২৯৫ পৃষ্ঠা দেখুন) এই সমসাময়িক ইতিহাস বেত্তার কথা আমরা কিরূপে অবিশ্বাস করিব? সুতরাং আন্দুলের চতুর্দ্ধরী রাজা টোডরমলের সহকারী গোবিন্দশরণ দত্তই যে গোবিন্দপুরের সংস্থাপক তাহা জানিয়া লইতে হইতেছে। গোবিন্দপুরের পূর্ব্ব নাম 'বাদররসা'।" ইহাই প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথা। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার বিশ্বাসোপযোগী ঘটনাগুলি সংগ্রহ করিয়া নব্যভারতে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'তিনি বলিলেন, গোবিন্দপুরের পূর্ব্ব নাম 'বাদররসা'। এখন বাদররসা নামের উৎপত্তি ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাদার মধ্যে রসা স্থানকে বাদাররসা বলিত। কলিকাতার দক্ষিণে ক্যানিং প্রভৃতি স্থানকে অদ্যাপিও বাদা বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। বাদা শব্দের অর্থ জলমগ্ন স্থান। কলিকাতাও এককালে ঐ বাদার অন্তর্ভুত ছিল। গোবিন্দপুরই বা কেননা কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া বাদার অন্তর্গত স্থান হইয়া সেই কালে না থাকিবে? বর্ত্তমান কালে রসারোড বলিয়া একটী রাস্তা এখনো ভবানীপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং টালিগঞ্জের নিকট রসাপাগলা স্থান অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই শব্দের অর্থাৎ বাদা ও রসার সংযোগে বাদাররসা নাম সৃষ্টি হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।

এক্ষণে তৃতীয় গ্রামখানি যাহা সুতানুটী নামে পরিচিত ছিল তাহার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কতদূর পাওয়া যায় দেখা যাউক। সুতানুটীর নামকরণ সম্বন্ধে কেহই বিশেষ কোন ঐতিহাসিক তথ্য দিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন যে উহাকে লোকে সুতানুটী বলিত কারণ সুতার গাঁট এ স্থানে বিক্রয় হইত। কেহ কেহ ছত্রলাঠী হইতে সুতানুটীর উৎপত্তি স্থির করেন। রায় মহাশয় ছত্রলুঠ কথা হইতে সুতানুটীর সৃষ্টি হইয়াছে মনে করেন। তিনি বলেন যে, ছত্র বা ছাতা অর্থাৎ আবৃত স্থান যেখানে লুঠ অর্থে দান করা হইত। যিনি যাহাই বলুন না কেন, এই স্থানটী অতি অল্প কালের মধ্যে একটী বৃহৎ ব্যবসাস্থলে পরিণত হয়। জব চার্ণক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সুতানুটীতে আগমন করেন। তৎপরে সুতানুটীর নাম ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের ডায়রীতে পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে সুতানুটীর নাম বড় একটা দেখা যায় না। এমতে সিদ্ধান্ত হয় যে, জব চার্ণকের ভারতে অবস্থানের কালে সুতানুটীর সৃষ্টি ও পত্তন হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জব চার্ণক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন করেন। সুতানুটী গ্রামও এ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পরে হইয়াছে। গোবিন্দপুরে ব্যবসার সুবিধা না থাকায় তথায় রীতিমত বাজার স্থাপন হয় নাই। সে স্থানটী তৎকালে হাট বাজারের যোগ্য স্থান বলিয়া নানা কারণে বিবেচিত হইত না, বরং বাসোপযোগী ভদ্রপল্লী বলিয়াই আদৃত হইত। পক্ষান্তরে সুতানুটী স্থানটি হাট বাজারের পক্ষে সকল বিষয়ে সুবিধা জনক ছিল এবং সেই কারণেই এ স্থানেই ব্যবসাকার্য্য বিশেষ রূপ চলিতে আরম্ভ হইল। নদীর মধ্যে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রাম ও হুগলী পর্য্যন্ত জাহাজগুলি যাইতে পারিত না। কাযে কাযে ব্যবসায়ীগণ আরও দক্ষিণে আসিয়া একটী ভাল স্থান সন্ধান করিতে ছিলেন। প্রথমত ব্যাটরা বাজারের প্রতি তাঁহাদিগের মন ধাবিত হয়, কিন্তু নদীর দৌরাত্ম্যে এ স্থলে দ্রব্যাদি সরবরাহ করার অসুবিধা বুঝিয়া তাঁহারা সুতানুটী বাজারটীকে উত্তম স্থান স্থির করেন এবং ক্রমে ক্রমে দলে দলে এ স্থানে আসিয়া ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করেন। অন্যান্য ব্যবসাদারদিগের ন্যায় চার্ণক সাহেবের মনও এ স্থানের প্রতি ধাবিত হয়। তিনি অনেক স্থান দেখিয়া অবশেষে সুতানুটী স্থানটী ইংরাজদিগের পক্ষে একমাত্র সুবিধাজনক স্থান জানিয়া তথায় ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাহাতে সকল দেশীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া সকল প্রকার ব্যবসা করিতে পারেন তজ্জন্য সকল জাতিকে সুতানুটীতে আসিবার জন্য আহ্বান করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে অবশেষে ইংরাজগণ সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার অনুমতি পত্র তাৎকালিক বঙ্গের শাসন কর্ত্তার নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। এই সুতানুটি ইংরাজদিগের প্রথম ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রবর্ত্তক। জব চার্ণকের মৃত্যুর পর স্যার জন গোলড্সবরো সুতানুটি গ্রামে সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি ঐ স্থানে গড় নির্ম্মাণের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁহার মনোভিলাষ সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। যাহা হউক সুতানুটি জনাকীর্ণ স্থানে পরিণত হইলে তথায় বৃহৎ বাজার পত্তন ও হাট খোলা হয়। তাহাতেই বড় বাজার ও হাটখোলা নামের প্রচার হয়। রায় মহাশয় কিন্তু হাটখোলা ও বড়বাজার নাম হাটতলা ও বুড়াবাজার হইতে হইয়াছে স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে হাটতলার অপভ্রংশ উচ্চারণ হাটখোলা এবং বুড়া অর্থাৎ বুড়াশিবের নাম হইতে বুড়াবাজার বা বড়বাজার হইয়াছে। আমরা কিন্তু অত কষ্ট করিয়া এরূপ নামের পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। পোর্টুগীজগণ বেতোর পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান যে স্থানটি ক্লাইভ ষ্ট্রীট অথবা ক্লাইভ রো বলিয়া বিদিত আছে তৎ সন্নিধানে আলু গুদাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে সুতানুটি বলিলে বর্ত্তমান বাগবাজার, শ্যামবাজার, হাটখোলা ও বড়বাজারের কতক অংশ পর্য্যন্ত বুঝাইত। ডিহি কলিকাতা সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিল। গোবিন্দপুর বলিলে ময়দানে বর্ত্তমান কালে যে স্থানে ফোর্ট উইলিয়ম নামক কেল্লাটি রহিয়াছে তাহা এবং তাহার দক্ষিণে হেষ্টিংস পর্য্যন্ত স্থানটি বুঝাইত। এই তিন খানি গ্রাম একত্রীভূত হইয়া বাগবাজারের খাল হইতে আদি গঙ্গার ছাড় পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে সমস্ত স্থানটিতে অবস্থিত ছিল। ইহাই কলিকাতার প্রাচীনতম স্থান এবং এই তিনখানি গ্রাম একত্রিত হইয়া ক্রমে কলিকাতা সহরে পরিণত হইয়াছে। বাগবাজারের খালকে পূর্ব্বে চিৎপুর ক্রীক বলিত। বর্ত্তমান জোড়াশাঁকো বলিয়া যে স্থানটী দেখান হয় এখানে দুই ধারায় দুইটি ক্রীক গঙ্গা হইতে আসিয়া মিলিত হইয়া সমান পূর্ব্বমুখে গিয়া লবণহ্রদের সহিত যোগদান করিত এবং এ স্থানটীতে দুইটি শাঁকো প্রস্তুত হইয়া সুতানুটি হইতে ডিহি কলিকাতায় গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছিল। এ দুইটি ক্রীক সর্ব্ব প্রথমে মাটী ফেলিয়া বুজাইয়া দিয়া সমতল ভূমিতে পরিণত করা হয়, কিন্তু জোড়াশাঁকো নামটী অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান হাইকোর্ট অট্টালিকার

উত্তর দিয়া যেখানে হেষ্টিংস ষ্ট্রীট চলিয়াছে তথায়ও একটি বৃহৎ খাদ ছিল। তাহাকে সাধারণ লোকে "দি ক্রীক" বলিত। ঐ ক্রীক পর্য্যন্ত ডিহি কলিকাতার দক্ষিণ সীমা ছিল। গঙ্গাতীর হইতে বর্ত্তমান চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত স্থানটি মাত্র লোকালয় ছিল। তাহার পূর্ব্বে ভূমি সকল জঙ্গল বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ঐ ভূমির পূর্ব্বে লবণহ্রদ অথবা Salt water Lake ছিল। চিৎপুর রোডটি সে সময়ে এখনকার মত ছিল না। তাহা কাঁচা রাস্তা ছিল এবং লোকে উহাকে পিলগ্রিম রোড বা যাত্রীর রাস্তা বলিত।

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

কলিতে পরমহংস অংশ অবতার,
দক্ষিণেশ্বরে দেব শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।
কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ মহামন্ত্র তাঁর,
সাধনেতে সিদ্ধ, ব্রহ্ম, শুদ্ধ শান্তি ধাম॥
হিন্দুকুলে জন্ম মলে, হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা,
লালিত পালিত হিন্দু পরিবার মাঝে;
আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য! কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রে শিক্ষা,
সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়—হৃদয়ে বিরাজে॥
অপূর্ব্ব মীমাংসা! ছোট সরল ভাষায়,
বালকেও বুঝে অতি অদ্ভুত ব্যাপার!
ছোট বড় সুখী বড় জড় শড় প্রায়,
যেই আসে অনায়াসে হয় ভব পার॥
হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান,
শক্তি, শৈব, সৌর, গানপত্য ও বৈষ্ণব।
নহে রুষ্ট, কহে তুষ্ট শুনিয়া ব্যাখ্যান,
ইষ্ট মন্ত্রে শিষ্ট হলো মহাতুষ্ট সব॥
ঘোর মদ্যপায়ী অন্ত সন্ত শান্ত অতি,
আসক্তি হারায় শক্তি, ভক্তি উপজিল।
বিষয়ী, বৈরাগী ত্যাগী ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি,
গেল শঙ্কা, জয় ডঙ্কা গগনে বাজিল॥

ঈশ্বর সকল ধর্ম্মে নিত্য স্বপ্রকাশ,
দেখা দেন্ কথা কন্ পিপাসু পরাণে।
সরল ব্যাকুল শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশ,
মাতার সমান স্নেহ সকল সন্তানে॥
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এক ব্রহ্ম যিনি,
সর্ব্বজীবে সমভাবে সদা বর্ত্তমান।
যেন, সূর্য্য প্রতি অম্বু পাত্রে প্রতিবিম্ব তিনি,
সুমার্জ্জিত বুদ্ধিমান দেখে মূর্ত্তিমান॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি নিত্য আর লীলা,
উপমা—প্রতিমা মা'র শিরোপরে শ্যামা।
নির্গুণ আশ্রয়কার, স্বগুণের খেলা,
তাই মা আনন্দময়ী ভক্ত মনোরমা॥
নানা ভূজা দেবদেবী পূজার পদ্ধতি,
মাটি, কাষ্ঠ, অষ্টধাতু, পাষাণে নির্ম্মাণ।
ঘটে, পটে, অকপটে রটে বটে রীতি,
ঈশ্বরে লভিতে উচ্চে সাধন সোপান॥
মই, সিঁড়ি, বাঁশ, দড়ি, ছাদে উঠিবারে,
অনেক উপায় মাত্র উদ্দেশ্য সরল।
সে প্রকার আকার তন্ত্রে বর্ণে বারে বারে,
নিরাকারে পৌঁছিলে সম্বল কেবল॥
নামের ও সুন্দর ব্যাখ্যা যথা এক—জল,
ইংরাজ ওয়াটার বলে যবনেতে পানি।
ধীর কয় নীর, লাটিন আকোয়া শীতল,
এক বস্তু নানা নাম তৃষ্ণা মিটে জানি॥
ওয়াটার, বারি, পানি, নীর, অপ, জল,
জীবন, আকোয়া, নার, আর কত নাম।
সবেই পিপাসা শান্তি হয়—একই ফল,
জলাশয়ে করে ঘাট তাহে নয় কাম॥
সরোবর এক, চারি ঘাট চারি ধারে,
খৃষ্টান, মুসলমান, জৈন, আর হিন্দু।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

প্রত্যেকে পৃথকে নামে জল খাইবারে,
সবেই শীতল! পান করি বারি বিন্দু॥
নাম ঘাট ভিন্ন তাহে কিবা আসে যায়,
পরম উদ্দেশ্য জল হলো তো সফল।
তৃষ্ণাতুর সুচতুর বাঁচে পিপাসায়।
প্রাণ বাঁচে নাহি বাছে নাম আসল-নকল॥
ভগবান, বনমালী, কৃষ্ণ, কালী, হরি,
শ্যামা, শ্যাম, শিব, রাম, মনসা, শীতলা।
ষষ্ঠী, মাকাল, পঞ্চানন্দ, কত নাম করি,
জিহোবা ও যিশুখৃষ্ট, গড, খোদা আল্লা॥
মুখে—চিনি চিনি বলিলেই মিষ্ট নাহি খাই,
চিনে চিনি খেতে হয় তবে পাই মিষ্ট।
তেমনি "নামৈব কেবলং" কিন্তু মনে রাখা চাই,
জ্ঞানভক্তি—যোগ হলে তবে মিলে ইষ্ট॥
সর্ব্বনাম শান্তিধাম—বস্তু জ্ঞান চাই,
গ্রহণ, সেবন, আস্বাদন হয় ভক্তি।
সম্ভোগে সচ্চিদানন্দ-রস প্রাণে পাই,
অপ্রাকৃত দেহে তাহে উপজয়ে শক্তি॥
যে আছ যেখানে থাক, নড়োনা একচুল,
অন্তর্য্যামী ভগবান প্রাণে বর্ত্তমান।
আন্তরিক ব্যাকুলতা—সাধনের মুল,
কাতরে ডাকিলেই পাবে হৃদে মুর্ত্তিমান॥
গেল ভ্রান্তি, হল শান্তি অশান্ত হৃদয়ে,
শ্রান্তি দূর কি মধুর পিয়ে ধর্ম্ম বারি।
সুন্দর মীমাংসা-আশা বাড়ে যায় লয়ে,
জয় বাঞ্ছাকল্পতরু হরি। স্মরি সারি সারি॥
আচার্য্য কেশব সেন; ত্রৈলোক্য, বিজয়,
প্রতাপ প্রতাপ জানি উপস্থিত দ্বারে।
জোড় হাতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়,
অন্যে কা কথা! কথা কিবা কব কারে॥

অবশ্য আছয়ে গূঢ় রহস্য ভিতরে,
নতুবা এ সমাগম সব কি কারণ।
যত মহামহোপাধ্যায় ধায় অকাতরে,
যাতায়াত, বজ্রাঘাতেও না মানে বারণ॥
ধায় যথা অলিকুল প্রফুল্ল কমলে,
দলে দলে চলে মধু লোভে ভক্ত ভৃঙ্গ।
ফুটেছে সোনার ফুল সুরধুনী কুলে,
যায়, বারে বারে করিবারে মহা সাধুসঙ্গ॥
একাসনে কেশব সনে নৃত্য সংকীর্ত্তন,
শোভার বালাই যাই, আহা! মরি মরি।
এখনও জাগছে সেরূপ হৃদয়-রঞ্জন,
সুমধুর ধ্বনি শুনি বোল হরি হরি॥
ধন্য এই দীন হীন, ঈশ্বর কৃপায়,
জন্মেছিনু সে সময়—করেছি দর্শন!
নৈলে আফসোসে মরিতাম কি হতো উপায়,
করিয়াছি শুভক্ষণে সে পদ স্পর্শন॥
শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত কলিভাগবত!
মম সম নরাধম করিতে উদ্ধার।
সেবক মণ্ডলী ধন্য হইনু প্রণত,
রায় রামগোবিন্দ সেবানন্দ চরণে সবার॥

ভক্ত দাসানুদাস—শ্রীরামগোবিন্দ রায়।

—*—

ফলিত জ্যোতিষ।

লেখক,—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।

২

ষড়বর্গ।

"ক্ষেত্রং হোরাথ দ্রেক্কাণো নবাংশো দ্বাদশাংশকঃ।
ত্রিংশাংশকশ্চ ষড়বর্গস্ত্র্যাদি প্রাপ্ত্যা ফলপ্রদাঃ॥"

ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ এই ছয়টিকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে ষড়বর্গ কহে। নিম্নে ইহাদের কথাই বলা যাইতেছে।

ক্ষেত্র।

আমাদের যেমন এক অথবা একাধিক গৃহ আছে গ্রহগণেরও সেইরূপ—একটি অথবা দুইটি করিয়া গৃহ আছে।

"কুজশুক্রবুধেন্দ্বর্ক সৌম্য শুক্রাবনী ভুবাং।
জীবার্কি ভানুজে জ্যানাং ক্ষেত্রাণিস্যুরজাদয়ঃ॥"

রবির সিংহ রাশি আপনার ক্ষেত্র। এইরূপ চন্দ্রের কর্কট, মঙ্গলের মেষ ও বৃশ্চিক, বুধের কন্যা ও মিথুন, বৃহস্পতির ধনু ও মীন শুক্রের তুলা ও বৃষ এবং শনির মকর ও কুম্ভরাশি নিজের ক্ষেত্র।

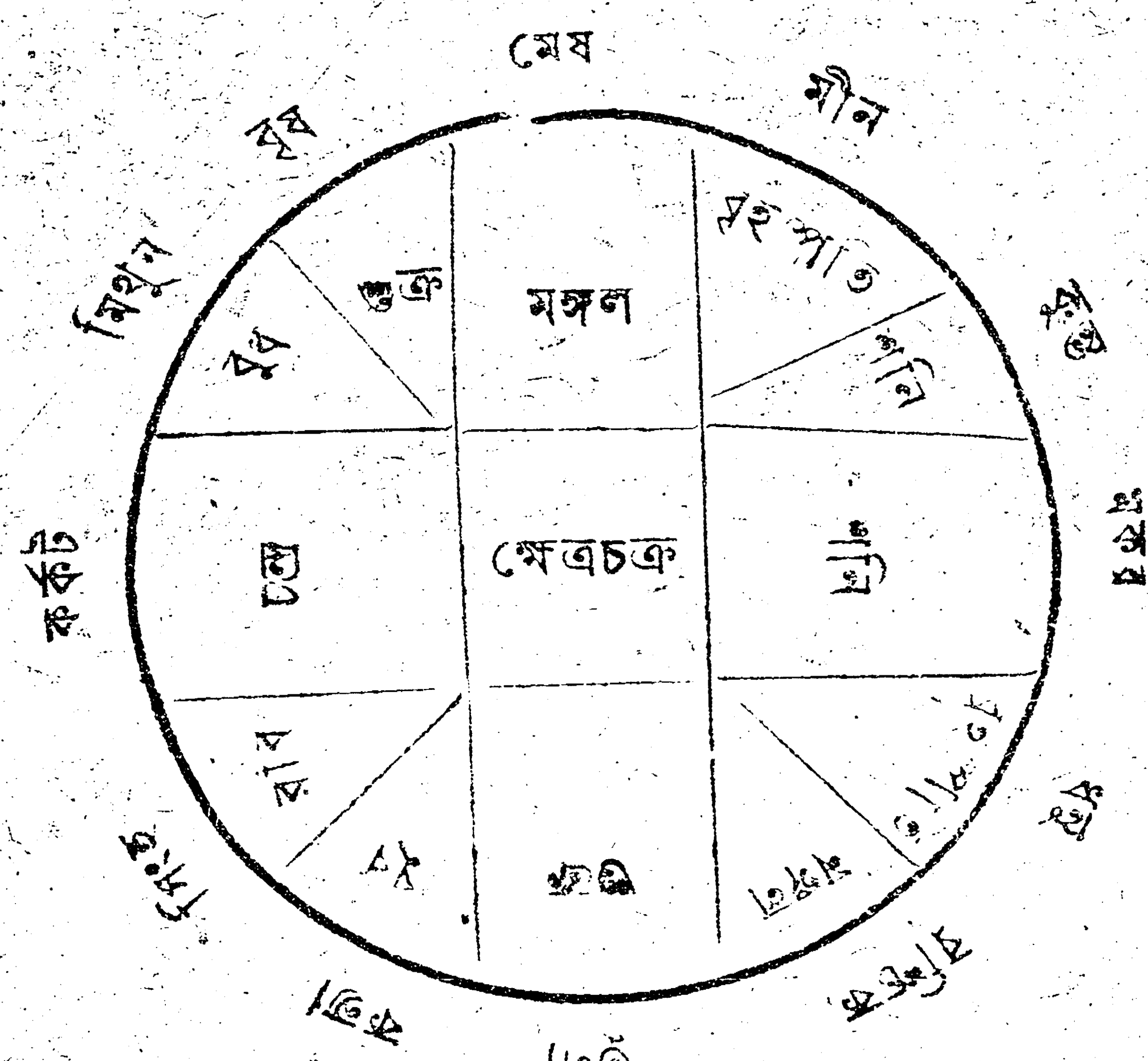

আমরা যেমন বাহির হইতে নিজের গৃহে আসিয়া শান্তি লাভ করি, গ্রহগণও সেইরূপ রাশির পর রাশি ভ্রমণ করিতে করিতে স্বক্ষেত্রে আসিয়া তৃপ্ত হয়। স্বক্ষেত্রগত গ্রহ বিশেষ বলবান।

লগ্নস্থানের অধিপতি গ্রহের ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম হইয়াছে বুঝিতে হয়। যেমন মেষ লগ্নে জাত বালক মঙ্গলের ক্ষেত্রে, বৃষলগ্নে জাত বালক শুক্রের ক্ষেত্রে, মিথুন লগ্নে জাত বালক বুধের ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে।

হোরা।

লগ্নের অর্দ্ধাংশের নাম হোরা। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয় লগ্নের প্রথমার্দ্ধ সূর্য্যের হোরা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ চন্দ্রের হোরা। বৃষ

কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ছয় লগ্নের প্রথমার্দ্ধ চন্দ্রের হোরা এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ সূর্য্যের হোরা।

সন ১৩২৩ সালের ১২ই চৈত্র বেলা ১৫ দণ্ড সময়ে যে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার মিথুন লগ্ন স্থির করা গিয়াছে (জন্মভূমি শ্রাবণ সংখ্যা দেখুন।) ঐ মিথুন লগ্নমান ৫ দণ্ড, ৩০ পল, ৬ বিপলকে দুইভাগ করিয়া দেখিলাম—বালকটি দ্বিতীয়াংশেই জন্মিয়াছে। মিথুন লগ্নের দ্বিতীয় ভাগ চন্দ্রের হোরা; সুতরাং জাতকের চন্দ্রের হোরায় জন্ম স্থির করা গেল।

দ্রেক্কাণ।

লগ্নমানকে তিনভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম দ্রেক্কাণ। যে গ্রহ জন্ম লগ্নের অধিপতি সেই প্রথম দ্রেক্কাণের অধিশ্বর। লগ্ন হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিশ্বর এবং লগ্ন হইতে নবম রাশির অধিপতি তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিশ্বর হইয়া থাকে।

রাশি	প্রথম দ্রেক্কাণাধিপতি	দ্বিতীয় দ্রেক্কাণাধিপতি	তৃতীয় দ্রেক্কাণাধিপতি
মেষ	মঙ্গল	রবি	বৃহস্পতি
বৃষ	শুক্র	বুধ	শনি
মিথুন	বুধ	শুক্র	শনি
কর্কট	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি
সিংহ	রবি	বৃহস্পতি	মঙ্গল
কন্যা	বুধ	শনি	শুক্র
তুলা	শুক্র	শনি	বুধ
বৃশ্চিক	মঙ্গল	বৃহস্পতি	চন্দ্র
ধনু	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি
মকর	শনি	শুক্র	বুধ
কুম্ভ	শনি	বুধ	শুক্র
মীন	বৃহস্পতি	চন্দ্র	মঙ্গল

দৃষ্টান্ত—মিথুন লগ্নের মান ৫ দণ্ড ৩০ পল ৬ বিপল; ইহাকে ৩ ভাগ করিলে প্রতিভাগ ১ দণ্ড ৫০ পল ২ বিপল হয়। পূর্ব্ব কথিত বালকটি মিথুনের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে দেখা যাইতেছে। মিথুন লগ্নের দ্বিতীয় দ্রেক্কাণাধিপতি শুক্র; সুতরাং শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্ম।

নবাংশ।

লগ্নমানকে ৯ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম নবাংশ।

মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিন লগ্নের নবাংশাধিপতি যথাক্রমে ১ মঙ্গল, ২ শুক্র, ৩ বুধ, ৪ চন্দ্র, ৫ রবি, ৬ বুধ, ৭ শুক্র, ৮ মঙ্গল এবং ৯ বৃহস্পতি। অর্থাৎ এই তিন লগ্নের প্রথম নবাংশের অধিপতি মঙ্গল; দ্বিতীয় নবাংশাধিপতি শুক্র; তৃতীয় নবাংশাধিপতি বুধ; চতুর্থ নবাংশাধিপতি চন্দ্র—ইত্যাদি।

মকর, বৃষ ও কন্যা এই তিন লগ্নের নবাংশাধিপতি যথাক্রমে—১ শনি, ২ শনি, ৩ বৃহস্পতি, ৪ মঙ্গল, ৫ শুক্র, ৬ বুধ, ৭ চন্দ্র, ৮ রবি, এবং ৯ বুধ।

তুলা, কুম্ভ ও মিথুন এই তিন লগ্নের নবাংশাধিপতি যথাক্রমে—১ শুক্র, ২ মঙ্গল, ৩ বৃহস্পতি, ৪ শনি, ৫ শনি, ৬ বৃহস্পতি, ৭ মঙ্গল, ৮ শুক্র এবং ৯ বুধ।

কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই তিন লগ্নের নবাংশাধিপতি যথাক্রমে—১ চন্দ্র, ২ রবি, ৩ বুধ, ৪ শুক্র, ৫ মঙ্গল, ৬ বৃহস্পতি, ৭ শনি, ৮ শনি এবং ৯ বৃহস্পতি।

জন্ম লগ্নমানকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমে দেখিতে হইবে শিশুর জন্ম সময় উহার কোন ভাগে পড়িয়াছে। পরে সেই অংশের অধিপতি গ্রহ স্থির করিবেন। যেমন মিথুন লগ্নের প্রথম নবাংশে বালক জন্ম গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে ঐ শিশু শুক্রের নবাংশে জন্মিয়াছে।

দ্বাদশাংশ।

জন্ম লগ্নকে দ্বাদশ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম দ্বাদশাংশ। যে লগ্নের দ্বাদশাংশ করা যায়, সেই লগ্নের অধিপতি গ্রহই প্রথম ভাগের অধীশ্বর। লগ্নের দ্বিতীয় রাশির অধিপতি দ্বিতীয় ভাগের অধীশ্বর; তৃতীয় রাশির অধিপতি তৃতীয় ভাগের অধীশ্বর—এইরূপ দ্বাদশ রাশির অধিপতি গ্রহই দ্বাদশ ভাগের অধীশ্বর। মিথুন লগ্নে যে বালকের জন্ম হইয়াছে তাহার প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি ঐ মিথুন রাশির অধিপতি বুধ, দ্বিতীয় দ্বাদশাংশের অধিপতি (মিথুন হইতে দ্বিতীয় রাশি) কর্কটের অধিপতি চন্দ্র—ইত্যাদি।

জন্ম লগ্নমানকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া শিশুর জন্ম সময় উহার কোন অংশে পড়িল তাহা নিরূপণ করতঃ দ্বাদশাংশাধিপতি নির্ণয় করিতে হয়। কোন বালক মিথুন লগ্নের তৃতীয় দ্বাদশাংশে জন্ম গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে ঐ শিশু রবির (সিংহের অধিপতি) দ্বাদশাংশে জন্মিয়াছে। এইরূপ মেষ লগ্নের ষষ্ঠ ভাগে যে বালক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সে বুধের (কন্যার অধিপতি) দ্বাদশাংশে জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে।

ত্রিংশাংশ।

জন্মলগ্ন মানকে ৩০ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম ত্রিংশাংশ। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই ছয় লগ্নের প্রথম পঞ্চভাগ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ, তাহার পর পঞ্চভাগ শনির, তাহার পর অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহার পর সপ্তভাগ বুধের এবং তাহার পর পঞ্চভাগ শুক্রের ত্রিংশাংশ।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই ছয় লগ্নের প্রথম পঞ্চভাগ শুক্রের ত্রিংশাংশ, তাহার পর পঞ্চভাগ বুধের, তাহার পর অষ্টভাগ বৃহস্পতির তাহার পর সপ্তভাগ শনির এবং তাহার পর পঞ্চভাগ মঙ্গলের ত্রিংশাংশ।

জাতকের জন্ম সময় লগ্নের যে অংশে পড়িয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া ত্রিংশাংশপতি স্থির করিবেন।

কোন্ গ্রহের ক্ষেত্রে, কাহার হোরায়—দ্রেক্কাণে—নবাংশে—দ্বাদশাংশে অথবা ত্রিংশাংশে জন্মিলে কিরূপ ফল তাহা বারান্তরে বলিব।

ক্রমশঃ

ভক্তের ভগবান্।

শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস গোস্বামী বিরচিত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিয়মস্থিতা সত্যভামা, কৃষ্ণ নারদ।

জাম্ববতীর প্রবেশ।

সত্য। এস বন, কাল ব্রত উদ্‌যাপন, তোমরা কেও উকিও মারছন একবার?

নার। কি দেখ্‌তে আস্‌বেন? যা আগে একবার হয়ে গিয়েছে, তারই পুনরাবৃত্তি, সবইত পুরাণ রকম, নূতন রকম একটা কি আছে?

সত্য। তাইত বটে, ঠাকুর বল্‌লেন যে এমন ব্রত কেও কখন করেনি সেই রকম ব্রত হবে, তার ত কিছুই নাই। আমার ব্রত কিনা?

কৃষ্ণ। তবে কি রকম নূতন কর্‌তে হবে বল?

সত্য। তা আমি কি জানি?

কৃষ্ণ। তবে কে জানে?

সত্য। আমি এ রকম ব্রত কর্‌তে চাইনা।

কৃষ্ণ। ভাল, করো না। তবে উৎসব বন্ধ করে দেওয়া যাক্।

সত্য। তা হলে ত নিশ্চিন্ত হও। সংকল্প করে নিয়মাবলম্বন করে রয়েছি, দেশে দেশে নিমন্ত্রণ হয়েছে, তারপর ব্রত উদ্‌যাপন হলো না। সকলে আমায় উপহাস করুক, তা হলেই তোমার-মনস্কাম পূর্ণ হয়। আমাকে ছোট করাই ত তোমার ইচ্ছা।

নার। সেই রকমই ত দেখ্‌ছি—

কৃষ্ণ। তবে কি কর্‌তে হবে-তাই বল।

সত্য। কি কর্‌তে হবে তা আমি কি বলব?

কৃষ্ণ। তবে কিছু বলোনা, চুপ করেই থাক।

সত্য। কথার শ্রী দেখ্‌লেন দেবর্ষি! আমি চুপ করেই থাক্‌ব! আর উনি রুক্মিনীর গৃহে নিদ্রা যাবেন।

নার। আপনি চুপ করে থাক্‌তে গেলেন কেন?

কৃষ্ণ। তবে একটা গণ্ডগোল কর।

নার। যে আজ্ঞা, তাই হবে।

সত্য। শুন্‌ছেন দেবর্ষি! আমার যেন গণ্ডগোল করাই কায?

নার। নাঃ, গণ্ডগোল করা কি আপনার আমার কায ? যত গণ্ডগোলের গোড়া ঐ ঠাকুরটি। ব্রতের সব আয়োজন উনিই করালেন, এখন আর গণ্ডগোল বই কি নূতন হবে ?

সত্য। তবে বেশী রকম কিছু হবে না ?

নার। তবে কিনা এখনও দক্ষিণান্তের ব্যবস্থাটা বাকী আছে, তাতে খুব নূতন রকম, বেশি রকম হতে পারে।

সত্য। (সাগ্রহে) হতে পারে ? কি রকম নূতন হতে পারে দেবর্ষি !

নার। এখন ঠাকুর তাতে সম্মত হলে হয়।

সত্য। কি ! আমার ব্রতে একটু ভাল করে হবে, আর উনি তাতে সম্মত হবেন না। নিশ্চয় হবেন। আপনি বলুন কি করতে হবে ?

নার। কি বলেন ঠাকুর ?

কৃষ্ণ। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই, দেবী যা বলবেন তাই করব।

সত্য। দেবর্ষি ! আমার কথায় বিশ্বাস হলো না ?

নার। না, তবু একবার জেনে নেওয়া ভাল।

সত্য। আপনি বলুন, কি কর্ত্তে হবে ?

নার। এ ব্রতের প্রধান দক্ষিণা দান ব্রহ্মাণ্ড নয় স্বামী, তা আপনি স্বামী দান করলে ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ড পতিকে দান করা হবে, আর স্বামী দানও হবে।

জাম্ব। ও বাবা। এযে ভয়ঙ্কর নূতন।

সত্য। স্বামী দান ! না দেবর্ষি ! তা পারব না, ঠাকুরকে দান করে এক দণ্ড থাকতে পারব না।

কৃষ্ণ। যাক্, কোনও মীমাংসাই হলো না। যেখানকার কথা, সেই খানেই রয়ে গেল, এক পাও এগুলো না। আমার কিন্তু তাতে অমত ছিল না।

সত্য। তুমি ত আমাদের কাছ থেকে সরে যেতে পারলেই বাঁচ।

নার। আহা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? দান করলেই কি দিতে হয় ?

সত্য। দান করলে দিতে হয় না কি রকম ?

জাম্ব। দান করে বুঝি ঘরে তুলে রাখতে হয় ?

সত্য। তা'হলে ত পতিত হয়।

নার। আহা, পতিত হবেন কেন ? এই লোকে শ্রাদ্ধাদিতে গো দান করেনা ?

সত্য। করে।

নার। কেও কেও মূল্য দিয়ে গরু ফিরে নিয়ে আবার যার গরু তাকে দেয় না ? তাতে কি সে পতিত হয় ? আপনিও তাই করবেন।

জাম্ব। ঠাকুর কি গরু ?

নার। আমি কি ঠিক তাই—বলছি ? আমি বলছি সেই রকম হতে পারে, অর্থাৎ দাম দিয়ে ফিরে নেওয়া যায়।

সত্য। কি মূল্য দিতে হবে ?

নার। ঠাকুরের ওজনে স্বর্ণ, রত্ন, বা যা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন।

সত্য। এই ! তা ঠাকুরের ওজনে কেন ? ঠাকুরের ওজনের সহস্রগুণ দেওয়া যাবে।

নার। তবে আর কি ? সহস্রগুণ দিতে হবে না। ঠিক ঠাকুরের সমান ওজন হলেই হবে।

কৃষ্ণ। ঠিক হয়ে গেল ত ? যাও নারদ বিশ্রাম কর গিয়ে।

নার। প্রভুর আজ্ঞা। প্রণাম ঠাকুর।

মমজীবনং সফলং কুরু পরমেশ—
ভব ভয় ভঞ্জন শরণ ভবেশ—
জগজ্জন জীবন, মধুসূর নাশন—
মদন মদ দমন দীনেশ দেবেশ।

(গাইতে গাইতে প্রস্থান)

(অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, ও ভদ্রার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এই যে সখা ! এত বিলম্বে ?

সত্য। (দ্রৌপদীকে) এস ভাই, এত দেরী করে আসতে হয় ? কাল ব্রত, আজ এলে ? ভদ্রা ! তোরই বা কেমন বিবেচনা ? এখানে আসতে আর মন চায় না বুঝি ?

ভদ্রা। আমি একা আসব ?

সত্য। তোমার আবার একলা আসার ভয়। যে ধনুর্ব্বান নিয়ে রথে চড়ে যুদ্ধ করে, তার আবার ভয়।

কৃষ্ণ। তবে সখা ! পথে কোন কষ্ট হয় নি ?

অর্জ্জু। সখা ! তোমার সাক্ষাৎ পাবার আশায় যে ছুটে আসে, সেকি অধ্ব খেদ অনুভব করতে পারে ?

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজের কুশল ?

অর্জ্জু। যে অহোরাত্র তোমার চিন্তায় মগ্ন, তার অকুশল কিসে হবে ?

কৃষ্ণ। ভীমসেন, নকুল, সহদেব আর সবাই—সুখে আছেন ?

অর্জ্জু। অসুখের মধ্যে তোমার অদর্শন।

সত্য। তোমরা যে এসেছ, এতে আমরা বড়ই সুখী হলাম, আমি বিলম্ব দেখে মনে করছিলাম, বুঝি ভুলে গিয়েছ ?

দ্রৌপ। ভুলে গিয়েছি! কাকে ভুলব ভাই? তোমাদের ভুলব? সখাকে ভুলব? শয়নে স্বপনে জাগরণে যে কৃষ্ণ সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক, যে হরি জীবনের একমাত্র অবলম্বন, যে মধুসূদন সকল বিপদ্ ভঞ্জন, সেই অকুলের কাণ্ডারী হরিকে ভুল্‌ব? তবে কি নিয়ে থাকব?

সত্য। কেন সখাকে নিয়ে।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! এক ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ করতে চায়।

কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ! ওঃ বুঝেছি সেই ব্রাহ্মণ; আচ্ছা এইস্থানেই নিয়ে এস।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

সত্য। (দ্রৌপদী ও ভদ্রার হাত ধরিয়া) চল ভাই, পথে বড় কষ্ট হয়েছে, একটু সুস্থ হবে চল।

(সত্যভামা, দ্রৌপদী ও ভদ্রা নিষ্ক্রান্তা)

(ব্রাহ্মণের প্রতিহারী সহ প্রবেশ, কৃষ্ণার্জ্জুন ব্রাহ্মণকে প্রণাম ও প্রতিহারী আসন দিয়া প্রস্থান করিল)

কৃষ্ণ। আপনার পদার্পণে পুরী পবিত্র হলো, এ রাত্রে ক্লেশ স্বীকার করে আগমনের হেতু কি? অনুমতি করুন কি করব?

ব্রাহ্মণ। (স্বগত) কি বিনয়! (প্রকাশ্যে) মহারাজের স্মরণ হয় কি আমি পূর্ব্বে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবা মাত্রই কে অলক্ষিতে এসে সেই সদ্যোজাত শিশুকে হরন করে নিয়ে যায়?

কৃষ্ণ। বেশ স্মরণ আছে, আর আমিও ত বলেছিলাম যে ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী আসন্নপ্রসবা হলে আমাকে সংবাদ দেবেন।

ব্রাহ্মণ। সেই সময় উপস্থিত হয়েছে, আর বিলম্ব করবেন না। দ্বারকানাথ! সশস্ত্র হয়ে আততায়ীকে নিবারণ করবার জন্য শীঘ্র চলুন।

কৃষ্ণ। সশস্ত্র হয়ে? তাইত ঠাকুর! বড়ই অসময়ে এসেছেন যে, সাডীর ব্রতের জন্য আজ আমি নিয়মস্থিত হয়ে আছি, আজ অস্ত্র ধারণ করি কিরূপে? একদিন অপেক্ষা করতে পারেন না? কাল ব্রত উদ্‌যাপন হলে যাব?

ব্রাহ্মণ। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সেকি মহারাজ! আসন্ন প্রসবা ব্রাহ্মণী অপেক্ষা করবে?

কৃষ্ণ। তাও বটে, তবে—উপায়?

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আশা দিয়ে রেখে শেষ মুহূর্ত্তে, এ রকম করে বঞ্চিত করা কি আপনাকে সাজে? সন্তান নাশের আশঙ্কায় আপনার শরণাপন্ন হলাম, আর আপনার এই ব্যবহার! এখন আমার চক্ষে জগৎ অন্ধকার, এখন কিনা আপনি পরিহাস করছেন? বিপন্ন দেখে পরিহাস করা কি দ্বারকানাথের উপযুক্ত?

কৃষ্ণ। না ঠাকুর! আপনার সঙ্গে পরিহাস করছি না, আমার উভয় সঙ্কট; আপনার সন্তান রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি, অথচ আজ আমি নিয়মস্থ; এমন আর কে বীর আছে, যাকে পাঠালে আপনাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে? আমিও চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি।

অর্জ্জু। (স্বগত) কি রকম? সখা আমাকে ওঁর চেয়ে হীন মনে করে উপেক্ষা করছেন? না এখানে আমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হচ্ছেন! এখানে আর কে বীর আছে!

ব্রাহ্মণ। এ প্রবঞ্চনা মাত্র। বলুন আপনি অক্ষম। এ কপটতার প্রয়োজন কি ছিল? ব্রাহ্মণকে বৃথা আশা দিয়ে—জানেন? না এ কি বল্‌ছি? না মহারাজ! ক্ষমা করুন, অপরাধ হয়েছে; আমার অদৃষ্টে বংশলোপ লেখা আছে, আপনি কি করবেন? তবে কিনা বড় আশা করে ব্রহ্মাণ্ড পতির শরণাপন্ন হয়েছিলাম, শুনেছিলাম আপনি অনাথের নাথ, অসহায়ের সহায়, বিপদ ভঞ্জন ভক্ত বৎসল, শরণাগত রক্ষক—এ সকল কি তবে মিথ্যা শুনেছি? তবে বৃথা আশা দিয়ে ছিলেন কেন?

কৃষ্ণ। না ঠাকুর মিথ্যা শোনেন নি। তবে—

ব্রাহ্মণ। তবে—আমার এ বিপদে রক্ষা করতে পারবেন না? না করবেন না।

কৃষ্ণ। তা নয় ঠাকুর! আপনার কোন ভয় নাই।

ব্রাহ্মণ। ভরসা কি আছে? আপনি যখন উদ্ধার করতে যেতে পারছেন না, তখন আর কে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে?

অর্জ্জু। (স্বগত) এ ব্রাহ্মণ আমায় জানে না, বোধ হচ্ছে। নইলে আমার সমক্ষে এ কথা বলত না। সখা ত দেখছি ব্রাহ্মণের চাটুবাক্যে আত্মগৌরবে বিভোর হয়ে আছেন।

কৃষ্ণ। তাইত ভাবচি ঠাকুর! আর কে এমন বীর আছে—কে আমাকে সত্যভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে?

অর্জ্জুন। (স্বগত) না, আর সহ্য হয় না। সখা মনে করছেন বুঝি ওঁর চেয়ে বীর আর কেও নাই। এ অপমান আর সহ্য হয় না, এ সুযোগে একবার স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে দেখি, যদি অগ্রাহ্য করেন, এই দণ্ডে এস্থান ত্যাগ করব। (প্রকাশ্যে) সখা! আমার দ্বারা ব্রাহ্মণের কার্য্য উদ্ধার হয় না? আমি কি এতই অক্ষম!

কৃষ্ণ। (সাগ্রহে) তাইত সখা! আমি ভুলে গিয়ে ছিলাম, মাথাটা বড় খারাপ হয়েছে। তুমি এখানে আছ, তা মনেই নেই! তুমি যাবে?

অর্জ্জুন। (সোল্লাসে) অনুমতি হলেই যাই।

ব্রাহ্মণ। কে তুমি? দ্বারকানাথের পরিবর্ত্তে কাকে এ গুরুতর বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য নিয়ে যাব?

কৃষ্ণ। ইনি অর্জ্জুন। এঁর নাম শোনেন নি? এঁর গাণ্ডীব টঙ্কারে দেবতারাও ত্রস্ত হন, ইনিই খাণ্ডব প্রস্থে ইন্দ্রকে শত্রু বলে বারণ করে অগ্নির তর্পণ করে ছিলেন। (অর্জ্জুনের প্রতি) তবে সখা। সশস্ত্র আছ, অবিলম্বে গমন কর। যান ঠাকুর। আপনার ভয় নাই। যখন এখানে এসেছেন, তখন আর কোনও বিপদ থাকবে না।

ব্রাহ্মণ। আসুন তবে। কিন্তু দেখবেন। মনে থাকে যেন যে কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে আপনি যাচ্চেন।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

অর্জ্জুন। নির্ভয়ে চলুন।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন বড় অভিমানী, অকৃত কার্য্য হলে হিতে বিপরীত করে, বসবে। তাকে একলা ছেড়ে দিয়ে আমি ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না, তার অমঙ্গল হলে ভক্ত বৎসল নামে কলঙ্ক হবে যে। ভক্তকে, শরণাগতকে রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে আমার কায। ভক্ত চূড়ামণি অর্জ্জুনের দর্প খর্ব্ব করতে হবে—কিন্তু তাকে রক্ষা করা চাই ব্রাহ্মণেরও কার্য্য উদ্ধার করা চাই—প্রতিহারী—

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

দারুককে রথ প্রস্তুত করতে বল।

প্রতি। যে আজ্ঞা—

(প্রস্থান)

কৃষ্ণ। যাই সজ্জিত হয়ে আসি। কিন্তু নিরস্ত্র যেতে হবে।

(প্রস্থান)